লীলামৃত

(ভগবত্তত্ত্বমূলক নাটক)

সেবক ৺রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির

কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান হইতে সেবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক

সংগীত সংযোজিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

দি ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট,

১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীজগবন্ধু দাস ঘোস দ্বারা মুদ্রিত

১৩০৭ সাল

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত-ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

নারায়ণ, নারদ, ভক্তবৃন্দ,

ঈশান গাঙ্গুলী ... শিবসুন্দরীর সম্পর্কীয় পিতৃব্য।

হরিশ, গিরিশ, মতি, অক্ষয়, } প্রতিবাসী ভদ্রলোকগণ।

পুরোহিত, প্রতিবাসী বালকদ্বয়, মাতাল, তস্করদ্বয়।

গোলক ... পূর্ব্বাঞ্চলের জমিদার ও শিবসুন্দরীর গন্ধর্ব্বপতি।

তারাচাঁদ ... গোলকের দাওয়ান।

জ্ঞানবাবু, ডাক্তার, জটাধারী সাধু, উকিল, মুন্সেফ, সদরওয়ালা, ডিপুটী, ইন্‌স্পেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট, ভট্টাচার্য্য, নিশিবাবু (ব্রাহ্ম), ভিখারী, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ব্রহ্মচারী, নাস্তিক, গোস্বামী, মাতাল, ঋষিগণ, নন্দগোপাল, ভৃত্য, চাপরাসী।

হরমোহন ... নন্দগোপালের পিতা।

স্ত্রীগণ।

লক্ষ্মী

শিবসুন্দরী ... ... ব্রাহ্মণ কন্যা।

জয়মণি ... ... শিবসুন্দরীর মাতা।

ভাবিনী ... ... ঐ ভগিনী।

রাধামণি ... ... গোলকের প্রথমা স্ত্রী।

সুভদ্রা ... ... ঐ মাতা।

শৈলবালা ... ... উকীলের স্ত্রী।

বিধুমুখী ... ... ঐ ভগ্নি।

গোলকের বিধবা পুত্রবধু, ডাক্তারের স্ত্রী, ব্রজবাসিনীদ্বয়।

কৃষ্ণপ্রিয়া ... ... নন্দগোপালের মাতা।

চন্দ্রমুখী ও বেদানা ... বেশ্যাদ্বয়।

দাসী ও প্রতিবাসিনীগণ।
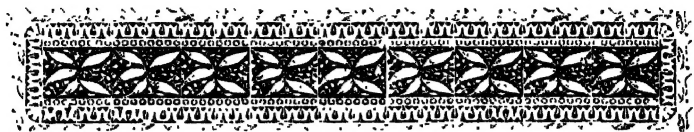
লীলামৃত নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

গোলক।

নারায়ণ আসীন, পার্শ্বে নারদ দণ্ডায়মান।

নারায়ণ। লীলার রীতিই এই। আমি যদি স্বয়ং প্রকট না হই, আমি যদি মানব প্রকৃতি ধারণ ক'রে আমার নিত্য ভাব প্রচার না করি, তাহ'লে অবোধ জীব কেমন করে বুঝ্‌বে? আর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া আমার পক্ষে ত নূতন নয়। যে পর্য্যন্ত লীলা বিস্তৃত করেছি, সেই পর্য্যন্ত আমি সততই ব্যস্ত। আমার রঙ্গভূমি দেখ, তথায় আমি কিরূপে রয়েছি। আবার এই দেখ নিত্যরূপ; পুনরায় দেখ আমি লীলায় আর একরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকি।

নারদ। ঠাকুর! তোমার এ লীলা বোঝা ভার। তুমি নিত্য, তুমিই লীলা, তুমি আবার নিত্যলীলার মধ্যবর্ত্তী অবতার। যেমন বল্লে, তেমনি বুঝলুম। আচ্ছা বল দেখি ঠাকুর এ তোমার কি ভাব? যিনি সর্ব্বশক্তিমান, যাঁ'র ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, তাঁর আবার স্বয়ং অবতীর্ণ হবার তাৎপর্য্য কি! জীব শিক্ষার জন্যে? তুমি যখন মনের মন, প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর, জ্ঞানের জীবন, আত্মার সারথী, তখন এত আড়ম্বর না ক'রে জীবের মন পরিবর্ত্তন ক'রে দিলেই ত নিমেষ মধ্যে, এক দেশ কেন, সমস্ত জগৎ পরিবর্ত্তিত হ'তে পারে। এ শক্তি কি আপনার নাই?

নারায়ণ। নারদ! তুমি লীলার ভাব বুঝ্‌তে পাল্লে না। আমি যদি আমার নিত্য শক্তি বিকাশ ক'রে লীলার কার্য্য করি, তা হ'লে লীলা খেলা ত হয় না। বালকেরা যেমন আপনাপন চক্ষু বস্ত্রাবৃত ক'রে অন্ধের ক্রীড়া করে, আমার লীলা খেলাও সেই প্রকার।

নারদ। আমি পূর্ব্বেই বলেছি তোমার লীলা আমি কি বুঝ্‌বো, যা আমায় বলাবে তাই আমি বল্‌বো। সে যা হোক ঠাকুর, আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। এবার কি ভাবে অবতীর্ণ হবে, যদি ভৃত্য জ্ঞানে দয়া করে যেমন সকল কথা বলে থাক, তেমনি বল, তা হ'লে আমার উৎসুক মন শান্তি লাভ করে।

নারায়ণ। গৌরাঙ্গ অবতারে আমি তিন রূপে জীবের শিক্ষা বিধান করেছি। অদ্বৈত রূপে আমি দেখিয়েছি, যে জীবের যে পর্য্যন্ত অদ্বৈত অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ং জ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত আমার নিত্য ভাব বুঝ্‌তে কখন সমর্থ হয় না। চৈতন্য নাম ধারণ ক'রে জীবের সাধনের দ্বিতীয়াবস্থা প্রদর্শন করালেম। যাঁ'র অদ্বৈত জ্ঞান, যে আমায় সর্ব্বত্রে এক জ্ঞান করে, যে অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কীট পতঙ্গাদি হ'তে

যাবতীয় জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, জল, মৃত্তিকা, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য প্রত্যেক পদার্থ আমার এক ভাব বলিয়া দেখে, তখনি তার চৈতন্যোদয় হ'য়ে থাকে। তখনি সেই জীবের ভব ঘোর বিদূরিত, মহামায়া অন্তর্দ্ধান, আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি হ'য়ে থাকে। যে মায়াতীত, যার হৃদয়ে চৈতন্য স্বপ্রকাশ, সে সর্ব্বত্রই চৈতন্যময় দর্শন করে। সে তখন জলে দেখে যে চৈতন্য, স্থলে দেখে সেই চৈতন্য, অনলে দেখে যে চৈতন্য, অনিলে দেখে সেই চৈতন্য, আকাশে দেখে যে চৈতন্য, সর্ব্ব প্রাণীতে দেখে সেই চৈতন্য, স্থূলে দেখে যে চৈতন্য, সূক্ষ্মেতে দেখে সেই চৈতন্য, আপনাতে দেখে যে চৈতন্য, বাহ্য জগতে জড় চেতন সকলেই দেখে সেই চৈতন্য, তার এইরূপ সর্ব্বত্রে সর্ব্বস্থানেই চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পায়, সুতরাং সে তখন নিত্য বস্তু লাভে সদাই নিত্যানন্দ ভাবে অবস্থিতি করে। নিত্যানন্দ রূপে তাই আমি নিত্য-আনন্দের হাট বাজার স্থাপন করে এসেছি।

নারদ। ঠাকুর! তোমার কথা তুমিই জান; আমি মূঢ়, কি ক'রে সে কথা আমার বুদ্ধি ধারণ কত্তে সক্ষম হবে। ঠাকুর! গৌরাঙ্গলীলায় জীব শিক্ষার জন্য এই ভাব দেখিয়েচেন, তা আমি জান্‌তুম না। আমরা কখন এ কথা স্বপ্নেও চিন্তা করিনি। নব ঠাকুর বল, তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ বিচলিত হ'চ্চে, না জানি আরও কি অদ্ভুত কথা শ্রবণ করবো!

নারায়ণ। কিন্তু দেখ নারদ! এখন জীবগণ আমার সেই ভাব বিকৃত করেচে। আমার প্রকৃত ভাব পরিবর্ত্তন ক'রে যার মনে যা আসচে সে তাই প্রচার কচ্চে। দেখ অগণন দলের সৃষ্টি হ'চ্চে। যখন পৃথিবীর মধ্যে ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হয়, যখন প্রকৃত ধর্ম্ম অতিক্রম ক'রে স্বেচ্ছাচারী ধর্ম্মের প্রবাহ সঞ্চালিত হয়, তখন সুতরাং পরস্পর

মহা কলহ উপস্থিত হ'য়ে বিষম প্রমাদ সংঘটিত হয়ে থাকে। সেই সময় সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেউ কারোর বশবর্ত্তী থাকে না। এমন সময় সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সে সামঞ্জস্য রক্ষা করা জীবের কর্ম্ম নয়, তাদের শক্তিতে সঙ্কুলান হয় না, সুতরাং স্বয়ং আমাকেই গমন কর্ত্তে হয়।

নারদ। এ প্রকার অবতারকে কি পূর্ণ না অংশ বলে?

নারায়ণ। অবতার পূর্ণ—অংশ, কলা, বলে যে কথা শ্রবণ করে থাক, সে সকল মনুষ্যদিগের মনুষ্যোচিত কথা মাত্র।

নারদ। সে কি কথা ঠাকুর! তোমার কৃষ্ণ অবতারকেই পূর্ণ বলে আর অন্যান্য অবতার ত অংশাবতার।

নারায়ণ। নারদ! আমি নানাবিধ ভাবে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকি। আমার ভাব অনন্ত এবং অসীম। ভাব অনন্ত হোক আর অসীম হোক কিন্তু প্রত্যেক ভাব স্ব স্ব প্রধান। যেমন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। এই পঞ্চবিধ ভাবের মধ্যে সকলেই স্বতন্ত্র। সকলেরই কার্য্য স্বতন্ত্র। যখন শান্ত ভাবের কার্য্য করি তখন সেই ভাবে পূর্ণ সখ্য ভাবের কার্য্য কালীন তাকেই পূর্ণ জানবে। আমি যখন যে যে অবতার হয়েচি তখন এক এক ভাব প্রকটিত ক'রে এসেচি, সেই জন্য সেই সেই অবতারকে অংশ বলে। কৃষ্ণ অবতারে এই পঞ্চ ভাব সম্বন্ধে পূর্ণরূপে ক্রীড়া করেচি। জীবগণ সেই জন্য কৃষ্ণ অবতারকে পূর্ণ বলে। কোন অবতারেই আমি আমার অনন্ত ভাবে প্রকাশ হইনি।

নারদ। কৃষ্ণাবতারে কিরূপে পঞ্চ ভাবে বিহার করেচ, শ্রবণ করবার জন্য বিশেষ বাসনা হচ্চে।

নারায়ণ। দেখ, এক দিকে নন্দ যশোদার পূর্ণ বাৎসল্য। এমন বাৎসল্য ভাবের দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় নাই। আমি যশোদাকে আমার

স্বরূপ কতবার দেখিয়েচি, তার সম্মুখে কত অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করেচি কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গিরিধারণ ক'রে অদ্ভুত অমানুষী কার্য্য করেচি, মুখ ব্যাদান ক'রে ব্রহ্মাণ্ড দেখালেম, কিন্তু কিছুতেই বাৎসল্যের—প্রকৃত বিমল বাৎসল্যের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি। আর এক দিকে সখ্য ভাবের চরম অভিনয় করেচি, রাখাল বালকেরা ব্রজবিহারের বিবিধ বিচিত্র বিস্ময়জনক কার্য্য দর্শন ক'রে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তাদের ভাবান্তর হয় নি। তারা পুতনা বধ দেখেচে, অঘাসুর বকাসুরের নিধন দেখেচে, কালান্তক কালকূটধর কালীয়ের দর্পচূর্ণ ক'রে মৃত রাখালদিগের জীবন দান কর্ত্তে দেখেচে। নিবিড় বনে দাবাগ্নি দাহনে রাখালদিগের বিপদ হ'তে উদ্ধার কত্তাও আমায় জানতো, কাননে গোপাল সহ যখন বিচরণ করেচি, তখন দেবদেবীরা আমায় সচন্দন তুলসী পত্র সহযোগে কত বেদ-মন্ত্রাদি দ্বারা স্তব স্তুতি ক'র্ত্ত, তাও তারা দেখেচে, কিন্তু এক দিনও "আমাদের ভাই কানাই" বলতে মনে সঙ্কুচিত হয় নি। যখন তারা বনভ্রমন কালীন ফলমূল সংগ্রহ ক'র্ত্ত, অগ্রে আপনারা ভক্ষণ ক'রে যে ফলটী সুস্বাদু কিম্বা মিষ্ট হ'ত, সেইটা আমার জন্যে রক্ষা কর্ত্তো। আর যে গুলি তিক্ত কষায় কিম্বা অম্লযুক্ত হ'তো তারা আপনারা ভক্ষণ কত্তো। নারদ! দেখ দেখি কি সখ্য ভাবের মহিমা! কৈ এক দিনও তাদের মনে আমার শক্তি দেখে সখ্য ভাবের বিপর্য্যয় হয় নি। কৈ এক দিনও ঈশ্বর ব'লে শান্ত ভাবের উদয় হয় নি, কৈ এক দিন ও উচ্ছিষ্ট ফল মূল প্রদান কর্ত্তে সন্দিহান হয় নি। আবার শ্রবণ কর গোপিকাদিগের মধুর ভাব। মধুর মধুর ভাব যেমন বৃন্দাবনে প্রকাশিত হয়েচে জগতে এমন আর হয় নি। গোপিকারা আপনাপন গৃহ পরিত্যাগ ক'রে, পতি, পুত্র, পিতা, মাতা, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, লোকলজ্জা একেবারে বাম পদে দলিত ক'রে আমাতে আত্ম

সমর্পণ করেছিল। প্রাতঃকাল নাই, প্রাহ্ন নাই, অপরাহ্ন নাই, প্রদোষ নাই, রজনী নাই যখনই বংশীনিনাদ সঙ্কেত করেচি অমনি আমার নিকট উপস্থিত হতো। মধুরের এই ভাব। যার কারও প্রতি মধুর ভাব উপস্থিত হয় তায় সকল ভাবই তাতে পর্য্যবসান হ'য়ে থাকে। সে কখন শান্ত, কখন দাস্য, কখন বাৎসল্য, কখন সখ্য, এবং কখন বা মধুর ভাবে বিহার করে।

নারদ। সে কি প্রকার ঠাকুর! অন্যান্য ভাবে ত সেরূপ হয় না। তবে কি মধুরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট?

নারায়ণ। মধুর ভাব সকল ভাবের চরম। শান্ত দাস্যাদি সকল ভাব সম্ভোগ না কল্লে মধুর ভাব হয় না; সুতরাং যখন মধুর ভাব উপস্থিত হয় তখন তার সকল ভাবেই অধিকার জন্মে। মধুর ভাব শেষ বটে, কিন্তু অন্যান্য ভাবের শেষাবস্থাকেও সেই ভাবের মধুর বলে। এই জন্য মধুর মধুর ভাব বলেচি।

নারদ। বিষম গোলযোগ উপস্থিত কল্লে ঠাকুর! গোপিকাদের মধুর ভাবে শান্ত দাস্য এল কেমন করে? আর বাৎসল্যই বা মধুরে কিরূপে সম্ভব? আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

নারায়ণ। কঠিন বোধ হ'লো কিসে হে?

নারদ। ঠাকুর! তুমি গোপিকাদের মধুর ভাব বল্লে, মধুর স্ত্রী পুরুষের ভাবকে বলে—এই না?

নারায়ণ। তা বলে।

নারদ। তাই যদি হয়, তবে পিতামাতার বাৎসল্য ভাব মধুরে কি প্রকারে সঙ্গত হ'লো? আর সকল ভাবের চরমাবস্থাকে মধুর বলে তাও আমি বুঝ্‌তে অক্ষম। একথা ত কখন শুনি নি।

নারায়ণ। যে আদি পঞ্চ ভাব বলেচি, তাদের প্রত্যেকের পঞ্চ-

বস্থা আছে। শান্ত ভাবের -শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা রয়েছে। এই প্রকার অন্যান্য ভাবেও ঐ প্রকার জানবে।

নারদ। আমায় আরও পরিষ্কার করে বলে দাও।

নারায়ণ। শান্ত ভাবের প্রথমাবস্থাকে শান্তের শান্ত বলে। এই অবস্থায় এক প্রকার ধীর ভাবের আভাস মাত্র মনে প্রতিবিম্বিত হয়। যেমন বালকের পিতার প্রতি প্রথম ভাব। বালক তখন তার পিতাকে তাড়নকর্ত্তা বলে বুঝে থাকে। পিতা পালনকর্ত্তা, তাঁর সেবা এবং আজ্ঞা পালন করা উচিত. এই জ্ঞান যখন সঞ্চারিত হয় তখন তাকে শান্তের দাস্য বলে। পিতাপুত্রে যখন কোন বিষয়ের পরামর্শ ক'রে থাকে তখন সেই ভাবকে শান্তের সখ্য বলা যায়। পিতার বার্দ্ধক্যে পুত্র যখন প্রতিপালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে তখন শান্তের বাৎসল্য ভাব। যাঁর যত্নে লালিত পালিত. যাঁর প্রয়াসে বিদ্যোপার্জ্জন, যাঁর দৃষ্টান্তে সুনীতি শিক্ষা, যাঁর উপদেশে জীবন গঠিত তিনিই পরমগুরু ইত্যাকার ভাবের শেষ সীমায় উপস্থিত হ'লে হৃদয়ে পিতার প্রতি যে এক প্রকার প্রেমের সঞ্চার হয়, সেই অবস্থাকে, নারদ! শান্তের মধুর ভাব বলে।

নারদ। মধুর ভাবে পঞ্চ ভাব কোথায়?

নারায়ণ। মধুরে পঞ্চ ভাব বিমিশ্রিত। এমন ভাব আর নাই। স্ত্রীজাতিরা পতিকেই জীবনের নেতা, হৃদয়ের ঈশ্বর, সুখ দুঃখের কারণ, বিপদের অবলম্বন, রমণীর এক মাত্র আশ্রয় জ্ঞান ক'রে যে ভাব লাভ করে তাকে মধুর শান্ত বলে। পতিকে যখন পতি বলে জ্ঞান হয় তখনি দাস্য ভাবের কার্য্য হয়। যখন কোন বিষয় লয়ে পরামর্শ করে সেই সময় সখ্য ভাবের দৃষ্টান্ত। স্বামীর ভোজন কালীন

স্ত্রী যে ভাবে আহার করায় তাকে বাৎসল্য এবং আদি রসপানকে মধুর মধুর বলা যায়।

নারদ। আদি রসপানকেই মধুর বলে?

নারায়ণ। আদি রস বল্লে সাধারণে যে ভাব গ্রহণ করে তা নয়। বিশুদ্ধ প্রেমানন্দই মধুর ভাব।

নারদ। তার পর ঠাকুর?

নারায়ণ। অন্যান্য ভাবের প্রথম হ'তে পূর্ণ পুষ্টিকাল পর্য্যন্ত পঞ্চ বিধ ভাব বিকশিত হ'তে দেখা যায়।

নারদ। ধন্য হলেম ঠাকুর, কৃতার্থ হলেম। তোমার মুখ বিনিসৃত রসামৃত পান ক'রে রসোন্মত্ত হলেম। এখন বল গোপিকারা পতি পরিত্যাগ ক'রে তোমার নিকট আগমন কর্ত্তো, তাতে কি তাদের ব্যভি-চার দোষ সংস্পর্শিত হয়েছে? বিশেষতঃ গোপিকাদের প্রধানা শ্রীমতীকে এ কথা বলা যেতে পারে কি না?

নারায়ণ। জীবগণ যে পঞ্চ ভাবে সংসার গঠিত ক'রে অবস্থিতি করে, সে কেবল শিক্ষার স্থল। যেমন আমার লীলা দেখে, লীলা বুঝে, আমার নিত্য জ্ঞান তারা প্রাপ্ত হয়, তেমনি সংসারে পঞ্চভাবের তাৎ-পর্য্য বোধ হলে সেই ভাব আমায় প্রয়োগ ক'রে জীবগণের জীবনমুক্ত-ভক্ত হয়ে কালাতিপাত করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। নারদ! শিক্ষার স্থান ত আর নাই। এই জন্যে সংসার আশ্রমের মর্য্যাদা অধিক দেখা-বার জন্যে--কৃষ্ণাবতারে ব্রজ এবং মথুরার লীলা করেছিলেম।

নারদ। তবে কি ঠাকুর! সংসারই শ্রেষ্ঠ হ'ল? সাধন ভজনের স্থান কি স্ত্রীপুত্রাদি?

নারায়ণ। তা সত্য।

নারদ। বিবেক বৈরাগ্যের কথা কেন শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে?

কেনইবা ঋষিরা সংসার পরিত্যাগ ক'রে অত ক্লেশ পা'ন? এর কি কিছুই অর্থ নাই?

নারায়ণ। অর্থ আছে। যারা ভাব শিক্ষা কর্ব্বে, যারা আমায় সেব্য-সেবক ভাবে চায়, তাদের প্রথম শিক্ষা সংসার, তার কোন ভুল নাই। কিন্তু সেই সাংসারিক ভাব চরম ভাব নয়। শান্ত ভাব শিক্ষার স্থল পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজন সত্য, কিন্তু সেই ভাব চিরকাল তাদের প্রতি রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। পিতা মাতা জড় পদার্থ-সম্ভূত, এই আছে পরক্ষণে আর নাই, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ও সেই প্রকার। কারণ জড় প্রভু নিত্য নয়, জড় সন্তান নিত্য নয়, জড় বন্ধু নিত্য নয়, তেমনি জড় পতিও নিত্য নয়। সংসারে অবস্থিতি ক'রে জীব যখন ভাবের মাধুর্য্য উপলব্ধি করে, তখন স্বভাবতই সেই ভাব পরিত্যাগ কর্ত্তে অশক্ত হয়, এই জন্য সকলে বিয়োগ-শোক এত অনুভব করে থাকে। পিতার মৃত্যুতে শান্ত ভাব বিচ্ছিন্ন হয়, সন্তানের লোকান্তরে বাৎসল্য, ভাই ভগ্নী গতাসু হ'লে সখ্য, এবং স্ত্রীর পরলোক যাত্রাতে মধুর ভাব এককালে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাই জীবগণ এত কাতর হয়ে থাকে। তুমি বিবেক বৈরাগ্যের কথা যা উল্লেখ কচ্ছিলে তার আবশ্যকতা আছে। এই বিবেক বৈরাগ্যের দ্বারা আমাতে সেই ভাব প্রদান কর্ত্তে সমর্থ হয়। তখন তারা দেখে যে, এমন ভাব জড় পদার্থে আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য নয়। পিতামাতা বা অন্য গুরুজনের প্রতি শান্ত ভাব প্রদর্শন করা শান্তের চরম নয়, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য এবং মধুরের ও সেই ভাব। যেমন জড় প্রভু নিত্য প্রভু নয়, জড় সন্তান নিত্য সন্তান নয়, জড় বন্ধু নিত্য বন্ধু নয়, তেমনি জড় পতিও নিত্য পতি নয়। জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হ'লে কামিনীরা দেখ্‌বে, যে পতিকে জীবন মরণের এক মাত্র আশ্রয় জান্‌লেম, সেত দুই দিনে লোকান্তর প্রাপ্ত হ'লো,

তবে এমন বিশুদ্ধ পতি ভাব কোথায় নিক্ষেপ কর্ব্বো? পতির পতি যিনি, যিনি জগৎপতি, তাঁকেই পতিত্বে বরণ করি। সে পতি অক্ষয়, অমর, অজর সুতরাং তাঁর সহিত পতি ভাব অবিচ্ছেদে সম্ভোগ হবে। এই শিক্ষার জন্য গোপিকাদিগের ভাব দ্বারা জগতে আমার বিমল মধুর ভাব প্রকাশ করেচি। শ্রীমতী যে জড় পতি পরিত্যাগ করেচে, তার এই তাৎপর্য্য নারদ। জীবের কর্ত্তব্য শিক্ষার জন্য আমার সেই লীলা। একটি জড়পতি পরিত্যাগ করে অপর জড় পতির অনুগমনকে ব্যভিচার দোষ বলে, কিন্তু জড় পতির পরিবর্ত্তে নিত্য পতির অনুগামিনী হওয়াই নারীজীবনের শেষ কার্য্য।

নারদ। তার পর ঠাকুর! তোমার শান্ত, দাস্য ভাবের পরিচয় দাও।

নারায়ণ। নন্দের পাদুকা বহন, গোপালবেশে গোপাল রক্ষা, গো দোহনাদি দাস্যের কার্য্য। বসুদেবের প্রতি শান্ত ভাব। যখন কংশ নিধনান্তে মথুরার রাজসিংহাসনে উপবেশন ক'রে রাজ চক্রবর্ত্তী হই, তখন প্রজাদের আমি বাৎসল্য ভাবে প্রতিপালন করেচি, এই জন্য কৃষ্ণলীলায় আমার পূর্ণাবতার বলে। দেখ এই লীলায় সকল ভাবের পূর্ণ ক্রীড়া করেচি। আবার জড় চেতন সামঞ্জস্য করে গীতা প্রকটিত করেচি। অন্যান্য অবতারে আবশ্যকমতে কেবল ভাব বিশেষের অভিনয় হয়েচে।

নারদ। কৃষ্ণলীলায় পূর্ণযোগ ভাব প্রকাশ ক'রে গৌরাঙ্গ অবতারে একপক্ষীয় কঠোর সন্ন্যাস দেখালেন কেন?

নারায়ণ। বলেচি, আবশ্যকমতে আমি অবতীর্ণ হই। যে দেশে যে প্রকার প্রয়োজন সে দেশে সেই অভাব মোচন করতে আমি সেইরূপে জন্ম গ্রহণ করে থাকি। আমার অবতরণ কালে আমি স্বয়ং যে সকল কার্য্য ক'রে লোকের শিক্ষা বিধান করি, তখন তারা তা বুঝ্‌তে পারে

এবং তদনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু আমার মহিমা অতিশয় কুটিল, অতি গম্ভীর ; জীবের বুদ্ধির অতীত। তারা কিয়দ্দিবসের মধ্যেই ভাবান্তর উপস্থিত ক'রে মহা সংশয়াবস্থায় পতিত হয়। তখন ধর্ম্মের বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়, লোকে অধর্ম্মাচরণে সর্ব্বদা আনন্দিত হয়ে থাকে। এমন সময়ে আমার আগমন নিতান্ত আবশ্যক, তাই সময় এবং অবস্থা বিশেষে ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত ক'রে থাকি, কৃষ্ণলীলায়—যোগ ভোগ এবং সংসারে থেকে কেমন করে ধর্ম্ম সাধন কর্ত্তে হয় শিক্ষা দিয়েছিলেম, কিন্তু জীব সংসারের আকর্ষণে বিমোহিত হ'য়ে আমায় বিস্মৃত হ'ল—সুতরাং আমি গৌরাঙ্গলীলায় কঠোর সন্ন্যাস ভাব প্রচার করে ছিলেম। কেবল তা নয়। কৃষ্ণাবতারে জীবের চরমাবস্থায় কি হয় তাও দেখিয়েছি। যে আমায় যে ভাবে অর্চ্চনা বা সম্ভোগ কর্ত্তে চায় আমি সেই ভাবে তার নিকট প্রকাশ হই। এই জন্য, নারদ ! আমি পঞ্চভাবের পূর্ণক্রিয়া করি ; কিন্তু সাধনের প্রণালী কিছুই দেখাই নাই, উল্লেখ করেছিলেম মাত্র। জীবের পক্ষে তা কঠিন বোধ হ'লো। গৌরাঙ্গ রূপে তাই সাধনের প্রণালী প্রচলিত করি। গৌরাঙ্গলীলায় দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় যা অব্যক্ত রেখেছি, এবার তাই প্রকাশ কর্ব্বো।

নারদ। ঠাকুর গো! তাই তোমায় ভক্তেরা ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু বলে। বল ঠাকুর! কি শিক্ষা দেবে ? আহা! ধন্য মানবকুল, ধন্য জীব! ভগবানের লীলা সম্ভোগের তোরাই পাত্র। তোরাই লীলা পীযূস পান করে সশরীরে নিত্যরসময়ের রসিকরূপ দর্শন ক'রে আনন্দ সাগরে সাঁতার দিবি। ধন্য তোরা, আমি তোদের শত ধন্যবাদ দিই।

নারায়ণ। তোমায় বলেছি যে গৌরাঙ্গলীলায় অদ্বৈত, চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ, এই তিন রূপে তিন ভাব স্বতন্ত্র ক'রে অভিনয় করেছি,

জীব তা জানে। এবার দেখাব যে আমিই সেই তিনের সমষ্টি। আমিই অদ্বৈত, আমিই চৈতন্য, আমিই নিত্যানন্দ। আমারই তিন ভাব একাধারে প্রকাশিত হবে। আর দেখাব, নারদ! যে আমিই এক, আমার অনন্ত ভাব, অনন্ত নাম।

নারদ। এই যে পঞ্চ ভাব বল্লে? আবার এখন অনন্ত ভাব বলচো! তোমার এত মিথ্যা কথা কেন?

নারায়ণ। মিথ্যা নয়। প্রেমিকের পঞ্চভাব, সে স্বতন্ত্র শ্রেণী নারদ! তদ্ভিন্ন ঐশ্বর্য্য ভক্তের স্বতন্ত্র ভাব। তারা আমায় অতি মহান্, অতিদূর, অনন্ত, অসীম ইত্যাকার ভাবনা ক'রে থাকে। কেউ বৃক্ষের পত্র দেখে আমার মহিমার, কেউ বা ঐশ্বর্য্য-শক্তির গৌরব ক'রে আনন্দিত হয়, তারা আমায় চায় না। কেউ চন্দ্র, কেউ তারা, কেউ জড় পদার্থ, কেউ জড় শক্তিতেই অনন্ত ভাব উপলব্ধি করে নিরস্ত হচ্চে। যার যে ভাবই হোক্ সেই ভাব আমার, আর কারোর নয়, এই কথা আমি কৃষ্ণলীলায় বলেচি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কার্য্যে তা প্রদর্শিত হয় নি। এখন সময় উপস্থিত। একের অনন্ত ভাব, একথা সকলে ধারণা কর্ত্তে সমর্থ হবে। দেখ নারদ! আমি জগৎ সৃষ্টি কাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত নানা দেশে নানা রূপে নানা ভাবে অবতীর্ণ হয়েচি। সেই সকল অবতার কাহিনী শাস্ত্র বাক্য বলে প্রচার রয়েচে। যতবার অবতার হয়েচি, ততবারই নূতন নূতন ভাব প্রকাশিত হয়েচে। কিন্তু আমিই এক, সকল ভাবই আমার, তা আমি উল্লেখ করেচি সত্য, কিন্তু কার্য্য করে দেখাই নি। সেইজন্য দেখ প্রত্যেক ভাবের স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েচে। এবার সেই সম্প্রদায় সকল চূর্ণ কর্ব্বো। ভাব চূর্ণ কর্ব্ব না। কেবল দ্বেষ ভাব যাতে আর কারোর মনে স্থান না পায় তাই আমার দ্বিতীয় অভিপ্রায় জানবে। আর এক কথা। গৌরাঙ্গ রূপে আমার

নামের মহিমা প্রচার করেচি। কিন্তু কেবল নাম বিশেষ—হরিনামের উল্লেখ করেচি। তা নয় আমার কেবল একটি নাম নয়, হরি ও আমি, কালী ও আমি, দুর্গা ও আমি, রাম ও আমি, যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি প্রত্যেকের উপাস্য দেবতাও আমি। দেখাব, যে আমায়, আমার প্রাত মন অর্পণ ক'রে যে নামে তার অভিলাষ ডাকবে, সেই নামেই তার অভীষ্ট সিদ্ধি হবে। আমি স্বয়ং সাধন করে তাই প্রচার কর্ব্বো।

(নেপথ্যে হরিধ্বনি)

নারদ। কি এ? এ আনন্দধ্বনি কে করে? দেবতারা? তারা কি অন্তরীক্ষে আমাদের কথোপকথন শ্রবণ কচ্ছিলেন?

নারায়ণ। আমার ভক্তবৃন্দ, দেবতা নয়। ওরা আমার লীলার অভিনেতা, লীলাই ওদের ভাল লাগে। গোলক বাস কর্ত্তে নিতান্ত অসম্মত।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। ভগবান! আবার হরিধ্বনি কেন? আবার হরিবোল—হরিবোল মনে হ'লে, আমার নদীয়া স্মরণ হয়। আবার কি নদীয়া? আবার গৌরাঙ্গরূপ! না প্রভু, সেরূপ তোমায় সাজেনা। আমি তোমার নবীন নীরদ শ্যাম রূপ বড় ভাল বাসি।

(নেপথ্যে উচ্চ হরিধ্বনি)

আবার কি? এত উৎসাহ পূর্ণ কোলাহল কেন?

(নেপথ্যে—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। একাধারে অদ্বৈত, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।)

একাধারে অদ্বৈত, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ! এর অর্থ কি? তবে কি প্রভু পুনরায় অবতীর্ণ হবেন?

নারদ। হাঁ মা, প্রভুকে তাই বলছিলেম যে, তুমি লীলা ভালবাস, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। মাকে এবার আর ক্লেশ দিওনা,' রাম অবতারে চক্ষের জলে ধরণী ভাসালেন, কৃষ্ণ রূপে দুঃখের অবধি রাখলেন না, গৌরাঙ্গ অবতারে নবীন তপস্বী সেজে তোমায় তপস্বিনী সাজালেন। আবার এবারে যে কি কর্ব্বেন তা ওঁরই মনে আছে।

নারায়ণ। নারদ তুমি পুরাতন কথা উল্লেখ কচ্চ কেন? আমি ত লক্ষ্মীকে আমার সমভিব্যাহারে যেতে অনুরোধ করি নি।

লক্ষ্মী। যা ভেবেছি তাই! আবার অবতার! এত অল্পদিবসের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন? চারশত বৎসর হ'ল, নদীয়ায় লীলা বিস্তার করেছেন। সে ভাব এখনও সকলের হৃদয়ে স্তরে স্তরে দেদীপ্যমান রয়েছে। আবার এত শীঘ্র কেন?

(নেপথ্যে)—তাই তোমার ভক্তেরা মা বলে না, প্রভু আমার জীবের দুঃখে সতত দুঃখিত—

(ভক্তদিগের প্রবেশ।)

ভক্ত। কিসে জীব ভববন্ধন বিচ্ছিন্ন ক'রে, বিশুদ্ধ হরি-প্রেমে বিগলিত হ'য়ে লীলার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ কর্ব্বে; কিসে জীব জীবভাব বিমুক্ত হ'য়ে সনাতন মূর্ত্তি দর্শন, স্পর্শন, প্রেমালিঙ্গন, প্রেম সম্ভাষণ ক'রে জন্ম সার্থক কর্ব্বে, সেই চিন্তায় প্রভু আমার সতত চিন্তিত, আর আপনি তার প্রতিবাদিনী হচ্চেন?

লক্ষ্মী। না বৎস! তা নয়। প্রভুর ভক্ত তোমরা, আমার সন্তান। তোমাদের জন্য বাছা, আমি সর্ব্বক্ষণ ছায়ার ন্যায় বেড়াই। কোথায় কে অনাহারে, কোথায় কে অনাবৃতাবস্থায়, কোথায় কে গিরিগুহায়, কোথায় কে জলমধ্যে, কোথায় কে নিবিড় অরণ্যে, বাছা!

মিত্রই প্রভুর আদেশে ভ্রমণ ক'রে বেড়াতে হয়। জীবের পরিত্রাণের জন্য আমি বিরুদ্ধা? তা কখন মনে করোনা। তবে যে প্রভুর অবতরণ কথা শুনে আমি বলেছিলুম, তার কারণ আছে। যখন বাছা, সেই নবদ্বীপে নবীন যোগীবরের রূপ মনে হয়, যখন বাছা, দণ্ড কমণ্ডলু-পাণি গৌরমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে সমুদিত হয়, তখন আমার প্রাণ কেঁদে উঠে। সেই বিরহ বিষাদ একেবারে উথলিয়া আমায় উন্মাদিনী ক'রে ফেলে। যখন শুনেছিলুম যে, প্রভু আমার, আমার নামোচ্চারণ করে চৈতন্য বিহীন হন, তখন কেউ নিকটে না থাকলে কঠিন কণ্টকাকীর্ণ স্থানে নিপতিত হয়ে উঃ সে কথা স্মরণ হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আবার একদিন শুনলেম্ নাকি সমুদ্রে নিমগ্ন—হায়রে! কেমন করে এ সকল আমি আবার সহ্য করি।

নারায়ণ। কেন দেবি! তুমি ত বর্ম্মাবৃতের ন্যায় আমার কলেবর সংরক্ষিত করেছিলে। তবে বল যে তাতে তোমারই অঙ্গে অত্যন্ত বেদনা হয়েছিল। তাই এবার অসম্মত হ'চ্চ।

লক্ষ্মী। না প্রভু! গৌররূপে আমার ভাব কান্তি অঙ্গে মেখে আমারই যশোকীর্ত্তি বিস্তার করেছ। তাতে আমার কি ছিল ঠাকুর আমি—যে আমি বিষ্ণুপ্রিয়া সেই আমির কথা বলচি।

নারায়ণ। এবারে তোমায় সে দুঃখ ভোগ কর্ত্তে হবে না। আমি সত্যই বলচি।

নারদ। তবে কি ঠাকুর! এবার নূতন রকমের দুঃখের সৃষ্টি কর্ব্বে? আমারু ত তাই অনুমান হচ্চে। যতবার অবতার হয়েচ, মাকে ততবার নূতন নূতন দুঃখ দিয়েচ।

নারায়ণ। তার বিলম্বে প্রয়োজন নাই। চল আমরা সকলে, নারদ! তুমিও চল, লক্ষ্মী তুমিও চল, ভক্তগণ তোমরাও চল, চল আমরা

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই। জীবের দুঃখ আর সহ্য হয় না। চেয়ে দেখ কি দুর্গতি হয়েচে। প্রাণ বিহনে যেমন মৃতদেহের অবস্থা হয়, প্রাণের প্রাণ ধর্ম্ম বিহনে জীবিতদিগের অবস্থা তেমনি দেখায়। সকলে নাস্তিক, সকলেই অবিশ্বাসী। যারা ধর্ম্ম যাজন কচ্চে তারাও নাস্তিক, প্রতারক, অবিশ্বাসী। পৃথিবী—শ্মশান, মরুভূমি। আর সহ্য হয় না। মন প্রাণ বিচলিত, জীবের দুর্গতি! জীবের দুরবস্থা! আর স্থির হতে পাচ্চিনি।

নারদ। ধন্য কলিকাল! ধন্য জীবগণ! বার বার বলি ধন্য তোরা ধন্য প্রভুর ভক্তগণ! ধন্য প্রভুর দয়া! প্রভু! এইবার তোমার বাক্য মিথ্যা হ'লো।

নারায়ণ। তুমি আমার এত মিথ্যা কথা কোথায় পেলে?

নারদ। ঠাকুর! শাস্ত্রে কি লিখেচ? কেন সাধনের সৃষ্টি করেচ? কেন ধর্ম্মানুষ্ঠানের এত আড়ম্বর করে দিয়েচ? তুমিই না কলিকালে এক চতুর্থাংশ পুণ্য রেখেছিলে? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে—যে যুগ সকল ধর্ম্মের সময় বলে কথিত, তখনকার জীবেরা কত ক্লেশ, কত যোগ, কত ধ্যান, কত আসন, কত প্রাণায়াম, কত ত্যাগ স্বীকার ক'রে, অরণ্যে সহস্র সহস্র বর্ষ তোমায় চিন্তা করেও ত দর্শন প্রাপ্ত হয় নাই— সেওত ঠাকুর তোমার আজ্ঞা। আর কলিকালে পাপে পূর্ণ বসুন্ধরা। ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, বিবেক নাই, বৈরাগ্য নাই, এমন সময়ে তুমি উপর্য্যুপরি অবতীর্ণ হ'য়ে তাদের সম্মুখে উপস্থিত হ'চ্চ। জগাই মাধাইয়ের কথা আমার আজও স্মরণ আছে। তোমাকে কত লোকে ধ্যানে প্রাপ্ত হলোনা, যোগে দর্শন পেলেনা, সেই শ্রীহরি গোলকবিহারী পাষুণ্ডের ঘরে ঘরে, অত্যাচারী, দুর্বৃত্ত, পিশাচবৎ ব্যক্তিদিগের দ্বারে দ্বারে। যে তোমায় জানবার জন্য লালায়িত, যে তোমার জন্যে অনশনে, উর্দ্ধপদে, হেটমুণ্ডে, লক্ষতপা ক'রে কোথায় হরি, কোথায় বংশীধারী বলে আর্ত্তনাদ কর্চ্চে,

সে কথা তোমার শ্রবণগোচর হয় না। আর যারা তোমায় বিদ্রূপ, অবজ্ঞা, হতাদর করে, তাদের নিকটে, সম্মুখে, মধ্যে। যারা তোমায় নানাবিধ চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় আহারীয় পদার্থ আয়োজন ক'রে ভক্তি সহকারে আহ্বান কচ্চে, সেখানে এমন কি তোমার একটি ভক্তের'ও গতিবিধি হয় না। আর যারা মহাকৃপণ, তোমার নামে আপাদ মস্তক জ্বলে উঠে, তাদের বাটীতে স্বইচ্ছায় ভিক্ষা ক'রে—তারা দেবে না তথাপি কিঞ্চিৎ ভক্ষণ না করে উঠ্বে না ; এ কি প্রভু! এ কি লীলা তোমার ? তাই বলি ধন্য কলিকাল! ধন্য জীবগণ! যে নারায়ণের দর্শন দেবদুর্লভ, যিনি সাধনের ধন, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বসু হুতাশন যাঁর দর্শনে সতত বাঞ্ছিত, যাঁর জন্য শিব শ্মশানবাসী, সেই হরি জীবের ঘরে ঘরে, তাই বলি ধন্য জীবগণ! একবার নয়—উপর্য্যুপরি তাই বলি ধন্য জীবগণ!

নারায়ণ। নারদ! দেখ পৃথিবীতে কিসের জন্য কি প্রয়োজন। অন্ধকারের জন্য আলোক, আলোকের জন্য আলোক নয়। উত্তাপের জন্য শৈত্য, নির্দ্ধনীর জন্য ধন, ব্যাধির জন্য ঔষধি, সেই প্রকার পাপীর জন্য ধর্ম্ম। ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম কি প্রয়োজন ? যে ধার্ম্মিক, সেত আমার ছায়ায় উপবেশন ক'রে শান্তিলাভ করেচে। তার আর আবশ্যক কি ? ক্ষুধাতুর, তৃষ্ণায় প্রপীড়িত ব্যক্তিকে, অন্ন, জল, প্রদান কল্লে তারা মৃতদেহে অমৃত লাভ করে। তাই পাপী তাপীর জন্য এত চিন্তিত। দেখ তাদের কেহ নাই। সকলেই ঘৃণা করে। পাপী বলে ত কারোর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় না! ঐ দেখ যারা কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম সাধন কচ্চে তারা অভিমানে আমার জীবগণকে কীটাণুকীট অপেক্ষা অবজ্ঞা কচ্চে। কৈ, কে আমার দুঃখী জীবকে সান্ত্বনা করে ? ঐ দেখ, অবোধ ভাল মন্দ জানে না, বালকের মত স্বহস্তে সুরাবিষ পান ক'রে সাক্ষাৎ ভুজঙ্গিনী স্বরূপ বারবিলাসিনীর ক্রোড়ে

নিদ্রাগত হয়ে রয়েচে। তারা জানে না যে, যা পান করেচে তাও প্রাণনাশক, যার আশ্রয়ে অবস্থিতি কচ্চে সেও প্রাণঘাতিনী, তথাপি জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না। তাদের সকলেই অস্পর্শনীয় বলে থাকে। এরা অবোধ, অজ্ঞান, আমি এদের জন্যে অস্থির। কে এদের আর আশ্রয় দেবে! কে এদের পরিত্রাণ কর্ব্বে। আমি যা শিক্ষা দিয়ে এসেছি তা'ত কেউ শুনে না. সে মতেত কেউ চলে না। ধর্ম্মত একজনের জন্য নয়। এরা যদি আমার দুঃখী তাপী জীবের উপায় উদ্ভাবন করতো, তাহলে আমি স্বয়ং যেতেম না। কিন্তু সে শক্তি অন্যের অসম্ভব। তাদের অপরাধ নাই।

নারদ। তবে ত ঠাকুর, শাস্ত্রের কথা কিছুই রক্ষা হ'লোনা।

নারায়ণ। নয় কিসে? অবতারের ত নিরূপণ নাই। আবশ্যক মতে আমি অবতীর্ণ হই। আমার কথা আমিই বুঝি। যাকে বুঝাই সেও বুঝে। অন্যের কথা শুনে ভাব গ্রহণ সম্ভব নয়। সেই জন্য এত শাস্ত্রের প্রভেদ, যাই হোক, আমার কথা এক, কখন দুই নয়।

নারদ। ঠাকুর! আর একটি কথা আমার মনে হচ্চে। তুমি যে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং চৈতন্য এই ত্রিবিধ ভাব একাধারে প্রকটিত করবে বল্লে, জীব তা কেমন করে বুঝবে। অদ্ভুত ব্যাপার কি কিছু দেখাবে?

নারায়ণ। দেখাব আর কি? উনবিংশ শতাব্দী জ্ঞানালোচনার সময়, সেই জন্য শক্তির দ্বারা, ভাব দ্বারা আমি কার্য্য করবো। জ্ঞানে চক্ষু প্রস্ফুটিত হ'লে বিশ্বকাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থই আশ্চর্য্য। অধিক কি বলবো, পার্থিব পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুই জীবের বুদ্ধির অতীত। তাঁরা তাই দেখে জ্ঞান হয়ে পড়ে। অন্য আশ্চর্য্য আর কি দেখবে। এই জ্ঞান শক্তির দ্বারা আমি তাদের হৃদয়ে অনন্ত কাণ্ড বদ্ধমূল করে

দিয়ে ভক্তি ভাব প্রবল করবো। তখনই জীব আমার প্রেমে বিহ্বল হয়ে যাবে।

নারদ। জ্ঞান ভক্তির দ্বারা যদি কার্য্য কর, তা হলে ত তোমার ক্লেশের অবধি থাকবে না। এত কার্য্য একাকী কেমন করে করবে।

নারায়ণ। একা নয়। জ্ঞান ভক্তির মূর্ত্তি ধারণ কর্ব্ব। ঘটে ঘটে প্রবেশ করে তাঁদের মুখে তত্ত্ব কথা প্রকাশিত করবো। এই দেখ জ্ঞান ভক্তি আমারই শক্তি (দুই বাহু হইতে জ্ঞান ভক্তির আবির্ভাব।) চল সকলে আর বিলম্ব সহ্য হয় না, পাপীর দুঃখে আমার প্রাণ ব্যাকুলিত।

[সকলে মিলিয়া হরিধ্বনি ও গান করিতে করিতে প্রস্থান।

গীত।

ফুল্লপ্রাণে গাওরে বীণে, বল সবাই হরি হরি।
প্রেমের হরি প্রেম বিলাবে, আসবে ভবে দেহ ধরি॥
প্রেমময়ের প্রেমলীলা, ভক্ত মিলে প্রেমের খেলা,
প্রেম-তরঙ্গে ভক্তমেলা, প্রেমের হরি হৃদ্‌বিহারী॥
প্রেম লহরে মাতবে প্রাণ, ভেসে যাবে অভিমান,
প্রেমের টানে ভেদজ্ঞান, পাবে না আর স্থান—
একাধারে একাকারে, লীলা নর-শুভ-কারী॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈঠকখানা।

গোলক, ডিপুটী, ডাক্তার এবং উকীল উপস্থিত।

গোলক। যে যাই বল পরাধীন, পরের বৃত্তিভোগী, পরভাগ্যজীবী এ সকল যেমনই হোক, ৬ টাকার বেতনের বাটীর খানসামাও যেমন, আর আটশত, দেড় হাজার, না হয় চার হাজারই হ'লো, জিজ্ঞাসা কল্লে চাকুরি ত বল্‌তে হবে? চাকুরির অর্থ চাকর গিরি, ইংরাজিতে "servant" বাদিগৎ আছে। যদি আমার মত জিজ্ঞাসা কর তা হ'লে ব্যবসা বাণিজ্য করাই সকলের কর্ত্তব্য। কি বল ডাক্তার?

ডাক্তার। তার ভুল কি, স্বাধীন ব্যবসা অপেক্ষা পরাধীন সর্ব্বাংশেই নিকৃষ্ট, সেই জন্য আমি চাকৃরিতে প্রবেশ করি নিই, ভারি পেজমী।

ডিপুটী। চাক্‌রী করা ভাল নয় বটে, কিন্তু উচ্চপদের চাক্‌রী তত মন্দ নয়। তাতে মান সম্ভ্রম আছে। তার সাক্ষী—আমাদের কর্ম্মে কোন অপমানের কথাটী নাই। এত মান্য, যখন আদালতে গমন করি, অগ্রে আর্দালী দুই দিক থেকে সেলাম, হুজুর ব্যতীত কথা নাই। এজলাসে বস্‌লে ধর্ম্মাবতারের ছড়াছড়ি। মুন্সফী, জজিয়তিতে মান

সম্ভ্রম আছে কিন্তু ডিপুটীদিগের হস্তে কর্তৃত্ব ভার থাকায় সকলের অপেক্ষা অধিক মান্য। এরা দণ্ড বিধির বিধাতাপুরুষ।

গোলক। চাকরির কিছুই ভাল নয়।

উকীল। ডিপুটী বাবু! একটা কথা বলা কর্ত্তব্য বোধ হচ্চে। আপনি যে পদগৌরব কল্লেন, একবার স্মরণ ক'রে দেখুন দেখি বাস্তবিক কিছু গৌরব আছে কি না? আমার বোধ হয়, বরং পেয়াদার মর্য্যাদা আছে ত উচ্চপদধারীদিগের কিছুই নাই; কারণ তাকে ধম্কালে সে তৎক্ষণাৎ কার্য্য পরিত্যাগ ক'রে চলে যেতে পারে, আরও শোনা যায় তারা নাকি বলে যে, ৬ টাকার চাকরীর জন্য মান খোয়াবো? দেশে গিয়ে চাষ করে দিনযাপন করবো। বড়ই হোক আর ছোটই হোক সকলের মাথায় কর্ত্তা আছে। কার্য্যে কিঞ্চিৎ অমনোযোগ হ'লে, তৎক্ষণাৎ তার জন্যে দায়ী হতে হয়। চাকরী যে একেবারেই ভাল নয়, তার সন্দেহ নাই।

ডিপুটী। তোমার কথায় হাসি পায়। ছেলে মানুষ; কালেজ থেকে বেরিয়ে এসেচ, এখন স্বাধীন বৃত্তিটা তত খর্ব্ব হয়নি। কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়ে তার 'পর বোলো। এতো আমরা আছি ভাল। এক জন মনিবের মন যোগান কঠিন নয়। বেশ্যারা যেমন কুপুরুষ হোক আর সুপুরুষ হোক, ব্যাধিগ্রস্থ হোক কিম্বা নির্ব্যাধি ব্যক্তিই হোক, পয়সার জন্য মন যুগিয়ে থাকতে হয়, হাসি না পেলেও হেসে আসর জম্কাতে হয়, মক্কেলদের সঙ্গে তেমনি করে তোমায়ও পয়সা আদায় করতে হবে। (ডাক্তারের প্রতি) কেন ডাক্তার কি জান না? আমাকে সে দিন একজন ডাক্তার বলছিল—সে লোকটি অতি সুন্দর, ভদ্রলোক বটে—যে মশাই কি ঝকমারি করে ডাক্তারি শিখেছি, এমন জঘন্য ব্যবসা জানলে আমি কখন প্রবেশ কর্ত্তুম না।

ডাক্তার। অতি মূর্খের ন্যায় কথা আপনি শুনেচেন। হয়ত সে ডাক্তার কোথাকার একজন মূর্খ, ১৭ বার ফেল হয়ে পাস হয়েচে, কিম্বা তা নাও হয়ে থাকবে, এমন ধরণের লোক ত কম নাই, তাই পসার নাই—ধার নাই, পসার হবে কেমন করে? আচ্ছা মশাই, যার কথা আপনি বলচেন তিনি কি পরীক্ষোত্তীর্ণ, না এমনি মেটিরিয়া মেডিকা পাঠ করে সহরে সম্ভ্রম করে রয়েচে। আমার বোধ হয় সে কখন ডাক্তার নয়। মশাই, ডাক্তারের চেয়ে সম্মানসূচক ব্যবসা আর একটা ব্যতীত তৃতীয় ব্যবসা নাই।

ডিপুটী। কোন ব্যবসা?

উকীল। ওকালতি—আর কি?

ডাক্তার। ওকালতি অথবা সভারকমের দিনে ডাকাতি।

উকীল। ডাকাতি! আপনি আমাদের সমুদয় সদ্ব্যবসায়ীদের অপমান কল্লেন? কিঞ্চিৎ সুতর্কতার সহিত কথাবার্ত্তা বলবেন। আইন্ বড় প্রবল—এই অপমান সূত্রে আপনার নামে সম্মানক্রটি অপরাধের অভিযোগ ক'রে ২০ হাজার টাকার দাবি করতে পারি, তা জানেন? উকীলের যে ব্যবস্থা তেমন আর জগতে সৃষ্টি হয় নাই। ডাক্তারি ত মেতরের কার্য্য। কারও স্ফোটক কর্ত্তন করে, শরীরের অস্পর্শনীয় ক্লেদ পরিষ্কার করে দিয়ে, দুই টাকা, তার মজুরি গ্রহণ, কারোর মূত্র পরীক্ষা ক'রে পাঁচ টাকা না হয় দশ টাকা। কারোর অন্ত্রে পিচকারি দিয়ে মেথরের কার্য্য দ্বারা উদর পোষণ করাপেক্ষা ঘৃণিত কার্য্য আর কি হ'তে পারে! (ডিপুটীর দিকে) আপনাকে যে ডাক্তারটী বলেছিলেন বাস্তবিক আমি তাঁকে ভদ্রলোক বলি।

ডাক্তার। যে কার্য্য শিক্ষা করেচি, তাই আমরা করে থাকি। আমরা শরীরের শান্তি দাতা। যে স্থানে যে প্রকার ব্যাধি উপস্থিত

হয়, তাই নিবারণ করা আমাদের কার্য্য। এতে অখ্যাতি নাই, অধর্ম্ম নাই। কিন্তু তোমরা কর কি? সাধে বলেচি ডাকাত! তবে একটা ঘটনা শুন্‌বে? কোন মোকদ্দমায় বাদী প্রতিবাদী উভয়ে সম্মত পূর্ব্বক একজন বিচক্ষণ উকীলকে মধ্যস্থ মান্‌লেন। আদালত ও তাই মঞ্জুর কল্লে। সেই উকীল উভয় পক্ষ থেকেই উদর পূর্ণ কল্লেন, কিন্তু যে পক্ষে বেশী পাওনা সেই কৃতকার্য্য হ'লো। দেখদেখি কতদূর বিশ্বাস-ঘাতকতা!

উকীল। বিশ্বাসঘাতকতায় তোমরাও কম নও। ভদ্রলোক পীড়ার যন্ত্রণায় আপনার স্ত্রী কি কন্যা বা অন্য পুরমহিলাকে চিকিৎসার জন্য প্রদান কল্লে। তোমরা এমনি অবিশ্বাসী যে তার সর্ব্বনাশ করে এলে। একি বিশ্বাসঘাতকতা নয়?

গোলক। ডিপুটী বাবু! এঁরা বলেন কি? আঁ্যা, ডাক্তার, উকীল, সকলে ভদ্রলোকের সন্তান, সুশিক্ষিত, এঁদের এমন ঘৃণিত চরিত্র! এঁরা এক প্রকার ছদ্মবেশী প্রতারক। আমার শুনে হৃদকম্প হ'চ্চে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, কোন ব্যক্তি বিশেষের এই প্রকার চরিত্র, না ব্যবসায়ের শিক্ষা?

ডিপুটী। যে রকম দেখা যায়, তাতে ব্যবসার দোষ কখন বলা যায় না, ব্যক্তিগত দোষই বটে।

উকীল। বাস্তবিক তাই। সকলেই কি ভদ্রলোক হয়ে থাকেন, না হওয়া সম্ভব। তবে শিক্ষিত শ্রেণীতে উত্তমের সংখ্যাই অধিক।

ডাক্তার। ব্যক্তিগত দোষ স্বীকার কল্লে, আমিও তা অন্যথা করি না। ইংরাজিমতে গুরুগিরি প্রথম ব্যবসা এবং দ্বিতীয় ডাক্তারী। এই দুইটি, ব্যবসার মধ্যে উচ্চ বলে প্রচলিত। গুরুরা অন্তরে এবং ডাক্তারেরা দেহ সম্বন্ধীয় ব্যাধির শান্তি কর্ত্তা।

গোলক। তবে ত (ডিপুটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) আপনাকে যে ডাক্তারটী ডাক্তারীতে দোষারোপ করে বলেছিলেন, তিনি অন্যায় বলেচেন।

ডিপুটী। না, অন্যায় কেন? তিনি বলেন যে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষায় পাত্র দোষ বিস্তর সুতরাং পাত্র দোষ জনিত বিপরীত কার্য্য প্রকাশ পাচ্চে। যা'র হৃদয় ধর্ম্মে সংগঠিত নয়, যার দয়া নাই, যিনি সহিষ্ণুতাগুণ বিবর্জ্জিত এবং যিনি লোভী তাঁর চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা নিতান্ত অনুচিত। শুনেচি, চিকিৎসা শাস্ত্র বিশেষের শিরোদেশে নাকি জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে, "যে কেহ ধর্ম্মানুসন্ধায়ী হন তিনি ধর্ম্ম এবং অর্থ উভয়ই লাভ করে থাকেন এবং যিনি অর্থের জন্য লালায়িত, তিনি অর্থ এবং ধর্ম্ম উভয়েই বঞ্চিত হন।"

গোলক। কি সুন্দর কথা!

উকীল। তাই বুঝি প্রত্যেক চিকিৎসক কলেজ থেকে বেরিয়ে "দাতব্য চিকিৎসা" বলে, বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন।

ডাক্তার। হ্যাঁ।

ডিপুটী। অন্তরের ভাব তা নয়। ওসব দোকানদারী, পসার করবার উপায়; বরং দুই টাকা ফি দিয়ে ডাক্তার আনা ভাল কিন্তু বিনামূল্যে চিকিৎসিত হতে গেলে, "আমার ফিবার মিকশ্চার," "আমার আমাশয়ের ঔষধ," এই প্রকার ব্যবস্থা পত্র দিয়ে, কখন বা "আমার ডাক্তারখানায় উত্তম ঔষধ" এই কথা বলে রোগীকে আপনার ঔষধালয় থেকে ঔষধ ক্রয় করতে বাধ্য করে, আর যারা গমন করেন, তাঁরাও চক্ষুলজ্জায় বাধ্য হয়ে থাকেন, সুতরাং ডাক্তারের ফি, মায় গাড়ি ভাড়া পর্য্যন্ত ঔষধ বিক্রী করে আদায় করে থাকে। তা না হ'লে খরচ বাদ শতকরা পঁচাত্তর টাকা লাভ। এ কোন ব্যবসায়

হয়ে থাকে? আবার শুনেচি কেউ কেউ শতকরায় শতকরা লাভও করে থাকেন।

ডাক্তার। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তবে কেউ কখন কর্ত্তে পারেন,—তা অর্থের জন্যে সকল কাজই করা যুক্তি সঙ্গত।

ডিপুটী। কেউ কেন? কাকে বাদ দিয়ে ব'লবো? দয়া ধর্ম্ম কারোর নাই বল্লে ও বলা যায়। থাকবে কেন? দয়ার জন্যে, ধর্ম্মের জন্যে, পরের উপকারের জন্যে ত শিক্ষা নয়। উদ্দেশ্য অর্থ, সাহেবী চাল, ডাক্তারী ঢং, ফলে তাই ফলে থাকে। আহা! বেলা সাহেবের কথা মনে হলে প্রকৃত ডাক্তারী ভাব বুঝতে পারা যায়। (ডাক্তারের প্রতি) আপনি যে কথা বলচেন তা বাস্তবিক কথা। যেমন গুরুকে দেখলে প্রাণ শীতল হয়, তেমনি ডাক্তারকে দেখলে অদ্ধেক রোগের শান্তি হওয়া উচিত। তা না হয়ে, বালক স্ত্রালোকেরা ত ভয় পাবেই, বুড়োদেরই আশঙ্কা হয়। না আছে বেশের মাধুর্য্য, না আছে কথার মিষ্টতা। কেবল ঔষধ প্রয়োগ কল্লেই কি রোগ শান্তি হয়?

গোলক। আর বেশী কথায় দরকার কি? চল সকলি আপনাপন কার্য্যে যাওয়া যা'ক।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(শিবসুন্দরীর প্রবেশ।)

শিবসুন্দরী। যাঁকে আর কি বলবো। আমি বার বার নিষেধ কল্লুম, তিনি কিছুতেই শুনলেন না। করি কি? ইচ্ছা হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি। কি কুকর্ম্মই করেচি—তাই বা কেমন করে বলি।

(জয়মণির প্রবেশ।)

জয়মণি। দেখ্ তোকে মিনতি ক'রে বলচি কথা শোন্, আর চলাস্‌নি, চলাস্‌নি। ওরে তোর জন্যে কি কোন দিকে ছুটে যাব, না বিষ খেয়ে ম'রবো। এমন কথাত কখন শুনিনি। বেদে নেই, কোরাণে নেই, ওমা একি কথা গো। শিবি! শোন্ মা শোন্। যা হবার হয়েচে, আর ও কথা কাউকে বলিস্‌নি। এখন বিয়ের সকল আয়োজন হয়েচে—বিয়ে কর্, আমার মান রাখ।

শিবসুন্দরী। তোমার যা ইচ্ছা কর। আমায় কেন জিজ্ঞাসা করচো? আমি তোমাকে কতবার বল্লুম, তুমি ত কিছুতেই শুনবে না।

জয়মণি। সর্ব্বনাশি, আমি কি মাথা খুঁড়ে মরবো। ভদ্রলোকের ঘরে কেউ কি কখন এমন দেখেচে না শুনেচে। তুই হলি কি? কল্লি কি? হাড়ি মুচির ঘরেও যে কখন হয় না। এক রত্তি মেয়ের কি পাকামো। আমি বুড়ো হয়ে মত্তে চল্লুম, কৈ এমন কথা বলতে ত আমার সাহস হয় না। দেখ্ মা, আমি তোর হাতে ধরে বলচি, বাছা লক্ষীমেয়ে তুমি বিয়ে কর।

শিবসুন্দরী। মা, কতবার বিয়ে করবো? আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, এক পতি পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় পতির অনুগামিনী হ'লে তাকে দ্বিচারিণী বলে।

জয়মণি। আরে আমার শাস্ত্রপড়া মেয়ে রে। অত বিদ্যা তোর কবে হ'লো, এক রত্তি মেয়ের ভিরকুটি দেখ। এখন ভাল চাস্ ত কথা শোন্, তা না হলে, তোর অদৃষ্টে অনেক দুঃখু আছে।

শিবসুন্দরী। দুঃখের অবধি নাই, তা আমি জানি মা। যে দিন এই পঞ্চভৌতিক দেহ ধ'রে তোমার গর্ভে জন্মেচি, সেই দিন হতে আমার দুঃখ বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়েচে।

জয়মণি। সর্ব্বনাশি! তোর এমন মতিচ্ছন্ন কেন হ'লো। হায় হায় আমি কেন ম'ত্তে তোকে স্কুলে দিয়েছিলুম, তা না হলে ত লেখা পড়া শিখতে পারতিস নি, আর আজ এই সর্ব্বনাশ হতো না।

শিবসুন্দরী। মাগো, কেন ভাবচ! কুলিন ব্রাহ্মণের ঘরে অবিবাহিতা মেয়ে ত চিরকাল থাকে, তাতে তাদের জাত যায় না। আমি না হয় সেই রকম থাক্‌। আমি মা কালীর ইচ্ছায় যা করেচি তাতে আমার দোষ নাই! যা হবার হয়েচে; কিন্তু তোমরা আর একটা বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত হচ্চ কেন? মা, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় আর যন্ত্রণা দিওনা। দেখ মা আমার পক্ষে হয়েচে ভাল। আমি বুঝতে পারচি যে আমার যা ইচ্ছা, ভগবান পূর্ণ করবেন।

জয়মণি। তোর আর আমায় বোঝাতে হবে না। আমি খ্যাংরা দিয়ে তোর ভুত ঝাড়ার। ভাবি! ভাবি! নিয়ে আয় ত একগাছা খ্যাংরা. আজ শিবির পাকামো বার করে দি! যত কিছু না বলি তত যেন স্পর্দ্ধা বেড়ে যাচ্চে। আরে মলো। যা বল্‌চি অমনি কট্ কট্ করে কেটে দিচ্চে --মা বলে একটু ভয় ডর নেই।

(ভাবিনীর প্রবেশ।)

ভাবিনী। কেন মা শিবুকে অত বক্‌চো? আহা, দেখ দেখি কাঁদচে।

জয়মণি। বোনের বোন—ওঁর গায়ে আর সইল না। তোকে আমি নীতি কথা শেখাবার জন্য ডাকি নি।

(নেপথ্যে—গিন্নি ঠাকরুণ! গিন্নি ঠাকরুণ!)

জয়মণি। যাচ্চি দাঁড়াও। দেখ্‌ ভাবি! তোর বোনকে বুঝিয়ে বল, কালকে বিয়ের দিন স্থির হয়েচে—আর যেন আমার মুখ হেঁট না হয়।

[প্রস্থান।

শিবসুন্দরী। মেজ দিদি! আমি কি করবো বল।

ভাবিনী। মা কিছুতেই শুনচেন না। না হয় বিবাহই কর না কেন? তুই ত তাঁকে বিবাহ করিস্ নি। তাতে দোষ হবে না।

শিবসুন্দরী। সে কি গো! আমাদের গন্ধর্ব্ব বিবাহের মতে তাকে বিবাহ বলতে হবে। তা যাই হোক। আমি বিবাহ করেচি বলে ত তাঁর কাছে যাচ্চিনি। এ আরও আমার পক্ষে ভাল হয়েচে। বিবাহ হলে তার ঘর কন্না করতে হবে, তা হলে আমার মনের সাধ পূর্ণ হবে না।

ভাবিনী। তোর ইচ্ছা কি আমায় বল না।

শিবসুন্দরী। কাউকে বলবে না?

ভাবিনী। না।

শিবসুন্দরী। আমার মনে এই হয় যে, ভগবানের অর্চ্চনা করে বেড়াব, তাঁর গুণ গান করবো, সাধু ভক্তদের সঙ্গে থাকবো, আর তাঁদের সেবা করবো। সংসারের দিকে চাইলে আমার প্রাণ কেঁদে উঠে। মেজ দিদি তোমায় সত্যি বলচি; যখন তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখি, তখন আমার চক্ষে জল আসে। মনে হয় যে কি ভব বন্ধনেই পড়েচ। এ বন্ধন ছেদন ক'রে কেমন ক'রে কত দিনে মুক্তি লাভ করবে। তাই, দিদি আমি ভাবি আর নির্জ্জনে কাঁদি। সংসারের জীবের দশা দেখলে আমার যে কি দুঃখ হয়, তা আর কি ব'লবো।

ভাবিনী। তোর কথা শুনে আমার ইচ্ছা হচ্চে যে এখনি বনে চলে যাই। সংসারের সুখ কি তা আমি জানি। পতি পুত্রের কি সুখ তাও আমি জানি। অলঙ্কার, বস্ত্রের কি সুখ তা আমি খুব বুঝেচি, সুখ ত তাতে নাই। আমরা বুঝেও তা বুঝতে পারি নি। আর

করবো বা কি? এমনি বন্ধন যে হাত পা সকল আবদ্ধ হয়ে রয়েচে। আয়, আমরা নির্জ্জনে গিয়ে কথা কই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জয়মণির পুনঃ প্রবেশ।)

জয়মণি। আরে ম'লো আবার কোথায় গেল? শিবি! শিবি! করি কি? এই বিবাহের যে সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল তাতো ভেঙ্গে গেল। লোকে জানতে পাল্লে তাই বা করবে কেন? দো পড়া মেয়ের কি বিয়ে হয়? পুনঃ পুনঃ বলচি যে, যা করেচিস্, তা আর কাউকে বলিস্নি, তা কিছুতেই শুনবে না। এখন কি হবে? কর্ত্তা বেঁচে থাকলে আমায় এত ক্লেশ পেতে হ'তো না। পাড়ার লোক একে পায় ত আরে চায়। ঢি ঢি করে ঢাক পিট্‌চে।

(ঈশান গাঙ্গুলীর প্রবেশ।)

ঈশান। বৌ! একটা স্থির হয়েচে।

জয়মণি। ঠাকুরপো! মান বাঁচাও। তোমাদেরই বিপদ। কি স্থির করেচ?

ঈশান। অন্য আর কোথায় কি হবে। একবার বিবাহ হয়েচে একথা শুনলে কি কেউ বিয়ে করতে চায়, না ভদ্রলোকে ছেলে দিতে পারে। তোমার বড় জামাইয়ের কাছে গিয়েছিলুম। তাকে অনেক মিনতি ক'রে রাজি করেচি। সেই কাল মান রাখ্‌বে।

জয়মণি। যাই হোক এখন দুই হাত এক হলেই বাঁচি। এ ত আর বিয়ে নয় যে, বর ঘর দেখ্‌বো। এখন কিসে জাত রক্ষা হবে তাই আমার চিন্তা। আয়োজন ত কিছুই করতে হবে—না, না?

ঈশান। হবে বৈ কি? পাড়ার লোক জেনেচে যে অমুকের সঙ্গে শিবসুন্দরীর বিবাহ হয়ে গেচে, তাদের জানাতে ত হবে। তাদের না বল্লে এ কথা ত কেউ বিশ্বাস করবে না।

জয়মণি। কালকেই ত দিন স্থির হয়েচে?

ঈশান। হ্যাঁ, সন্ধ্যার পরই লগ্ন। বিলম্বে আবশ্যক কি?

জয়মণি। আজ হ'লে কাল নয়। মা কালীকে আমি জোড়া মোষ বলি দেবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিবাহের সভা।

হরিশ, গিরিশ, মতি, অক্ষয় এবং অন্যান্য কন্যাযাত্রী উপস্থিত।

হরিশ। আগে বিবাহের যত আনন্দ ছিল এখন তার কিছুই নাই বললেই হয়।

গিরিশ। বিবাহ ত নয়, এখন দায় হতে উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র।

মতি। সোণার বেণে, তাঁতি, এদেরই বিবাহের গোলযোগ ছিল, কিন্তু এখন কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এদের মধ্যেও ঐ সংক্রামক রোগ প্রবেশ করেচে। তাইত হলো কি?

অক্ষয়। তখন বিবাহকালীন বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় কুটুম্ব, আর অন্যান্য ভদ্রলোকের জনতা হ'তো। পরস্পর সাক্ষাৎ হবার একটা বিশেষ

সুযোগ ছিল। কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিবাহ-ব্যবসা প্রচলিত হয়েচে, সে পর্য্যন্ত যাকে না বল্লে নয়, তাদেরই কেবল আহ্বান হয়। হবে কি—গৃহস্থ লোক কত দিকে জবাই হবে।

হরিশ। তাইত এর কি একটা উপায় হবে না। এমনি করে সামাজিক কুনিয়মগুলো প্রচলিত হয়ে যাবে।

গিরিশ। আমাদের সমাজকে আর সমাজ ব'ল না। সমাজ বলতে লজ্জা হয়। যে সমাজ স্বার্থপরতায় গঠিত তার কল্যাণ কোথায়? এমন দুরবস্থা না হলে ভগবান তাদের চিরদাসত্বে, চিরপরাধীনশৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে ম্লেচ্ছ যবন দ্বারা তুচ্ছ পদে দলিত করাবেন কেন?

সাত। ভাই, যাদের গৃহ বিচ্ছেদ করা স্বভাবসিদ্ধ; ভাই ভগ্নি পিতা, মাতা যাদের অপোষ্য মধ্যে পরিগণিত, স্ত্রীই যাদের একমাত্র আত্মীয় তাদের কথা আর কেন বল। মা, বাপের জন্য যাদের হৃদয় ব্যথিত হয় না, ভাই ভগ্নির দুঃখে যাদের প্রাণ কাঁদে না, তারা আর একজন অপরিচিত ব্যক্তির সমদুঃখী হবে—এওকি সম্ভব?

হরিশ। ভাই! বলবো কি অপরের জন্য আর কিছু রৈল না। দেশ ছারখার হবার উপক্রম হয়েচে। উপায় কি কিছুই হবে না!

অক্ষয়। উপায় আর কি হবে বল? যতই দারিদ্র্য বৃদ্ধি হবে ততই সকলে টা টা ক'রে বেড়াবে। নিজ নিজ অবস্থা উন্নতি না হলে দুঃখের অবসান নাই।

হরিশ। ঠিক বলেচ। বাল্যবিবাহ বন্ধ করা প্রথম কার্য্য। আমার বোধ হয় মনুর মতই অবলম্বন করা সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য। ত্রিশ বৎসর বয়ক্রম হলে তবে পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত। তাহলে তার মত সুখী আর কেউ হতে পারবে না।

গিরীশ। বাস্তবিক কথা। আমাদের লেখা পড়ায় প্রায় পঁচিশ

বৎসর যায়, তার পর বিষয় কর্ম্মের দক্ষতা লাভ করতে আরও পাঁচ বৎসর লাগে। এমন অবস্থায় বিবাহ হলে তার যে সকল সন্তান জন্মে, তারাও বলিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান হবার সম্ভাবনা। সমাজ কি তা করবে?

মতি। মা বাপ যে পর্য্যন্ত নিজ স্বার্থ পরিত্যাগ না করবেন, সে পর্য্যন্ত কোন উপায় হবে না। তাঁদের এই সংস্কার যে ছেলে হতে দুঃখ যাবে। লেখা পড়া শিক্ষার জন্যে যে ব্যয় হয়েচে তার সুদের সুদ আদায় করতে হবে। তাই ১৫।১৬ বৎসরের হলেই বিবাহ দিয়ে কতকটা টাকা আদায় করে নিয়ে থাকেন। নিজের স্বার্থের জন্যে যে বালকের সর্ব্বনাশ কল্লেম তা দৃষ্টি নাই।

অক্ষয়। কেবল বালকের কেন, একটা পরিবারের বল। সেই বালক, তার বালিকা স্ত্রী এবং তদগর্ভজাত সন্তান, এদের সকলের শারি-রীক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে কণ্টক স্থাপন করে দিলেন।

হরিশ। যাই হো'ক এখন অনেকে একথা বুঝেচেন। যদ্যপি ক্রমাগত আলোচনা করা যায়, কালে সুফল ফলবে, তার সন্দেহ নাই।

গিরিশ। বুড়োগুলো থাকতে আর কিছু হচ্চে না। তাদের নিকটে নিঃস্বার্থ কথা বলবার শক্তি কার আছে? একটা পয়সা তাদের গায়ের রক্ত। নীতি শিক্ষা নাই, ধর্ম্ম শিক্ষা নাই, সেইজন্য তাদের স্বভাব এত ভয়ানক।

মতি। আমি তাদের বিশেষ দোষ দিতে পারিনি। সময়ে সময়ে যে সকল ধর্ম্ম প্রচলিত হয়েচে, সেই ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝতে পেরে এত বিকৃত হয়ে গেচে। যদ্যপি সেই সকল ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ এবং ভাব ব্যাখ্যা করা যায়, তা হলে বাস্তবিক উপকার হবার সম্ভাবনা।

(নেপথ্যে—বর এয়েচে, বর এয়েচে। শঙ্খধ্বনি ও কোলাহল।)

(বর এবং বরযাত্রীর প্রবেশ।)

(সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।)

গিরিশ। (হরিশের প্রতি) একি! বড় জামাতাকে পুনরায় কন্যা প্রদান করবে? এক পাত্রে দুই কন্যা দান! এর অর্থ কি? আহা অমন কন্যার কি বর জুটলো না!

হরিশ। অনেক কথা, সময়ান্তরে বল্‌বো।

গিরিশ। বল কিহে? কোন চরিত্র-দোষ হয়েছে নাকি? তাই বা কেমন করে বল্‌বো! কি ব্যাপারটা বল দেখি?

হরিশ। উতলা হ'চ্চ কেন, কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়ে বল্‌চি।

(ঈশানের প্রবেশ।)

ঈশান। আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? কন্যা-কর্ত্তা ত কেউ নাই, স্ত্রীলোক বাটীর কর্ত্রী। মহাশয়েরা কেহ কিছু অপরাধ নেবেন না।

(বরের পুরোহিতের প্রতি) মহাশয়! অনুমতি করুন পাত্রকে কন্যাস্ত করা যাক্। ওরে তামাক দেরে।

(তামাক লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ ও প্রস্থান।)

বর-পুরোহিত। এতো ঘরেরই কথা। অনুমতি আর কি—স্বচ্ছন্দে লয়ে যান।

(প্রতিবাসী বালকদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম বালক। মহাশয়! আমাদের গ্রামভাটী দিন।

২য় বালক। বারোয়ারী ২৫৲ টাকা দিতে হবে।

বর-পুরোহিত। এতো প্রথম বিবাহ নয় যে গ্রামভাটী, বারোয়ারী পাবে—বিবাহই নয়।

১ম বালক। তবে কি করতে এই বুড়ো মিন্সে চেলির জোড় পরে এসেচে?

২য় বালক। ওর বাপের কি শ্রাদ্ধ যে আমরা গ্রামভাটী পাবো না।

বর-পুরোহিত। মাঙ্গলিক কার্য্যে অশুভ কথা।

১ম বালক। আপনি তবে বল্লেন যে বিবাহ নয়। বুড়োর বিয়ে করতে এত সাধ আর গ্রামভাটী দিতে বুঝি—আর কি বল্‌বো।

২য় বালক। হ্যারে বুড়ো, তুমি কোন লজ্জায় আবার শালিকে বিয়ে কর্‌তে এসেচ। ছিছি, ছিছি; (করতালি)।

ঈশান। চুপ কর ভাই, ছি অমন কথা বলতে নাই।

নেপথ্যে—কি সর্ব্বনাশ হ'লো, কি সর্ব্বনাশ হ'লো।

সকলে। (চমকিত হইয়া) ব্যাপার কি?

ঈশান। তাইত মেয়েরা কাঁদ্‌চে কেন? আমি গিয়ে সংবাদ নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

হরিশ। এ বিবাহে একটা গোলযোগ হবে তা আমি জানি।

মতি। আমারও তাই বিশ্বাস ছিল।

(ঈশানের পুনঃ প্রবেশ।)

ঈশান। সর্ব্বনাশ বাস্তবিকই হয়েচে। হায় হায় আমি কি করবো।

বর-পুরোহিত। ব্যাপারটি কি? কারোর পীড়া ত হয় নাই!

ঈশান। মাথা মুণ্ডু বল্‌বো কি! কন্যা পলায়ন করেচে।

বর-পুরোহিত। বলেন কি? কন্যা পলায়ন করেচে? এর অর্থ কি? এমন কথা ত কখন কোন যুগে শোনা যায় না। পাত্রই পালায়, কন্যা পলায়ন কল্লে? সত্য কথা না কপটতা করে বলচেন?

ঈশান। কপটতা কি? আজ ক'দিন থেকে কন্যার মাতা তাকে বিবাহ করবার জন্যে বুঝাচ্ছিল। এই বিবাহের বিষয় সে কিছুই জানতো না। যখন তাকে সব মেয়েরা চেলির কাপড় পরাতে গিয়েছিল, সে তখন উন্মাদিনীর মত—মা কালী রক্ষা কর, মা কালী রক্ষা কর, ব'লে শঙ্খার শব্দে কোথায় পলায়ন কল্লে কেউ ধরতে পাল্লে না। যারা ধরে ছিল সকলেই ভূমিশায়ী হয়েছে।

গিরিশ। এখন উপায়!

ঈশান। আপনারা পাঁচ জন ভদ্রলোক আছেন, যা হয় করুন।

বালকদ্বয়। (করতালি দিয়া) ফুড় বর, কনে পালালো, ফুড় বর কনে পালালো।

বর। অগ্র থেকেই যদি আপনারা এমনই বুঝেছিলেন, তবে কুল আর আমার এই দুরবস্থা কল্লেন। এখন কেমন ক'রে ফিরে যাই, বলুন। আমার স্ত্রী তখনই বলেছিল যে তুমি কখন এমন কাজ ক'রো না; শিবসুন্দরী সামান্য মেয়ে নয়। আমার এখন যে শিশুপালের মত দশা ঘটলো। লোভের বশবর্ত্তী হয়ে দিক্ বিদিক অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না ক'রে লোলুপ হয়েছিলুম, তেমনি তার শাস্তি হয়েছে।

গিরিশ। মেয়েটা কোথায় গেল, তার কিছুই স্থির হ'লো না। চুপ্ ক'রে থাকা উচিত নয়। চল আমরা অনুসন্ধান করিগে। ভাল হরিশ বাবু! এর ভিতরের ব্যাপারটা কি?

হরিশ। এখন আমি প্রকাশ কত্তে পারি। শিবসুন্দরী এক দিন মা কালীর প্রসাদি মালা গলায় দিয়ে গোলকের বাটীতে খেলা করতে গিয়েছিল। গোলক শিবসুন্দরীকে সই সই বলতো। কেন বলতো—তা আমি জানি না। শিবসুন্দরী গোলককে দেখতে পেয়েই সেই মালা তার গলায় দিয়েছিল। গোলক মৃদুহাস্যে বলেছিল, "তুমি

আমার মালা দিলে, একে যে গন্ধর্ব্ব বিবাহ বলে।" শিবসুন্দরী সেই কথা শুনে কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হয়। একথা সে কাউকে কিছুই বলে নি। ক্রমে তা প্রকাশ হ'য়ে পড়লো। তখন জয়মণি পিসি বিবাহের জন্য ব্যবস্থা করতে লাগলেন। শিবসুন্দরী সেই কথা শুনে বলেছিল যে, "আমার ক'বার বিবাহ হবে, পুনরায় বিবাহ হ'লে দ্বিচারিণী হবো"। এই রকম বাদানুবাদ, কত ঝগড়া—তাকে কতলোকে বুঝালে, কিন্তু কিছুতেই শুনলে না। সর্ব্বশেষে ঈশান খুড়ো এই বিবাহ স্থির করেছিলেন।

গিরিশ। কি ভয়ানক মনের বল! কি আশ্চর্য্য জ্ঞান শক্তি! শিবসুন্দরী বালিকা, এগার না হয় বার বৎসরই বয়ঃক্রম হউক, তার এত বুদ্ধি! ধর্ম্মাধর্ম্মের এত জ্ঞান! সত্যের এত অনুরাগ! সত্যের অনুরোধে আত্মীয়, ভাই, ভগ্নি, মাতা পরিত্যাগ ক'রে যাওয়া মুখের কথা নয়। এই প্রকার স্ত্রীর স্বভাবই আমাদের দেশে আদর্শ হওয়া উচিত। পতিব্রতা একেই বলে।

ঈশান। আরে রেখে দাও তোমার পতিব্রতা। জাত বিচার নাই, কুল জ্ঞান নাই, পতি বল্লেই হলো! এতো ব্রহ্মজ্ঞানীর সংসার নয়।

গিরীশ। তাতে ক্ষতি কি? বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা নিকৃষ্ট জাতিতে আদান প্রদান করতে পারে। তাতে শাস্ত্রমত লঙ্ঘন হয় না। গোলক জাতিতে বৈদ্য বটে। তাতে দোষ নাই।

ঈশান। ওর পেটের ছেলেরা ত বৈদ্য হবে। তারা কেমন করে পরিচয় দেবে এবং সমাজেই বা কেমন ক'রে চলিত হবে।

গিরিশ। সমাজে বৈদ্য বলে প্রচলিত হবে।

হরিশ। আপনি সে চিন্তা কেন কচ্চেন? শিবসুন্দরীর ছেলে হবে না। আর তাদের সমাজেও প্রবেশ করতে হবে না। যার বাল্যাবস্থা

থেকে এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব, সে কি কখন সাধারণ জীবের মত ছেলেপেলে নিয়ে সংসার করতে পারে!

ঈশান। সৃষ্টিছাড়া ভাব—সে আর বলে জানাতে হবে না। আমরা বুড়ো হ'তে চল্লেম, এমন ঘটনা কখন দেখিনি। পিতা পিতামহের নিকট কখন শুনিওনি। আজ দাদা বেঁচে থাক্‌লে যে, কি কাণ্ডই হ'তো তা বল্‌তে পারিনি।

বর। স্বর্গীয় কথার চিন্তা দূরে থাক্, এখন আমার উপায় কি? কেমন করে লোকালয়ে মুখ দেখাব! ঘরেই বা যাই কেমন করে! আমার এ কি বিপদ হল!

ঈশান। চল, আমি তোমায় সঙ্গে করে রেখে আসি।

বর। এবেশে যাব কেমন করে!

ঈশান। রাত্রে কেউ চিন্‌তে পারবে না।

বর। তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

বর-পুরোহিত। কত আশাই করেছিলুম। এক পেট ঘৃতপক্ক আহার করবো—ছেলেদের জন্যে কিছু নিয়ে যাব। আর যা কিছু দক্ষিণা পাব, তাতে ব্রাহ্মণীর নোওয়া গাছটা খালাস করে দেবো। এ সকল আশায় ছাই পড়্‌লো। যদিই পালালি বিবাহের পর গেলেই হতো। এই বৃদ্ধ বামুণ রাত্রিতে বৃথা ক্লেশ পেলুম। হায়, হায়, ব্রাহ্মণীকে কত আশ্বাস দিয়ে এসেচি, আমার জন্যে প্রদীপ জ্বেলে বসে আছে। কি যে বল্‌বো তার ঠিক নাই। আর খাবই বা কি? আমি ব্রাহ্মণীর আহার পর্য্যন্ত বন্ধ করে এসেছি। হায়, হায়, দুজনেই উপবাসে মরবো। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! ব্রাহ্মণের কপাল প্রস্তরাবৃত।

[প্রস্থান।

দেবীশ। চল, আমাদের আর এখানে সময় নষ্ট করবার আবশ্যক নাই। যদি শিবসুন্দরীকে অনুসন্ধান করে কোথাও পাওয়া যায়, তা হলে ভাল হয়। বালিকা পুষ্করিণীতে ডুবে প্রাণত্যাগ করবে, কি গলায় দড়ি দেবে, কিছুই স্থির নাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পল্লীগ্রামের পাড়ার রাস্তা।

(শিবসুন্দরীর প্রবেশ।)

শিবসুন্দরী। মা, এই কি তোর মনে ছিল মা। আমি কখন স্বপনে ভাবিনি যে বিবাহ করবো। এখনও বুঝিনি বিবাহ কা'কে বলে; তবে পুস্তকে পড়েচি যে, স্ত্রীলোকের স্বামী এক বৈ দুই হলে তাকে বিচারিণী বলে। মা! কেন মা আমার এমন বুদ্ধি হলো, কেন আমি সইয়ের গলায় মালা দিলুম, আমি মালা দেবো বলে ত কখন পূর্ব্বে মনে হয় নি। মাব বাড়ী থেকে ফিরে যাচ্চি, এমন সময় মনে হলো যে একবার সইকে দেখে আসি। কেন মালা দিলুম। পূর্ব্বেও ত কতবাব মালা গলায় দিয়ে গিয়েচি, কিন্তু সেদিনকার মত ভাব হয় নি। এখন এলুম কোথায়? অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্চি নি। যাই কোথায়? প্রাণের দায়ে ছুটে বেরিয়ে এলুম, তখন কোন চিন্তা হয় নি। কোন দিকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্চে না। এ স্থানের নাম কি তাই বা জিজ্ঞাসা করি কা'কে?

(একজন মাতালের প্রবেশ।)

"কে যেন একজন আসচে—হ্যাগা মশাই এ গ্রামের নাম কি ?

মাতাল। কে—রে, বামা স্বরে সম্বোধন কল্লে, কে বাবা তুমি ?

শিবসুন্দরী। মশাই! আমি যে হই, এই গ্রামের নাম কি আপনাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি ?

মাতাল। (নিকটে গমনোদ্যত, শিবসুন্দরী ততই পশ্চাৎ ধাবমান) দাঁড়াও তুমি, কে আগে ভাল করে দেখি।

শিবসুন্দরী। দেখবেন কি ? আপনাকে যা জিজ্ঞাসা কল্লুম, তাই আপনি বলুন। আমার দেখিবার কোন আবশ্যক নাই।

মাতাল। তুমি কার বাড়ীর মেয়ে মানুষ বেরিয়ে যাচ্চ, তার ভুল নাই। আমি তোমায় ছাড়বো না। তা নইলে এ রাস্তায় মেয়ে মানুষ ! (শিবসুন্দরী বৃক্ষের অন্তরালে নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান, মাতাল ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া প্রস্থান।)

(দুই জন তস্করের প্রবেশ।)

১ম তস্কর। চুপ্‌, চুপ্‌, ঐ গাছের আড়ালে একটা পেত্নী দাঁড়িয়ে রয়েচে।

২য় তস্কর। না বাবা; আমি ওদিক দিয়ে যাচ্চিনি, এখনি ঘাড় ভাঙ্গবে।

১ম তস্কর। আরে রাম রাম বল না।

২য় তস্কর। "ভূত মেরা পুত্ত, সাঁকচুন্নি মেরা ঝি।

রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, পরোয়া আর কি ?

না ভাই আমার বুঝি ঘাড়ে বসেচে, ও বাবা পেত্নীতে পেয়েচে গো !

১ম তস্কর। আরে পেত্নী কি মানুষ আগে দেখি আয় না! একটা ঢিল মারবো?

২য় তস্কর। নারে ভাই, চটাস্নি। আয়, আমরা রাম রাম বল্‌তে বল্‌তে পালিয়ে যাই। ওরে, কোথায় গেল রে? গাছে উঠেচে নাকি!

১ম তস্কর। তাইত, তোর পেছনে নাকি?

২য় তস্কর। বাবা গো, কে রে!

১ম তস্কর। আরে রাম নামে কি পেত্নী দাঁড়াতে পারে? এখন কোথায় যাই বল দেখি! যেখানে ওৎ করেছিলুম তাতো হ'ল না। আজকের যাত্রাটাই অমনি গেল। ভেবেছিলুম নূতন বিয়ে হচ্চে, রাত্রে সিঁদ দিয়ে বেনাক গয়না চুরি ক'রে আনবো; আর বিয়ে বাড়ী থেকে কত কি জিনীষ পত্র পাওয়া যাবে। দেখ, বৌ বলে দিয়েছিল যে, এক হাঁড়ি দৈ চুরি করে আন্‌তে—তা কিছুই হ'ল না।

২য় তস্কর। আরে, বরটার মুখ দেখে আমারই দুঃখ হতে লাগলো, তা মেয়েটা কোথায় পালাল বল দেখি! আমরা যদি তাকে ধরতে পারি আর নিয়ে গিয়ে যদি বরকে দিই, তা'হলে আমাদের খুব খুসি করে, কেমন না।

১ম তস্কর। আরে—সে কি তোমার এই বনের ভিতর বসে রয়েচে! আর একটু খানি মেয়ে, আমরা ত রোজই দেখতে পাই।

২য় তস্কর। দেখ আর একটা কাজ কল্লে হয়।

১ম তস্কর। কি বল দেখি।

২য় তস্কর। সেই বদ্যি বাবুকে খবর দিবি?

১ম তস্কর। কি বলবো!

২য় তস্কর। বলবো ভট্‌চাযদের মেয়ে তোমার জন্যে এমনি

করে পালিয়ে গিয়েচে। তা হলে সে আমাদের খুজতে বল্‌বে। আমরা তাকে নিয়ে গিয়ে দেবো। সে ভারি বড় মানুষ, আমাদের চিরকাল খেতে দিতে পারে। বেশত আমাদের আর চুরি করে খেতে হবে না।

১ম তস্কর। তা যদি হয় ত বেশ কথা। চুরি ক'রে পেটের ভাতই জোটে না। আর এই বনে বনে বেড়াতে হয়। শীত নেই, বৃষ্টি নেই, সাপ খোপের ভয় নেই, পেটের জ্বালায় না বেরুলেই নয়। আয় না কেন আমরা চারিদিকে খুঁজে দেখি। এই রাত্রে পালাবে কোথায়? যদি ধরতে পারি, একেবারে সঙ্গে করে ব্রহ্ম বাবুর কাছে নিয়ে যাবো।

২য় তস্কর। এমন কপাল কি হবে! মা কালীর ইচ্ছা।

শিবসুন্দরী। বাছা! তোমাদের মনের সাধ পূর্ণ হোক।

উভয়ে। (কৃতাঞ্জলি হয়ে) কে মা, মা কালী! আমাদের প্রতি কি তোমার দয়া হয়েচে মা। বড় দুঃখী—তা নইলে চুরি করে বেড়াব কেন? মা তোমায় গড করি।

শিবসুন্দরী। তোমাদের আর চুরি করে সংসার পালন করতে হবে না। যাকে অন্বেষণ করবে মনে করেচ, আমি সেই। আমায় তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে চল।

১ম তস্কর। সেই তুমি! সত্যি বলচতো না ছলনা করে আর কেউ?

২য় তস্কর। নারে না, কথায় আমি বুঝিচি। চল মা চলী, এক-জন এগিয়ে যাক আর আমি পেচনে পেচনে যাই।

(মাতালের পুনঃ প্রবেশ।)

মাতাল। কেরে? ও বাবা—সেই তুমি? আমায় কেন মনে ধর্‌লো না?

১ম তস্কর। (দণ্ড দ্বারা প্রহার) শালা, কাকে কি বলিস—জ্ঞান নেই। আমার মা, তা জানিস্ নি।

২য় তস্কর। মার শালাকে (প্রহারোদ্যত)।

শিবসুন্দরী। আর মের না, মাতাল—ওতে কি ও আছে? যে ওতে ছিল সেত এখন মদের মাদকতায় অভিভূত। ওকে মাল্লে কি হবে? আমরা যাই চল।

মাতাল। জ্ঞান দিলে মা। তুমি যে হও সে হও, আমি ত একটা প্রণাম করে রাখি। সে আমি সে আমি এখন নেই, এ কথাটা ঠিক বলেচ। আর মদ খাব না মা। মা, তুমি আমার মা হলে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শয়ন গৃহ।

(গোলক এবং রাধামণি উপস্থিত।)

গোলক। তোমায় বাস্তবিক বল্‌চি, তোমার চেয়ে কনেবৌকে কখনই ভালবাসিনা। কি করবো বল। বিদ্রূপ করে বল্লুম যে, তুমি আমার গলায় মালা দিলে সুতরাং আমি তোমার স্বামী হলুম। স্ত্রে, সে সেই কথাকে এতদূর ক'রে তুলেচে, তা আমি কেমন ক'রে জানবো; নাতনী সম্বন্ধ পাতিয়ে সই বলেছিলুম। লোকেও ত এমন কত লোককে কত ঠাট্টা ক'রে বলে থাকে, কার্য্যে কি কিছু হয়? দেখদেখি রাত দুই প্রহরের সময় দুটো চোরকে অবলম্বন করে, এসে উপস্থিত! কি করি, সে অবস্থায় আশ্রয় না দিলে অন্য উপায় নাই। বিশেষতঃ আমারই কথায় এত দূর করেচে। তখন আমি কেমন করে তাকে নৈরাশ করি বল।

রাধামণি। ও যে ব্রাহ্মণকন্যা! আমি এই কথা শুনে অবধি, আমার প্রাণ কেমন কচ্চে। সদাই ভাবি, বুঝি কি অমঙ্গল হবে। যাই হোক, তুমি ওর অঙ্গ স্পর্শ করো না।

গোলক। আমার সাধ্য কি? যখন আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখি, তখন ভয়ের আবির্ভাব হয়। যেন দেবকন্যা বলে জ্ঞান হচ্চে

থাকে। আর তাও দেখনা কেন। ঠাকুরদের নাম, ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক পাঠ, আর পাড়ার মেয়েদের কেবল ধর্ম্ম করতে পরামর্শ দেয়।

রাধামণি। আমি গেলেও ঐ কথা বলে। ওগো, ঠাকুরদের নাম করতে করতে কেঁদে আকুল হয়ে পড়ে। কনেবৌয়ের কান্না দেখ্‌লে আমাদেরও কান্না পায়। বল্‌তে কি, আমি এক দিন কেঁদে ফেলেছিলুম। সেই দিন থেকে আর আমি সে সময় যাই নি।

গোলক। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি। কোন দেবতা কি ছলনা করে মনুষ্য রূপ ধরেচেন, অথবা অন্য কোন রকম কি হচ্চে, তা কে বল্‌তে পারে? যাই হো'ক তুমি ওকে হতাদর করোনা।

রাধামণি। অবাক্ করেচে। তুমি কি কোন দিন কিছু দেখেচ? না কনেবৌ কিছু বলেচে?

গোলক। কনেবৌ আমার নিকট আজ ক'বৎসর এসেচে, একদিনও সাংসারিক কথা হয় নি। দিন গণনা কল্লে, বার মাসে বার দিন বারটা কথা হয়েচে কিনা সন্দেহ। যাও হয়েচে, তা সকলই ধর্ম্মের কথা। কোন পুস্তকের প্রয়োজন জানিয়েচে, কিম্বা কোন সাধু ভক্তের সেবার বিষয় অনুরোধ করেচে।

রাধামণি। যে কথাই বলুক। স্বামীর কাছে কি বলেচে না বলেচে, সে কথা আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি না। স্বামীর সুবাদ আমি সব জানি।

(সুভদ্রার প্রবেশ।)

সুভদ্রা। ও বাবা গোলক! বড় বৌ মা যে—

গোলক। কি মা!

সুভদ্রা। বলি বাবা, কি কালসাপিনীই ঘরে এনেচিস্? আমি একটী ছেলে নিয়ে সংসারে রয়েচি—তোরও ললিতমোহন আঁধার ঘরের

মাণিক, বাবা! কখন কি হয়, তাই ভেবেই সারা হয়ে গেলুম। এমন ঘরের লক্ষ্মী বৌ—আমার সোণার পুতের মা, তোর কি বাছা, কোথা থেকে একটা বামুণের মেয়ে আনা ভাল হয়েচে? লোকে ক'ত কি বলে—কৈ' বে—থা কিছুই ত হলোনা; কি এক গন্ধর্ব্ব-বে হয়েচে বলে একটা কি' বলে দিলি। যাই হোক বাছা, সব যেন পাল্লুম—কিন্তু মেয়ে মানুষ হয়ে সালগেরাম ঠাকুর পূজো করে—এ কি মা! ঠাকুর এনে দিলে কে?

গোলক। মাটির ঠাকুর গড়ে নিয়েচে। তা'তে ক্ষতি কি? পুজো-টুজো করতে ভাল বাসে, কল্লেই বা?

রাধামণি। সেই মাটির ঠাকুর অনেক দিন জলে ফেলে দিয়েচে।

গোলক। তবে ও ঠাকুর কোথায় পেলে?

রাধামণি। সেই যে আমাদের বাড়ীতে সাধু ছিলেন, তাঁর ঠাকুরটী কনেবৌ নিয়েচে।

সুভদ্রা। ও মা, সে কি গো! সন্ন্যাসীর ঠাকুর বৌ পেলে কেমন করে?

রাধামণি। সাধু ঠাকুর যে দিন চলে যান, সেই দিন তিনি ঠাকুরটী বোধ হয় ভুলে ফেলে গিয়েছিলেন। কনে-বৌ কেমন করে তা জান্‌তে পেরেছিল। ও আহ্নিক পূজো ক'রে, ভাত খাবার আগে সেই ঠাকুরটীকে এনে আবার পূজো কল্লে, কত কাঁদলে, হাসলে, আর সেই অব্দি, সেই ঠাকুর নিয়ে দিন রাত যেন পাগল হয়ে রয়েচে।

সুভদ্রা। বাবা গোলক! তোকে ব্যাগাতা করি, ওকে এখান থেকে বিদেয় করে দে। আমার ঘরের লক্ষ্মী বেঁচে থাক, ঘর যেন আলো করে রয়েচে। কোথা থেকে একটা অলক্ষ্মী ঘরে এনে পুরেছিস্—এর কাণ্ড কারখানা দেখ্‌লে, পেটের ভিতর হাত পা সেঁধিয়ে যায়।

মেয়ে মানুষে ঠাকুর পূজো করে, গান গায়, নাচে, হাসে, একি গো! আমাদের এত বয়স হ'লো, মাথার চুল পেকে গেল, কৈ কোথাও এমন ত দেখিনি। চোদ্দ বছর কি পনের বছরের ছুঁড়ি বৈত নয়, তার এত ভিরকুটী! শাশুড়ী ব'লে একটু ভয় ডর নেই, অমন বড় বোনের মতন সতীন, তাকে ভ্রুক্ষেপ নাই, পাড়া প্রতিবাসীদের লজ্জা নেই, হ'লো কি? ইচ্ছা হয় যেন কোন দিকে ছুটে পালাই।

নেপথ্যে—গীত।

পূজিতে রাজীব চরণ নয়ন ধারা বয়ে যায়।
হয় মনে কতই উদয়, না পুরে কথায়॥
অনুরাগে প্রাণ ধায়, নাহি মানে মানা তায়,
বাঁধি বুক তোমারই আশায়—
রাখিতে আশ্রিতে নাথ তোমারই ত দায়॥
কি ছার কুসুম হার, অতি হীন উপহার,
জীবন সর্ব্বস্ব সার চির রাঙ্গা পায়—
কৃপা করি দে'খ হরি নিরুপায় অবলায়॥

ঐ শোন শোন! গলা ছেড়ে দিয়ে গান কচ্চে দেখ! আরে মলো! ক্রমে ক্রমে বাড়িয়েচে দেখ দেখি! গোলক, তুই এখন যা হয় কিছু কর, তা না হলে আমি ঝাঁটা মারতে মারতে বাড়ি থেকে দূর করে দেবো।

(প্রসাদ হস্তে শিবসুন্দরীর প্রবেশ।)

শিবসুন্দরী। (সকলকে প্রণাম করিয়া) মা! প্রসাদ নিন্।

সুভদ্রা। যা, যা, তোর আর প্রসাদ দিতে হবেনা। একরত্তি মেয়ের

রকম দেখ। কালীঘাটের বামুন কি না! প্রসাদ দিয়ে পয়সা রোজ-গার করা রোগ আছে কি না, তাই সে চরিত্তির এখনো শোধরায় নি।

শিবসুন্দরী। নারায়ণের প্রসাদ, মা অবজ্ঞা করতে নেই।

সুভদ্রা। তোকে আর আমায় কিছু শেখাতে হবে না।

শিবসুন্দরী। আমায় যা হয় বলুন, প্রসাদের অমর্যাদায় ইহ পর-কাল নষ্ট হয় মা।

সুভদ্রা। আরে ম'ল যা, যত বড় মুখ না তত বড় কথা! আমার ইহ পরকাল নষ্ট হবে? তোর মুখ দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না। দূর হ, দূর হ।

শিবসুন্দরী। মা, আমায় কটুকথা বলুন সেত আশীর্বাদ। কিন্তু প্রসাদ যে নারায়ণের। নারায়ণ, মা, আপনার আর আমার কি? তিনি যে সকলেরই এক। প্রসাদ নিন—

সুভদ্রা। ওরে গোলক, শুনচিস তোর মেগের কথা শুনচিস্। জুতো মেরে এখনি দূর করে দিস্, ত আমি এ বাড়ীতে জল খাব, নইলে আমিই কাশী চলে যাব। তোর মেগের মুখনাড়া খেয়ে থাক্‌বো নাকি!

[প্রস্থান।

শিবসুন্দরী। দিদি! প্রসাদ নাও। (গোলকের প্রতি) তুমি প্রসাদ নাও।

রাধামণি। আমি এখন কাপড় কাচিনি।

শিবসুন্দরী। প্রসাদের কালাকাল নেই, তুমি নাও।

রাধামণি। দিতে হয়, ওকে দিগে যা, প্রসাদ ফ্রসাদ আমি মানিনি. মুড়ি ঠাকুরের আবার প্রসাদ!

গোলক। বলি তোমার একি রীতি হ'লো। যাকে যা বলবার নয়, তাকে তাই বল্‌তে লাগলে। যা করবার নয় তাই করতে

লাগলে। নামে মাত্র আমায় পতি বল্‌লে। পতির কার্য্য—কি সেবা, কিছুই কল্লে না। ধর্ম্ম কর্ম্ম কর কিন্তু পতির সেবা, পতির মনতুষ্টি, পতি যাতে সুখে থাকে তাই করাই সতীর ধর্ম্ম। প্রসাদ প্রসাদ করে ভালবাসা দেখালে কি হবে? ওপ্রসাদ তোমার হাতে সাজে না। তোমার যেমন অবস্থা, ঐ অবস্থায় যা সাজে তাই কর।

শিবসুন্দরী। তোমার অভাব ত কিছু হয় নাই। দিদি ত সেবা কচ্চেন। যদি সেবার ত্রুটি হতো তা হলে আমায় বল্‌তে পারতে। তবে তুমিও প্রসাদ নেবে না?

গোলক। প্রসাদে কি আর আমাদের ভক্তি আছে! যা কিছু করি সে কেবল কর্ত্তাদের নাম সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে—তাও আর থাকে না। কপটধর্ম্মাচরণ আর ভাল লাগে না। আমি এই বার মনে করেছি যে, ঠাকুর সেবা টেবা সব বন্ধ করে দেবো।

শিবসুন্দরী। তোমাদের পায়ে পড়ি, প্রসাদের অপমান করো না।

গোলক। বল্‌লে কি হয়। তুমি সে দিন আমার সে কথাটা রাখ নাই, এখন তোমার কথা শুনবো কেন?

শিবসুন্দরী। ভাল, কি বলবো! ভগবান্! যেন কোন অপরাধ নিও না। এরা অবোধ, বিষয় মদে অজ্ঞান হয়ে রয়েচে। দয়াময়! দয়া করে ভক্তি দান কর।

[প্রস্থান।

গোলক। বৌমাটাকে আনবার দিন স্থির হয়েচে, আর অধিক দিন সেখানে রাখা উচিত নয়—বয়েসও ত হয়েচে!

রাধামণি। যে ধেড়ে মেয়ে বাছার গলায় দিয়েচ! আমি তাই অজ্ঞান হয়ে ভাবি। চক্ষে দেখে শুনে অমন বিয়ে দিতে নেই।

গোলক। সে তোমার দোষ। আমি ছোট ছেলের বিবাহ দিতে

কি চেয়েছিলুম? তুমি বল্‌লে আমার একটী ছেলে, কত সাধ; বিবাহ দাও, তাইত তোমার কথামত বিবাহ দিয়েচি।

রাধামণি। বলেছিলুম বলে একটা ১৩।১৪ বছরের মেয়ে নিয়ে'লে, আহা! বাছার বয়স শ্বশুরের মুখে ছাই দিয়ে বুঝি এই ১৬ বছরে পা দিয়েচে। যে পর্য্যন্ত বিয়ে হয়েচে, বাছা আমার যেন গ'লে যাচ্চে—নানান খানা অসুখ হচ্চে।

গোলক। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

গোলক। কি রে?

ভৃত্য। আজ্ঞা—মশাই, বাইরে বাবুরা সব এসেচেন।

গোলক। আচ্ছা, আমি যাচ্চি।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

রাধামণি। আজ আর বেশী রাত করোনা, আর অত করে মদও খেওনা। অমনি ক'রে সে দিন সৌদামিনীর ভাতার যকৃৎ পেকে মরে গেল। আর খবরের কাগজে সময়ে সময়ে ত দেখতেও পাওয়া যায় যে, অমুক বড় লোক মদ খেয়ে মরে গেল, অমুক রাজা যকৃতের পীড়ায় মরে গেল। খাবার জিনীষ ত ঢের আছে—মদ না খেলেই নয়?

গোলক। এক দিন যদি এক গ্লাস খেয়ে দেখ, তাহ্‌লে আর এজন্মে ভুল্‌তে পারোনা। খাবে এক দিন?

রাধামণি। আর এ বুড়ো বয়সে কেন? তুমি বরং কনেবৌকে খাওয়াতে শেখাও না!

গোলক। আরে মনেত হয় তাই—কিছুতেই বাগ মানে না যে।

[প্রস্থান।

রাধামণি। ইচ্ছা হয় এক দিন একটু খেয়ে দেখি, কিন্তু লজ্জা হয় পাছে আবার শেষ রাখ্‌তে না পারি। ছি! কনেবৌ শুনলে বলবে কি? যাই দেখিগে সে কি কচ্চে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

জ্ঞানের প্রবেশ।

জ্ঞান। যাই কোথায়! অধর্ম্মের স্রোতে দেশ ভেসে গেল! কি কুক্ষণেই ইংরাজী বিদ্যা এদেশে এসেছিল! না, না, বিদ্যার দোষ বৃথা কেন দি। বিদ্যাশিক্ষার দোষ কখন হতে পারে না। বিদ্যার মত যদি বিদ্যা শিক্ষা হয়—তাও নয়; কতকগুলি লোকের জন্য এত ক্ষতি হয়েচে। তারা যে মত প্রচলিত করেচেন, সেই মতেরই দোষ। আর যারা অল্প শিক্ষা করে অধিক বিদ্যার ভান করেন, তাঁদেরই দোষ। কেমন ছেলে বেলা থেকে, ধর্ম্ম নেই ধর্ম্ম নেই, পুতুল পূজা পুতুল পূজা, হিন্দুদের ধর্ম্ম সমুদায় মিথ্যা, এই সকল কুমন্ত্র দিয়ে এমনি কুসংস্কারে মন গঠিত করে দেয় যে, আর তার কোন দিকে যাবার যো থাকে না। করি কি? সকলেই বিলাসী, আত্মসুখের জন্যে যা কিছু ভাল মন্দ বিচার না ক'রে, স্বচ্ছন্দে সমাধা কচ্চে। ওঃ! স্বার্থপরতা, দ্বেষ হিংসায় সকলকে আবৃত ক'রে ফেলেচে। সম্বন্ধ ত উঠে যাবার দশায় পতিত! পশুভাবে সকলেই সমাচ্ছাদিত; মাসি,

পিশি, খুড়ি, জ্যেটাই, ভগ্নি, ভাগ্নি, বিমাতা, স্ত্রী সকলেরই সহিত ভগ্নি ভাব। গুরু জ্ঞান নেই, দেবতায় ভক্তি নেই; আত্মনিষ্ঠা ভাবলোপ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার! হলো কি! অন্তর্যামি! আর কতদিন নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন। জীবের এই শোচনীয় দশা দেখে কি কিছুই দয়া হচ্চে না। কোথায় ঠাকুর, এস, দেখ একবার, তোমার সাধের সৃষ্টির কি অবস্থা।

(ডাক্তারের প্রবেশ।)

ডাক্তার। জ্ঞান বাবু যে? পথে চলতে চল্‌তেও ঈশ্বর ঈশ্বর। বাস্তবিক ভাই, তুমি যাই মনে কর, তুমি নিশ্চয় পাগল হয়েচ। আচ্ছা, তুমি যে এত ঈশ্বর ঈশ্বর বল, তাতে ত একদিনও সুখী দেখ্‌তে পাইনে। কিন্তু আমরা ঈশ্বর না মেনে ২৪ ঘণ্টা আনন্দের বাজারে বাস কচ্চি।

জ্ঞান। আনন্দই ঈশ্বরের স্বরূপ। বিষয়েও আনন্দ আছে। তোমরা সেই জন্য বিষয়ানন্দ ভোগ কচ্চ। মন্দ কি? কিন্তু যখন আনন্দ সম্ভোগ করবে তখন ঈশ্বরের স্বরূপ বলে মনে কর্‌বে।

ডাক্তার। তাকে যদি ঈশ্বরের স্বরূপ বলে, তাতে আমার আপত্তি কি? ভাল, স্ত্রীতে যে আনন্দ লাভ হয় তাকেও কি ঈশ্বরের স্বরূপ বল্‌বো?

জ্ঞান। আনন্দ যাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাই ঈশ্বরের স্বরূপ।

ডাক্তার। তাহলে আমাদের নাস্তিক বল কেন?

জ্ঞান। যদি প্রত্যেক আনন্দ জনক কার্য্যে তাঁকে স্মরণ কর, তাহলে কেন নাস্তিক বলবো।

ডাক্তার। দেখ ভাই, গোলক বাবুর বড় বিপদ।

জ্ঞান। সে কি হে!

ডাক্তার। তাঁর বড় স্ত্রীটি সহসা অজ্ঞান হয়ে মৃত্যুগ্রস্ত হয়েচে।

জ্ঞান। বটে—আহা! গোলকের কি পরিতাপ। ভাই, সকলেরই পরিণামে একই অবস্থা। জন্মালেই মৃত্যু, এতো আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নয়। জীবিত থাকাই আশ্চর্য্য। গোলক বাবু কি অত্যন্ত অধৈর্য্য হয়েচেন?

ডাক্তার। হয়েছিলেন বৈ কি, তাঁর ছোট স্ত্রী এসে বেশ উপদেশ দিয়ে নিরস্ত করে দিলেন?

জ্ঞান। গোলকের ধন্য অদৃষ্ট। অমন স্ত্রী কি সামান্য সৌভাগ্যে পাওয়া যায়? ওঁকেই শাস্ত্রে বিদ্যা-শক্তি বলে। যার ঐ রকম স্ত্রী লাভ হয়, তার ঈশ্বর প্রাপ্ত হ'বার বিশেষ সুবিধা হয়।

(তারাচাঁদের প্রবেশ।)

তারাচাঁদ। ডাক্তার বাবু! শীঘ্র আমাদের বাটীতে আসুন, সর্ব্বনাশ হয়েচে।

ডাক্তার। আবার কি?

তারাচাঁদ। ননি বাবু কেমন ক'চ্চেন।

ডাক্তার। সে কি হে? ননি বাবুর আবার কি হলো? এই আমি আসৃচি, তখন ত কিছু ছিল না!

জ্ঞান। সে কথায় কাজ নেই। প্রত্যেক নিমেষে মনুষ্যের জীবনান্ত হ'বার সম্ভাবনা। এর কিছু বিচিত্র নাই।

[তারাচাঁদ এবং ডাক্তারের প্রস্থান।

জ্ঞান। এই সংসার! এরই জন্যে লোক অস্থির, চিন্তিত, পরস্পর বিবাদ। 'যেমন বাজিকরেরা ভেল্কীতে এই বিচি রোপণ কল্লে,

তখনই অঙ্কুরিত, পরক্ষণেই বৃক্ষ, তাতে ফুল ফলে পরিশোভিত হয়ে আবার তখনি কোথায় বিলীন হয়ে যায়। সংসার ও তেমনি। এই আমি ভূমিষ্ঠ হলেম, বর্দ্ধিত হলুম, স্ত্রী হ'ল, আবার সন্তান, তারা বয়োপ্রাপ্ত, তাদের সন্তান, কত শাখা প্রশাখা হয়ে কিছু দিন পরে একে একে কালের কবলিত হ'ল। এমন অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যহ হচ্চে. লোকে দেখ্‌চে, তথাপি তাদের ভ্রম বিদূরিত হয়ে জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হচ্চে না কেন? ভগবানের একি বিচিত্র মহিমা। তাই ত! এ তত্ত্ব আমি কোথায় পাবো? পণ্ডিতেরা ত অর্থের দাস! তত্ত্ব কথার কি জান্‌বেন? সাধু ফকির তাঁরাও প্রতারক—উদরের জন্য লালায়িত। বোধ হয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সিদ্ধ সাধুর দর্শন দুর্লভ নয়। যাই বা কেমন করে? ভগবান ত অন্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপী, তাঁকে ডাক্‌লে কি তিনি দেখা দেবেন না?

(জটাধারী সাধুর প্রবেশ।)

সাধু। বাবা! চিন্তা কি? যে তাঁকে ডাকে তিনি তার সম্মুখে। তত্ত্ব কথা জান্‌বে? (মৃদুস্বরে কহিয়া) এখন কাউকে প্রকাশ ক'রো না। সময়ে সকলেই জানতে পার্‌বে। বহ্নি বস্ত্রাবৃত থাকে না।

জ্ঞান। (প্রণাম করিয়া) কৃতার্থ করলেন ঠাকুর! আপনার কথায় আমার শান্তিলাভ হ'ল। আমি অদ্যই তাঁর দর্শন জন্য যাত্রা করবো। দুই দিনে কি যেতে পার্‌বো না?

সাধু। আশ্চর্য্য কি?

[প্রস্থান।

জ্ঞান। সাধুর কথায় আমার হৃদয় কন্দরে আর আনন্দ ধরে না। কি সংবাদই পেলুম! এ সাধু কিন্তু তাঁরই প্রেরিত। দয়াময় এমনি

করেই দয়া করে থাকেন। তা নইলে ভক্তেরা দয়াময় নাম দেবে কেন? যাই—আর সময় নষ্ট করবার আবশ্যক কি?

[প্রস্থান।

(উকিলের প্রবেশ।)

উকিল। বড় মানুষের ঘরে এক একটা দাঁও না জুট্‌লে কি মজা হয়? গরীবদের মামলায় আর আমাদের কি দুঃখ ঘুচে? এই সুযোগে পুলিশওয়ালারা ত বেড়ে মজা করে নিলে। আমিও পরামর্শ দিয়ে এলুম যে একটা কাউকে সন্দেহ ক'রে আসামী কর, তারপর হোক্‌ কিছু, আর নাই হোক, আমাদের ত যথেষ্ট লাভ হবে। গোলক বেটা যেন কুবেরের মত টাকা করেচে, একটা ছেলে ছিল তাও ত গেল, যে স্ত্রীটে আছে সেটাত পাগল। ছেলেপুলের আর সম্ভাবনা নেই, বয়েসও কম নয়, তবে ভোগের শরীর দেখায় ভাল। যে রাক্ষসীতে পেয়েচে—একা নয়, দুই বোনে—তখন আর বড় বেশী দেরি নেই, যাই বল—মদ আর বেশ্যা এ দুটি না থাক্‌লে গোলক একেবারে শিঙ্গে ফুঁকতো। স্ত্রী গেল, ছেলে গেল, আর অত ঐশ্বর্য্য, পাপরে সামলান বড় শক্ত। কিন্তু আর শোক টোক বড় নেই। তবে মনে করিয়ে দিলে বিমর্ষ হয়ে যায় বটে।

(ডাক্তারের পুনঃ প্রবেশ।)

ডাক্তার। কতদূর কি কল্লে হে?

উকিল। আরে যাও। তুমিই ত মাটি করবার জোগাড়ে ছিলে।

ডাক্তার। কেন ভাই, আমি কি অন্যায় কল্লুম?

উকিল। তুমি (apoplexy) য়্যাপোপ্লেক্‌সি বলে বাঁচাবার চেষ্টায় ছিলে। আরে পাগল, বড় লোকের বাড়ীতে অমন একটা ঘটনা

হলে, বিষ খাওয়ান সন্দেহ করতে হয়, তার পর যাই হোক।

ডাক্তার। মিথ্যা কথা কি বলতে আছে?

উকিল। কি আমার ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়েচ হে- ভারি সত্যবাদী দেখ্‌চি, ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখিয়েচ নাকি?

ডাক্তার। জ্ঞানে যা দেখবো, তাই বলাই না কর্ত্তব্য?

উকিল। ভারি কর্ত্তব্য বোধ হয়েচে দেখচি, তাই বুঝি ডাক্তার খানার সম্মুখে বিনামূল্যে দাতব্য চিকিৎসার বিজ্ঞাপন দিয়েচ?

ডাক্তার। বাস্তবিক, তুমি ঠিক বলেচ।

উকিল। "আমার জ্বরঘ্ন," "আমার উদরাময়ের ঔষধ" এরূপ ব্যবস্থা পত্র দাও!

ডাক্তার। দিতে হয় বৈ কি। তা নইলে আমার সময় নষ্ট করিয়ে অন্যের নিকট ঔষধ ক্রয় কল্লে চল্‌বে কেমন করে?

উকিল। এটিও কি কর্ত্তব্য?

ডাক্তার। সুতরাং—

উকিল। বিলক্ষণ কর্ত্তব্য শিক্ষা ভাই।

ডাক্তার। পেটের জ্বালায় করি কি? রেনের দোকানের মত ডাক্তার খানা হয়েচে, কত বিক্রী হবে বল?

উকিল। তবে সত্য সত্য করছিলে কেন?

ডাক্তার। কি করি কথায়ও কি দোষ?

উকিল। তবে এ দাঁওটা ছাড়া কি ভাল?

ডাক্তার। আমি কি বল্‌চি? লাগাও না পেঁচ।

উকিল। বেশ বলেচ। একটা ফন্দি করচি। চল এখন বাড়ী যাওয়া যা'ক।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবসুন্দরীর পূজা গৃহ।

(শিবসুন্দরী, বিধবা সপত্নীপুত্রবধূ এবং অন্যান্য মহিলাগণ উপস্থিত।)

শিবসুন্দরী। দেখ, পৃথিবীর সুখ দুদিন। পতি বল, পুত্র বল, পিতা বল, মাতা বল, ভাই বল, ভগ্নি বল, কেউ কারোর নয়। সকলেই আপনার কর্ম্মফলে আপনি সুখ দুঃখ ভোগ করে। লোকের নামে যে হেতুবাদ দেয়, সে কেবল হেতুই মাত্র।

পুত্র-বধূ। কনে মা! যদি সুখ দুঃখ আপনার কর্ম্ম-ফলেই হলো, তা'হলে জীব তা বুঝেও বুঝতে পারে না কেন? ভগবান কেন এবুদ্ধি দেন না?

শিবসুন্দরী। তিনি বুদ্ধি দিয়েচেন বৈ কি। দেখ, প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখাচ্চেন। মানুষ জন্মালেই মরে। এ কথায় কি কেউ অবিশ্বাস করে—তবে কেন মৃত্যুভয়ে অকর্ম্মগুলো পরিত্যাগ না করে? দেখ কেউ সুখে দিনযাপন করচে, আর কারও ভিক্ষা ক'রে অন্নাসনও হয় না। কেউ সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করচে, আর কেউ চিররুগ্ন হয়ে শয্যাগত। এ সকল দেখচে; বুদ্ধিদ্বারা তার কারণ বুঝ্‌চে, তবু কেমন সকলে ভুলে যায়।

পুত্র-বধূ। সেই কথাই আমি জিজ্ঞাসা করচি মা।

শিবসুন্দরী। সে কথার উত্তর কি মানুষে দিতে পারে? যারা জান্‌তে চায়, তারা ভগবানকে ডাকে, তিনি সব জানিয়ে দেন।

পুত্র-বধু। মা, কি ক'রে তাঁকে পাবো মা। তাঁকে কি পাওয়া যায়?

শিবসুন্দরী। প্রাণের ঈশ্বর তিনি। প্রাণনাথ ব'লে ডাকলেই তিনি সে কথা শুনেন, আর অমনি এসে দেখা দেন। মা, তিনি বড় দয়াল্।

পুত্র-বধু। প্রাণনাথ কি তাঁকে বলে! আমরা নাটকে পড়েচি যে স্বামীকেই বলে।

শিবসুন্দরী। তা সত্যি। কিন্তু এ স্বামীত মাটির পুতুল। এই আছে এই নেই। স্বামী কাকে বলে তাতো জান বাছা।

পুত্র-বধু। (মস্তকাবনত করিয়া) তারপর মা বল না।

শিবসুন্দরী। তোমার স্বামী ত এখন আর নেই। এখন সেই ভাব কোথায় ফেলে দেবে? অমর স্বামী নারায়ণ। তোমার পতি-ভাব তাঁতে অর্পণ কর, চির সুখ হৃদয়ে বিরাজ করবে।

পুত্র-বধু। আহা মাগো! কি কথাই বলেচ মা। মা, তোমার কথা শুনে আমার অত দুঃখ যেন কোথায় লুকিয়ে গেল। আমি কি ঠিক্ পতির মত ভাবনা করবো?

শিবসুন্দরী। ঠিক্ তেমনি। প্রাণনাথ, প্রাণেশ্বর, প্রাণবল্লভ এই কথা ব'লে ডাক, তারপর যা হয় আপনি হবে। এখন কেবল নামই তোমার একমাত্র ভরসা জান্বে।

পুত্র-বধু। আচ্ছা, মা, যাদের পতি আছে তারাও কি এই ভাবে নারায়ণকে ডাকবে।

শিবসুন্দরী। স্ত্রীলোকদিগের দুটি ভাব অতি সহজ। যাদের সন্তান হয়েচে তারা বাৎসল্য ভাবেও তাঁকে পেতে পারে।

পুত্র-বধু। বাৎসল্য কি মা?

শিবসুন্দরী। গোপাল ভাব—আপনার ছেলের মত তাঁকে চিন্তা করা।

পুত্র-বধূ। তাও কি হয় মা ?

শিবসুন্দরী। হয় বৈ কি। যার যে ভাব ভাল বোধ হয়, তার সেই ভাবই গ্রহণ করা উচিত।

(গোলকের প্রবেশ।)

(পুত্র-বধু এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকের প্রস্থান।)

গোলক। তুমি কি এই নিয়েই দিন রাত কাটাবে ? এত দিন কিছুই বলিনি। অদৃষ্টক্রমে সে চলে গেল। তার শোক বিস্মরণ না হ'তেই পুত্রটীও ছেড়ে গেল। ঘরে বৃদ্ধা মা আর পূর্ণ যুবতী পুত্র-বধূ, এদের দেখে কে ? পূজার্চ্চনা করতে ইচ্ছা হয় নিষেধ করি নি কিন্তু সংসারের দিকেও ত চেয়ে দেখ্‌তে হয় ?

শিবসুন্দরী। আমায় বৃথা বল্লে কি হবে বল। সংসার নিয়ে কি হবে ? সংসারের সুখ এখন বুঝতে পার নি ? তুমি ত মনোনিবেশ করে সংসার কল্লে। স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, আত্মীয়; বন্ধু, বেশ্যা, মদ, মাংস কিছুরই অনাটন নেই। আচ্ছা, বল দেখি সুখ শান্তি কিছু পেয়েছ কি ?

গোলক। সাময়িক সুখ আছে বৈ কি !

শিবসুন্দরী। সাময়িক—অবিচ্ছেদ অনন্ত সুখ ত নয় ?

গোলক। আমি অত বিচার করতে আসি নি। তুমি আমার কথা শুন্‌বে কি না বল ?

শিবসুন্দরী। কথার মত কথা অবশ্য শুনবো। বাজে কথায় আমি কর্ণপাত করি না।

গোলক। তোমাকে আমি যা বলবো তাই করতে হবে। করবে কি না?

শিবসুন্দরী। রাগ কল্লে কি হবে? ঐ রাগে—অনু সংযোগ ক'রে ঈশ্বরে প্রয়োগ কর—সদ্গতি হবে।

গোলক। মা তখন যা বলেছিলেন, এ তাই হ'ল। সেই জ্ঞান ছোড়া যে ধরণের কথাগুলো বলে, এরও সেই রকমই ধরণ দেখ্‌চি। জ্ঞানের সঙ্গে কি তোর সম্পর্ক আছে?

শিবসুন্দরী। জ্ঞানের সম্পর্ক না থাক্‌লে কি জীবিত থাক্‌তে পারি?

গোলক। তাই, আমার প্রতি হতাদর? ব্যাভিচারিণী হই?

শিবসুন্দরী। হই নাই, তুমি কর্‌তে চাচ্চ।

গোলক। কিসে?

শিবসুন্দরী। অজ্ঞানের সঙ্গে?

গোলক। তোর ছেঁদো কথা রেখে দে

শিবসুন্দরী। আমার নয় তোমার, তুমিই বাঁধতে চাচ্চ।

গোলক। তুমিই ত কথার চাতুরী কর্‌চো। আমি সোজা কথা বল্‌চি।

শিবসুন্দরী। চিন্তা করে দেখ, কে সোজা, কে বাঁকা?

গোলক। তোমার মনের কথাটা কি আমায় খুলে বল।

শিবসুন্দরী। বলবো আর কি! চক্ষু থাকে ত প্রত্যক্ষ কর।

গোলক। কি দেখ্‌বো! তোমার ঐ নুড়ি ঠাকুর, আর বনের কতকগুলো ফুল পাতা?

শিবসুন্দরী। সেত এই চক্ষে দেখ্‌চো। আর কি চক্ষু নাই?

গোলক। এই ত দুই চক্ষু, তোমারও দুই চক্ষু। মানুষের সকলেরই দুই চক্ষু,—এতে আর ত কিছু দেখা যায় না।
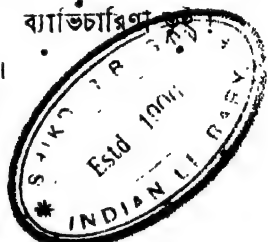
শিবসুন্দরী। মা কালীর ক' চক্ষু ?

গোলক। তিন চক্ষু।

শিবসুন্দরী। কেন—কারণ কিছু জান ?

গোলক। কে জানে তোমার কারণ ? এতো ভাল তর্কপঞ্চাননের পাল্লায় পড়লুম।

শিবসুন্দরী। ওকে বলে জ্ঞান চক্ষু। এই চক্ষে স্থূল ভাব দেখে যে সূক্ষ্ম ভাব বা তাৎপর্য্য পাওয়া যায় তাকে জ্ঞান বলে। সেই জ্ঞান যখন সঞ্চারিত হয়, তখন স্থূলদর্শন ক'রবামাত্রেই তাৎপর্য্য বহির্গত হয়ে আসে।

গোলক। তোমার উপদেশ তুমি রাখ। আমি তোমায় যা বলচি তাই করতে হবে। আর পাড়ার মাগিদের বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেবো না,—দরওয়ানদের এই হুকুম থাকবে। ফের যদি চীৎকার ক'রে কেষ্ট কেষ্ট করবে, তখনই তোমায় দূর ক'রে দেবো। এখন বল্‌চি যদি ভাল চাও, তা'হলে যেমন গৃহস্থের ঘরে মেয়েদের স্বভাব সেই রকম কর।

শিবসুন্দরী। তুমি যদি আমায় যেতে বল, আমি এখনি প্রস্তুত আছি। তোমার তাতে কল্যাণ হবে।

গোলক। তা আমি বুঝিচি। যখনই জ্ঞানের কথা বলেচ, তখনি তোমার ধর্ম্মের দৌড় জান্‌তে বাকি নেই। পালাবার উপায় নেই, তাই ঘরের ভিতর বসে আছ। আমি পায়ে বেড়ী দিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে দেবো।

শিবসুন্দরী। এর উপর বেড়ী, আর না। এক বেড়ীতেই এই অবস্থা হয়েচে।

(প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ।)

গোলক। তোমরা আবার যদি আমার বাড়ীতে প্রবেশ কর, আমি

তৎক্ষণাৎ অপমান করে দূর করে দেবো। দিন নেই, রাত নেই, আমার অন্দর মহলে যেন কীর্ত্তনের আক্‌ড়া বসিয়েছে। মাগিদের আর মরবার জায়গা নেই।

শিবসুন্দরী। আমায় যত পার তিরষ্কার কর, ইচ্ছা হয় মার। ওদের কি অপরাধ? আমি আস্‌তে বলি তাই না দয়া করে আসে। এত দিন কি কেউ তোমার বাড়ীতে আস্‌তো?

[প্রতিবাসিনীগণের প্রস্থান।

গোলক। আমি দরওয়ানদের বিশেষ সতর্ক করে দিয়ে আসি।

শিবসুন্দরী। আমি বাগানের দিক দিয়ে আসতে বলে দোবো। স্থান বলে দিয়েচে।

গোলক। তোকে না তাড়ালে আর বাস্তবিক আমার কল্যাণ নাই। তুই দূর হ। আমি বলচি তুই এখনি যা। আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। আমি তোর মুখ আর দেখ্‌তে চাইনি।

[প্রস্থান।

শিবসুন্দরী। হরি, হরি, হরি। এতদিনের পর মনোসাধ পূর্ণ হলো, আর বন্ধন কেন? আর সংকীর্ণ স্থানে কেন? জীবগণ মোহ-তিমিরে আবৃত—দেখি যদি আমার দ্বারা কিছু উপকার হয়। ভগবানের ইচ্ছা যা তাই হবে।

(পুত্রবধুর প্রবেশ।)

পুত্রবধু। মা! আমি তোমার সঙ্গে যাব। নিয়ে যাবে ত? দেখ মা এখন কাউকে প্রকাশ করো না। আমি অনুমতি নিয়ে রাখ্‌লুম কিন্তু যাবার বিলম্ব আছে।

(দাসীর প্রবেশ।)

দাসী। ওগো কনে দিদি! শিগ্‌গির এস, বাবুর ভেদ্ বমি হচ্চে।

শিবসুন্দরী। এই যে এখান থেকে গেল!

দাসী। দেখ্‌বে এস। তুমি কেবল পূজো পূজো করবে। সন্ন্যাসীর ঠাকুর নিয়ে, সর্ব্বনাশ কল্লে আর কি! যাবে ত এস না।

শিবসুন্দরী। তোরাও কি ভাল কথা জানিস্‌ নি?

দাসী। তোমায় আবার ভাল কথা বল্‌বো? আমি এই সংসারে বুড়ো হলুম। এমন মেয়ে কোথাও দেখিনি। এখন যাবে কি না? আমি গিয়ে গিন্নি মাকে বলে দিইগে।

শিবসুন্দরী। কিসে কি হয়, কে জানে—

পুত্রবধু। মা! এতো অমঙ্গল হচ্চে কেন? সত্যি কি সন্ন্যাসীর ঠাকুর এনে এমন হ'লো।

শিবসুন্দরী। সংসারের লোকেরা বিষয়নাশ প্রাণবিয়োগ দেখলে অমঙ্গল বলে, কিন্তু জ্ঞানীরা তাকে মঙ্গল বলেন। বিষয়াচ্ছন্ন না কেটে গেলে, দিব্য-জ্ঞান চক্ষু কিসে হবে? সন্ন্যাসীর ঠাকুর এ সংসারকে পরিত্রাণ কল্লেন। চল একবার দেখে আসি। এই সময়েও যদি জ্ঞান লাভ করতে পারে, তা'হলে পরকালে সদ্গতি লাভ হবে।

[গৃহদ্বারে শৃঙ্খল প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

(তারাচাঁদের প্রবেশ।)

তারাচাঁদ। আজকে যে কলে ফেলেচি, তাতে কর্ত্তাবাবুকে আর ছিঁড়ে পালাতে হবেনা। কি মজাই কল্লুম! আপনার বুদ্ধিকে আপনিই বাহবা দিই। ছেলে বেটাকে ত খুন কল্লেম, তারপর বুড়ো বেটা-কেও সে দিন এক চাল চেলেছিলুম, তাতে রক্ষা পেয়ে গেল। বিষ খাইয়ে ঠিক্ ওলাউঠা রোগ ক'রে দিয়েছিলুম, ডাক্তার বেটাও ধরতে পারে নি। সেও বল্লে ওলাউঠা। এমনি বেটাদের বিদ্যা। কর্ত্তার নূতন স্ত্রী—কি ঠাকুরের চরণামৃত খাইয়ে দিলে, অমনি কমে গেল! আমি ত স্বচক্ষে দেখ্‌লুম। যাই হোক, আজকে যে খেলা খেলবো, শিব সাক্ষাৎ হলেও নিস্তার নেই। জাল উইলখানাও করেচি। এই কাঁটাটা গেলে তারাচাঁদ অমনি বাবু হয়ে বসেন আর কি! আমি কিন্তু মহারাজার খেতাবটা কিনবো। আর ঐ যে কতকগুলো ই, বি, সি, নামের পরে লেখে, তাও কিন্‌তে হবে। আজ রাত্রেই কর্ম্ম ফর্সা হবে। কাল সকাল বেলায় কোম্পানিতে এক-লাক টাকা পাঠাচ্চি আর কি! পরশু দিন অমনি মহারাজা হয়ে আসা সোঁটা লোক জন আগে পাছে থাক্‌বে। ওঃ তখন আমি মহারাজা তারাচাঁদ দাস বাহাদুর হবো। ইংরাজীটা জানি না, খবরের কাগজ পড়বো কেমন করে? সকাল বেলা উঠে কেদারায় বসে কাগজ দেখতে ত হবে। দেখবো, মাথাটাতা নাড়বো, কখন হাসবো,

কখন বলবো বা এখানটা বেশ লেখা হয়েচে। এই রকম করে লোক ভুলিয়ে দেবো। যদি লাটসাহেবের সভায় সভ্য করে, তা হলে কি হবে? সেই দিন ডাক্তার সাহেবের চিঠি পাঠাব। আর একটা ইংরাজী মুন্সী রাখতে হবে। এ সকল ত হলো কিন্তু ঐ ছুড়ীটা—সম্বন্ধ কিসের? প্রতিপালক—তুমিও যেমন আমার কাছে বাচ বিচার নাই—

(চাপরাসীর প্রবেশ।)

চাপরাসী। দাওয়ানজী মশাই, বাবুরা সব এই দিকে আসচেন।

তারাচাঁদ। বটে?

গোলক, উকিল, ডাক্তার, ডিপুটী, মুন্সেফ, সদরওয়ালা এবং জ্ঞানের প্রবেশ ও উপবেশন।

উকিল। জ্ঞানকে আজ অভিষেক করতে হবে।

ডাক্তার। তার সন্দেহ কি? এই অল্প বয়সে ছোঁড়াটা বড়ই খেপে উঠেচে, লেখা পড়া শিখে কোথায় উন্নত হবে, তা না হয়ে সেই বৃদ্ধ পিতামহের ধরণগুলো আবার কেঁচে বাহাল করেচে।

মুন্সেফ। কৈ গোলক বাবু! বিলম্ব কিসের, অপ্সরা কিন্নরীরা আসচেত.?

উকিল। জ্ঞান, তুমি নাকে হাঁড়ি কাট এঁকে রেখেচ কেন?

ডাক্তার। সর্ব্ব জীবেই চৈতন্য বিরাজিত। সেই জন্যে ঐ হাঁড়ি কাটের ভিতরে চৈতন্যকে ফেলে, জয় মা—কেমন ভাই জ্ঞান।

জ্ঞান। যা ইচ্ছা হয় বলুন, বলে খুসি হন আবার বলুন।

ডাক্তার। জ্ঞানের সহ্যগুণ অতিশয়। সাধুর ধরণটা হয়ে এসেচে। আচ্ছা তোমাদের নিতাইকে জগাই মাধাই কল্‌সির কানা ফেলে মেরে-

ছেন, তবু রাগে নি। যদি তোমাকে আমরা রোষ্ট করি তা'হলে কি কর?

জ্ঞান। তা করবেন—

উকিল। কথায় চটেন না, ভারি সহগুণ ত। আমি জানি ব্রহ্ম-বিটেলগুলো মিট্‌মিটে ডান।

(মদের বোতল লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ।)

(সকলের মদ্যপান।)

জ্ঞান। আমি তবে এখন আসি—

সদরওয়ালা। সে কি হে, তুমি নাকি নির্ব্বিকার হয়েচ! মদের গন্ধেই পালাতে চাও। ছি! ছি! বি, এল পাস ক'রে হ'লে কি?

(নানাবিধ মাংসাদি লইয়া মুসলমান ভৃত্যের প্রবেশ।)

জ্ঞান। আমি আসি। এখান আপনাদের আনন্দের হানি হবে।

মুন্সেফ। তুমি ব'সে ব'সে দেখ—আমরা দু'শো মজা করি।

(সকলে মিলিয়া মাংস ভক্ষণ ও মদিরা সেবন।)

গোলক। আমার পাচকটী বিশেষ সুনিপুণ, কেমন ডিপুটী বাবু?

ডিপুটী। অতি সুন্দর।

সদরওয়ালা। আমায় একটা দিতে পারেন? আমার বাবুর্চ্চিটী পাকা বটে, কিন্তু একটা মাংস ছোয়না, বলে মোদের জাতির হারাম, আমার কিন্তু ঐটিই ভাল লাগে—বাবা, হাড় নাই।

মুন্সেফ। জ্ঞানবাবুর অমন করে ব'সে থাকাটা ভাল দেখাচ্চেনা; একটু একটু চলুক না।

গোলক। এতে বড় নেই।

(চন্দ্রমুখী এবং বেদানার প্রবেশ।)

(জ্ঞান ব্যতীত সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক)

আস্তা'জ্ঞা হোক, আস্তা'জ্ঞা হোক।

সদরওয়ালা। আপনাদের এত বিলম্ব কেন? আমাদের আসর কিছুতেই জম্‌ছিল না, যেন অন্ধকার হয়েছিল।

চন্দ্রমুখী। তবে কি এখন চন্দ্রোদয় হ'লো?

মুন্সেফ। তার সন্দেহ কি! "এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে। লক্ষ লক্ষ তারা দেখ কি করিতে পারে॥" আমাদের এখানে আজ জোড়া চাঁদের উদয়।

ডিপুটী। ভাল ত চাঁদ?

চন্দ্রমুখী। তুমি ত আর খবর রাখ না।

ডিপুটী। মান কেন—বাড়?

সদরওয়ালা। হবে না? স্ত্রীজাতি অভিমানেই গড়া।

চন্দ্রমুখী। অভিমান ক'রে আর কি করবো? আপনারা পায় রাখেন তাই এখন এদেশে আছি, তা নইলে (জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া) এই যে বাবু—যদি এখনি বিদেয় ক'রতে পারেন ত আর এক ঘণ্টা রাখেন না। সে দিন উকিল বাবু আমাদের বারাণ্ডা থেকে ওঁর তিলক দেখে ঠাট্টা করেছিলেন, আমিও দু একটা কথা বলেছিলেম। উনি বলেছিলেন কি, "এ বাস্তবিকই হাঁড়িকাট, এতে অবিদ্যা শক্তি বলিদান দেবো"। তারপর আমি জান্‌লুম যে, আমাদেরই অবিদ্যা বলে।

ডাক্তার। নাও ভাই এক গ্লাস, শরীর মন তাজা কর। আর ও অর্ব্বাচীনের কথায় কাজ নেই। (মদ্য প্রদান)।

উকিল। জ্ঞানচন্দ্র হে, আজ তোমার জ্ঞানচন্দ্র উদয় করে দিই।

দেখ্‌চো কত চন্দ্রের উদয় হয়েচে। আর কেন অজ্ঞান তিমিরে অবস্থিতি করবে? সংসারের সার সুখ এই কামিনী আর লাল পানি।

গোলক। বাজে কথা রাখ বাবা, একটা গান হোক।

সকলে। হাঁ হাঁ ঠিক—আচ্ছা চাঁদবদনী, একটা চলুক না?

চন্দ্রমুখী ও বেদানার গীত।

প্রাণ চায়না যারে কারে।
নিতে যে পারে, সে পারে॥
যে প্রেমিক হ'তে চায়, সাধে প্রাণ বিকায়,
না বিলালে আপন প্রাণ, পরের প্রাণ কি পায়—
প্রাণে প্রাণে মেশামিশি, প্রাণ কেড়ে নেয় জোর ক'রে॥

গোলক। বা!

সকলে। বেশ, ভাই বেশ -ডবোল বেশ।

মুন্সেফ। এন্‌কোর দাদা—এন্‌কোর—

উকিল। (জ্ঞানের প্রতি) দেখ ভাই দেখ, একবার চক্ষু খুলে দেখ। যাদের জন্যে সংসার, যাদের জন্যে জগৎ; আমড়া ভাতে ভাত খেয়ে যে লেখা পড়া শিখেছিলুম, তার এই পুরস্কার হাতে হাতে।

মুন্সেফ। দেখ ভাই বেদানা, তুমি একটিও কথা কচ্চ না যে?

বেদানা। কথার সময় হলেই কইব. আপনারাও ত এতক্ষণ বোবা ছিলেন।

ডাক্তার। খাও না ভাই, এক গ্লাস।

বেদানা। আমি মদ খেতে জানি নি।

সকলে। (উচ্চ হাস্য) ছি! ছি! এমন বেলই কথাটা ব'লে ফেল্‌লে।

চন্দ্রমুখী। আপনাদের জ্ঞানবাবু যদি মদ খান, বেদানাও হ'লে খাবে।

উকিল। বেশ বলেচ। জ্ঞান, লেডির request রাখ।

চন্দ্রমুখী। আমার হেল্‌থ পান করুন।

জ্ঞান। মান রাখ্‌লেম। (সুরা ভূতলে নিক্ষেপ)

উকিল। এমন পশু তুই। তোর পশু জন্ম আজ ঘুচোবো। তারাচাঁদ ধর বেটাকে—ওর গালে মদ ঢেলে দোবো। যদি না গেলে তাহ'লে যা করবার তাই করবো।

জ্ঞান। আমি সুরা স্পর্শ করি না। আপনাদের অনুরোধ এবং সম্মান রক্ষার জন্যে তাও কল্লুম। তথাপি অত্যাচার ক'চ্চেন কেন? আমি নিমন্ত্রণে আসতুম না, কেবল আপনাদের সম্মানের জন্যে এসেচি। এখন অনুমতি করুন—আমি বিদায় নি।

ডাক্তার। (মাংসের টুকরা জ্ঞানের গাত্রে নিক্ষেপ)। খাও না খাও আঘ্রাণটা নাও, পশু জন্মটা সার্থক হো'ক।

(ইত্যবসরে তারাচাঁদ কর্ত্তৃক সুরার সহিত বিষ প্রয়োগ এবং তাহা গোলককে প্রদান ও প্রস্থান।)

গোলক। চন্দ্রমুখী! আমার হাতের মদ ভারি আনন্দদায়ক। পান কর, পূর্ণানন্দ লাভ করবে।

চন্দ্রমুখী। (পান করিয়া) উঃ এত তিক্ত কেন? (বমন)।

সদরওয়ালা। এমন হ'লো কেন?

চন্দ্রমুখী। (বমন) ওঃ আমার প্রাণ যেন কে টেনে আন্‌চে। প্রাণ কেমন করচে, সর্ব্বশরীর যেন ভেঙ্গে গেল—মলেম।

ডাক্তার। যেন ষ্ট্রিকনিয়ার দ্বারা বিষাক্তের ন্যায় বোধ হচ্চে উঃ কি কনভালসান!

ডিপুটী। কি যন্ত্রনা!

সদরওয়ালা। ষ্ট্রি কানিয়া দিলে কে?

মুন্সেফ। আমার বোধ হয় তারাচাঁদের কর্ম্ম। সে গেল কোথায়?

গোলক। সেই না আমায় ঐ গ্লাস দিয়েছিল? কে আছিস্ রে—

(চাপরাসীর প্রবেশ।)

গোলক। তারা গেল কোথায়?

চাপরাসী। দাওয়ানজী একটু আগে বাসায় গিয়েছেন।

গোলক। শীঘ্র ডেকে আন।

[চাপরাসীর প্রস্থান।

সদরওয়ালা। এই কাগজখানি কি, দেখুন দেখি।

গোলক। উইল? তারার নামে! কি সর্ব্বনাশ!

উকিল। চন্দ্রমুখী ত অজ্ঞান হ'য়ে এল। উঃ! কি খেচনী!

বেদানা। হাগা ডাক্তার বাবু, দিদিকে একটু অষুধ দিন না। দিদি কি বাঁচবে? ওমা, চোক কপালে তুল্লে যে? হাগা কি হবে গা? দিদি কি আর বাঁচবে না?

জ্ঞান। আমি পুলিশে সংবাদ দিইগে।

[প্রস্থান।

গোলক। জ্ঞানবাবু, স্থির হোন্! একটা কথা শুনে যান্!

ডিপুটী। এখন উপায়? আমাদের আর লজ্জার সীমা থাকিবে না। আমিই এ মোকদ্দমার হাকিম, কেমন ক'রে বিচার ক'রবো? এবার দেখ্‌চি চাকরি থাকা দায় হ'লো! আমি এই বেলা পালাই, তোমরা কেউ আমার নাম কোরো না।

ডাক্তার। জ্ঞান কি না বল্‌বে?

(চন্দ্রমুখীর মৃত্যু।)

বেদানা। কি হ'লো, দিদি, কি হ'লো! আমার কি হবে? কেমন ক'রে ঘরে যাব!

(ইন্‌স্পেক্টর, কন্‌ষ্টেবল এবং জ্ঞানের প্রবেশ।)

জ্ঞান। এই দেখুন মৃত চন্দ্রমুখী বেওয়া, ঐ বোতল, আর এই দেখুন হাকিমগণ এই বীভৎস ব্যাপারে লিপ্ত। আর ঐ খানা জাল উইল। (বোতল ও উইল আয়ত্ব করণ।)

(দ্রুতপদে তারাচাঁদের ও পশ্চাৎ কনষ্টেবলের প্রবেশ।)

তারাচাঁদ। বাবু, রক্ষা কর, আমি এই আপনাদের এখান থেকে বাসায় গিয়েছি। আপনারা সকলেই দেখেচেন। বিষ দিয়েচি ব'লে আমায় গ্রেপ্তার ক'রচে।

জ্ঞান। এই তারাচাঁদ, আমি একে এক রকম সাদা গুঁড়ো দিতে দেখেচি।

ইন্‌স্পেক্টর। বাঁধো শালাকে।

(কন্‌ষ্টেবল বন্ধনোদ্যত।)

তারাচাঁদ। দোহাই ইন্‌স্পেক্টর বাবু, আমি কিছুই জানি নি। যদি কিছু হ'য়ে থাকে, ঐ জ্ঞান বাবুই করেচে। আপনি বরং জিজ্ঞাসা করুন ও মদ খায়নি। কত ঠাট্টা তামাসা হয়েছিল। উঃ বড় লাগে ছেড়ে দে—রে, আমি কি চোর না ডাকাত। দেখ বাবু, দেখ, রক্ষা কর আমায়।

(ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রবেশ।)

ম্যাজিষ্ট্রেট। কি এ? ডিপুটী, মুন্সেফ, সুবর্ডিনেট জজ, ডাক্তার, উকিল, আপনারা এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত! ইন্‌স্পেক্টর, তুমি সংবাদ পাঠিয়ে ভাল ক'রেচ। এখনি লাস চালান কর, আর বোতলটী কেমি-ক্যাল একজামিনারের আফিসে পাঠিয়ে দাও। এই বুঝি আসামী?

ইন্‌স্পেক্টর। আজ্ঞে—হাঁ হুজুর।

তারাচাঁদ। ধর্ম্মাবতার! ঐ জ্ঞানবাবুই সব করেচে।

জ্ঞান। ধর্ম্মাবতার! ঐ জাল উইলখানা দৃষ্টি করুন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। তাই ত—তারাচাঁদের নামে যে?

গোলক। আজ্ঞে, আমি ও করি নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট। বুঝেচি। (ইন্‌স্পেক্টরের প্রতি) আসামীকে হাজতে পাঠিয়ে দাও। আপনাদের একটা কথা ব'লে যাই। আপনাদের হাতে প্রজাদের মান, সম্ভ্রম সত্বাসত্ব শান্তিরক্ষার ভার রয়েচে। আপনারা আজও চরিত্র সংগঠিত ক'রতে পারেন নাই। আমি কি ক'রে গভর্মেণ্টে এ কথা লিখবো, তাই চিন্তা হচ্চে। ইংরাজী শিক্ষায় কি আপনারা এই ফল লাভ করেচেন? দেখ্‌চি, আমাদের মত থানা প্রস্তুত রয়েচে। অতি অন্যায়—এমন কুৎসিত অনুকরণ ক'রতে কেন শিক্ষা করেচেন? আমাদের যে সকল সদ্গুণ আছে, সে সকল ত আপনারা অনুকরণ ক'রতে চেষ্টা পান না। গুণ অনুকরণ ক'রতে পরিশ্রম আবশ্যক। আমি সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাই, সাহেবি ধরণের পরিচ্ছদ, সাহেবি চাল, সাহেবি ঢং, এগুলো কেন করেন? আমরা কি এই অনুকরণ প্রথা শিক্ষা দিয়ে থাকি? আপনারা এই রূপে নষ্ট হবেন, আর আমাদের কলঙ্ক বিস্তার হবে? দেশীয় রীতি নীতি, দেশীয় বেশ ভূষা, দেশীয় উন্নতি যে, ব্যক্তি মাত্রেরই গৌরবের জিনিস তা কি আপনারা অবগত নন। ইতিহাস পাঠ কি জন্য করেচেন? আর্য্যভূমিতে আর্য্যসন্তান হ'য়ে আর্য্যদিগের জগৎ বিখ্যাত যশোকান্তি লোপ করবার হেতু হচ্চেন। আমরা এখন আর্য্যবংশ সম্ভূত হ'তে ইচ্ছা করি, তা কি আপনারা জানেন না? এমন ক'রে কেন আপনাদের সর্ব্বনাশ নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌চেন? আমার পরামর্শ নিন্। আপনারা দেশীয় রীতি

নীতি কথন পরিত্যাগ করবেন না। তারই উন্নতি বিধানে যত্নবান হউন। পরিণামে মঙ্গল হবে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। একজন ইংরাজী বেশধারী বাঙ্গালীকে দেখ্‌লে কি ব'লে ব্যক্ত করা যায়? রূপে সাহেব নয়, চালচুলে সাহেব নয়, শক্তিতে সাহেব নয়, এ সকল দেখ্‌লে বাঙ্গালী ব'ল্‌তে হবে। আবার পরিচ্ছদ, ঢং দেখলে সাহেব ব'লে বোধ হয়, এমন ব্যক্তিকে কি বল্‌বে?—না বাঙ্গালী না সাহেব, এমন ব্যক্তিকে ব্যাভিচারী ব'ল্‌তে হবে। আমি সত্য কথা বলচি, এমন ব্যক্তিদের আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, আর প্রকৃত দেশীয়েরা ত তাদের ঘৃণা করেনই। এমন কিম্ভূত কিমাকার সম্প্রদায় হ'বার তাৎপর্য্য কি? যাই হোক, এই মোকদ্দমায় যাতে আপনারা বিশেষ শিক্ষা পান, তাই আমি করবো। গুড্‌ নাইট্‌ জ্ঞান বাবু।

[প্রস্থান।

জ্ঞান। ভগবানের খেলা কে খণ্ডন করবে? এখন এ বিপদের ত্রাণকর্ত্তা এক মাত্র তিনি। আমার পরামর্শ শুনুন, তাঁকে আপনারা প্রাণপণে ডাকুন, আমিও আপনাদের জন্যে প্রার্থনা ক'রবো।

[প্রস্থান।

[লাস এবং আসামী লইয়া ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

বেদান্ত। ডাক্তার বাবু! দিদিকে কোথায় নিয়ে গেল?

ডাক্তার। ডাক্তার সাহেবের কাছে পরীক্ষা হবে।

সদরওয়ালা। আর ওর কথা শুনে আমাদের কি হবে? এখন চল, যাতে অপমান থেকে উদ্ধার হ'তে পারি, সেই পরামর্শ করা যাক্‌।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কালী মন্দির।

জ্ঞান এবং ডাক্তারের প্রবেশ।

ডাক্তার। আপনার কাছে আমি বিশেষ বাধ্য আছি ব'লে কি, যা আমার অন্তরের কথা নয়, তাই স্বীকার করবো? অবতার, এ কথা কখন বিশ্বাস করতে পারবো না। সাধু বল, ভক্ত বল, তাতে ক্ষতি নাই।

(ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।)

ডাক্তার। কি বলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়? আপনিও ত আমাদের সকল শুনেচেন।

ভট্টাচার্য্য। কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সভায় বিচার ক'রে চৈতন্যকে অংশাবতারও নয়, আর পূর্ণাবতারও নয়, স্থির হয়েছিল। এ সাধুটিকে সেই শ্রেণীর ভক্ত ব'লতে পারি। আর আমাদের শাস্ত্রে যে সকল অবতার কথন আছে তন্মধ্যে কল্কি অবতার অবশিষ্ট আছে।

জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবতে যে অসংখ্য অবতারের উল্লেখ আছে—পুস্তকের বিতণ্ডায় কায কি? লক্ষণ দ্বারা স্থির করেই হয়।

ভট্টাচার্য্য। ইনি কি অলৌকিক কোন কর্ম্ম করেচেন? শক্তি কোথায়, এক এক জন সিদ্ধ পুরুষেরই অদ্ভুত ক্ষমতা, তাও এঁর নাই। সাধু বল তাতে ক্ষতি নাই।

ডাক্তার। আমি ত তাই বলচি। জ্ঞানবাবু সকল বুঝে—এইটে কেমন সেকেলে ধরণের কথা বলচেন। মানুষ কখন পূর্ণ হ'তে পারে না।

জ্ঞান। প্রত্যেক পদার্থ পূর্ণ তা জান?

ডাক্তার। কেমন করে—এক কলসী জল কি সমুদ্রের জলের সমান?

জ্ঞান। স্থূলে নয় বটে, কিন্তু অণু পরমাণুর হিসাবে পূর্ণ খণ্ড ব'লে যা বোধ হয়, তা কেবল অবস্থার কথা। আমরা যাকে ক্ষুদ্র মনে করি, তাদের আবার আণুবীক্ষণিক কীটাদির চক্ষে, বৃহদাকারে প্রতীয়মান হয়।

ডাক্তার। তাই যেন হ'লো, তাতে অবতার প্রমাণ ক'রবে কিসে?

জ্ঞান। যেমন জড়জগতের আবিষ্কারক, তাঁরা সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা মর্য্যাদাপন্ন। তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের ভাব প্রকাশকদের অবতার বলে।

ডাক্তার। এ প্রকার অবতারদের আমি বিশ্বাস করি।

জ্ঞান। তবে বিশ্বাস না কর কি?

ডাক্তার। পূর্ণ ব্রহ্ম। এই কথা।

(ব্রহ্মজ্ঞানী নিশিবাবুর প্রবেশ।)

নিশি। জ্ঞানবাবুর ঐ কথাটা আর কিছুতেই গেল না।

ডাক্তার। আমিও তাই বলছিলুম।

নিশি। আমরাও ত হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করেছি। দেখুন যজ্ঞোপবীত ফেলে দিয়েছি, হিন্দুসমাজ পদাঘাতে চূর্ণ করেছি; জাতি একাকার করেছি, এ সকল শিক্ষার ফল, বর্ত্তমান রীতি নীতির ফল। পূর্ব্বে কাশী বৃন্দাবন যেতে হলে, ছ'মাস এক বৎসরের কমে হ'তো না।

আমাদের পিতা মাতারা তাই ক'রে গেছেন। আমরা কি সেই জন্য রেলের গাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাশী গমন করবো না? খবরাখবর প্রেরণ করতে হ'লে কি ডাকে অথবা টেলিগ্রামের সুবিধা ছেড়ে দোবো? রজনীতে গ্যাসের আলো নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে চলে যাব? যা তাঁরা না করেচেন, আমরা সুবিধা অসুবিধা না বিচার ক'রে তাই করবো? একি কথার মত কথা, না সামান্য জ্ঞানের পরিচয়? জ্ঞানবাবু, জ্ঞানবান হয়ে এমন অজ্ঞানের মত কথা বলা উচিত নয়। যাই বল, এটা তোমার নিতান্ত কুসংস্কার।

জ্ঞান। কে বল্লে আপনাকে কুসংস্কার, অথবা পিতা পিতামহের আদিষ্ট কর্ম্ম ব'লে সম্পন্ন ক'রে থাকি? সকলেই স্ব স্ব প্রধান। সকলেরই বুদ্ধি বৃত্তি আছে। সকলেই বাহিরের ঘটনা পরম্পরা দর্শন, স্পর্শন এবং সম্ভোগ করচেন। সকলেই সকল বিষয়ের কার্য্যকারণ অনুসন্ধান ক'রে নিরস্ত হচ্চেন। যদ্যপি কার্য্যকারণ বিচার ক'রে কারণ সাব্যস্থ হয়, তা হ'লে সে কারণ কে পরিত্যাগ করবে? এমন কোন কথাই নাই যে, পূর্ব্বকালের সকল বিষয়ই পরিত্যাগ করতে হবে। এই কথাটাই যে মহা কুসংস্কারের কথা। তাঁরা জলকে জল বলতেন, তবে আমরা অন্য নাম করি! তা না হ'লে ব'লবে কুসংস্কার। মানুষকে মানুষ বলাও সেই জন্য বল কুসংস্কার। রেলের গাড়ীর কথা যা বল্লে, ও সে সময় প্রস্তুত হ'লে তাঁরা কি ব্যবহার করতেন না? আচ্ছা; এ সকল বল্‌বার তোমার অভিপ্রায় কি?

নিশি। তখনকার লোক সাধন প্রণালীর সুব্যবস্থা জানতো না, তাই গাছ, মানুষ, পাথর পূজা করতো। এখনকার নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা। এমন প্রণালী কেউ কখন জানতো না। তাই বলি, আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ কর, পরিত্রাণ লাভ করবে।

জ্ঞান। এ সকল কথা আলোচনা করতে লজ্জা বোধ হয়। কিঞ্চিৎ সামান্য জ্ঞানের প্রয়োজন; কেবল পুস্তক পাঠের কর্ম্ম নয়—সাধন আবশ্যক। নিরাকার উপাসনা নূতন নয়, আমাদেরই বৈদান্তিক মত।

নিশি। তবে তোমার আপত্তি কেন?

জ্ঞান। আপত্তি কিছুতেই নাই। তবে অযথা হলেই কথা কহিতে হয়। সাধকের প্রথমাবস্থায় নিরাকার উপাসনা। মৃত্তিকার দেবদেবী হোক, আর দারুময়ই হোক কিম্বা ধাতুনির্ম্মিতই হোক, এ সকল নিরাকার লক্ষণ। যখন দেবদেবীর পূজা হয়, তখন প্রাণপতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে। কোন দেবতাকে আহ্বান করা হয়, ক'রে পূজা করা হয়, আবার তাঁকে দক্ষিণান্ত করা হয়। সেটা কি জানা আছে? সেই জন্য সাধকের প্রথমাবস্থা নিরাকার। যখন সাধনে নিসক্ত হ'য়ে অভিলাষিত দেবতার দর্শন লাভ হয়, তাকে সাকার বলে। তারপর প্রেমের সময়। যেমন তুমি এক জনের নাম শ্রবণ ক'রে তার নিকট গমন পূর্ব্বক দর্শন লাভের পর যে বাক্যালাপ হয়, সেইরূপ তিন অবস্থাতে এই প্রকার তিন ভাব রয়েচে।

নিশি। সাকারের অর্থ কি কাট, মাটি নয়? তবে পূজা কর কেন?

জ্ঞান। সাধক দ্বিতীয়াবস্থায় যা দর্শন করেন, তারই আভাস রূপ উদ্দীপনের জন্য প্রস্তুত ক'রে রাখেন।

নিশি। তবেই ক মানুষের দ্বারা ঈশ্বরের গঠন হয়েচে।

জ্ঞান। ভাব ত মানুষের নয়! যা তিনি সাধককে দেখান, তাই গঠিত হয়। এই জন্যে জড় মূর্ত্তির আদি কারণ ঈশ্বর।

ভট্টাচার্য্য। সাকার নিরাকার যা বলেচ, তা অতি সত্য কথা কিন্তু অবতার কা'কে বল সে কথাটা ভাল বুঝিনি।

জ্ঞান। জীবে দয়া অবতারের প্রথম লক্ষণ। সর্ব্ব জীবে সমভাব দ্বিতীয় লক্ষণ। নিঃস্বার্থ প্রেম তৃতীয় লক্ষণ। সাম্প্রদায়িক ভাব পরিশূন্য চতুর্থ লক্ষণ। পরম বৈরাগী পঞ্চম লক্ষণ। পতিত ব্যক্তির আশ্রয়দাতা ষষ্ঠ লক্ষণ। জৈবধর্ম্ম বিবর্জ্জিত সপ্তম লক্ষণ।

এই সকল লক্ষণ যে ব্যক্তিতেই প্রকাশ পায়, তাঁকেই অবতার বলে। সাধুদিগের এই সমুদায় লক্ষণ কখন প্রকাশ পায় না।

ভট্টাচার্য্য। স্বীকার কল্লুম যে, এই সকল লক্ষণাক্রান্ত পুরুষই অবতার, কিন্তু এঁর ত এ সকল লক্ষণ নেই।

জ্ঞান। আছে কি না, আমি কথায় বল্‌বো কি? যদ্যপি দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়, সরল মনে, ব্যাকুল প্রাণে তাঁর শরণাপন্ন হোন্, সকলই প্রত্যক্ষ করবেন। কথায় কি আছে? আমরা কথার কথাকে কথামাত্র জ্ঞান করি। স্বচক্ষে দর্শন করা চাই।

ডাক্তার। একজনের আশ্রয়ে থাকেন, কেন? সকলের কাছে এত হীনতাই বা স্বীকার করেন কেন?

জ্ঞান। বালককে যখন ক, খ, শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন গুরু মহাশয় নিজে ক, খ, লিখে দেখান। তাই ব'লে কি গুরু মহাশয়কে মূর্খ বলা যাবে? আমরা তত্ত্ব সম্বন্ধে পঞ্চমবর্ষীয় বালক বিশেষ। তাই উনি নিজে আমাদের শিক্ষার জন্যে আপনি কার্য্য ক'রে থাকেন। একেবারে অভিমান শূন্য না হ'লে তত্ত্বজ্ঞান কখন প্রাপ্ত হ'বার উপায় নাই।

ডাক্তার। তাও স্বীকার কল্লুম, শক্তি উপাসনা কেন?

জ্ঞান। শক্তি ভিন্ন আর আছে কি? ঈশ্বরের শক্তি না থাকলে কে তাঁকে জানতো, কেনই বা তাঁর শরণাপন্ন হওয়া। আমরা কেন তাঁকে ডাকি? পাপ তাপ হতে মুক্তিলাভের জন্যে—তার অর্থ আমাদের পাপ ধ্বংশ করবার শক্তি তাঁর আছে। এ শক্তি না থাকলে

তাঁর সহায়তা প্রার্থনা কেহই করতো না। ধনীর নিকট ধন যাচিঞা করে, বিদ্বানের নিকট বিদ্যার্থী হতে হয়। বিশেষতঃ আজ কাল জড় শক্তির অতিশয় প্রাবল্য, দেখ--রেলওয়ে, জাহাজ, ইত্যাদি নানাবিধ কল চল্‌চে উত্তাপ শক্তিতে; তারে সংবাদ চল্‌চে তাড়িৎ শক্তিতে, উর্দ্ধে বিচরণ করচে পদার্থ শক্তিতে; মনুষ্যেরা নানাবিধ প্রতিষ্ঠা লাভ করচে বিদ্যাশক্তিতে; ঈশ্বর বোধ হচ্চে জ্ঞান শক্তিতে। তথাপি শক্তি পূজা উপেক্ষা ক'রে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী প্রচলিত হয়েছিল। ইনি নিজে শক্তি উপাসনা ক'রে, শক্তিবিবর্জ্জিত একাঙ্গী ব্রহ্ম সাধন, পরিবর্ত্তন করে ব্রহ্মশক্তি বা যোগ ভাব শিক্ষা দিলেন।

ভট্টাচার্য্য। আমাদের শাস্ত্রে যে যুগল মন্ত্রের সাধন রয়েচে, তারও উদ্দেশ্যে কি ব্রহ্মশক্তি।

জ্ঞান। সকল যুগল নয়। সাধকের অবস্থা বিশেষে যুগল ভাবের তারতম্য আছে। প্রথমাবস্থায় শিব-দুর্গা ভাব। ভগবতীকে মাতা এবং শিবকে পিতা জ্ঞান। আর রাধা-কৃষ্ণ ভাব সাধকের চরমাবস্থা। রাধাকে আনন্দরূপিণী বলে। মাতৃভাবে উপাসনা ক'রে যে অবস্থায় আনন্দ উথলে উঠে, তখনি রাধা ভাব ব'লে কথিত হয়।

ভট্টাচার্য্য। তবে এই রূপ সকল ভাবের কল্পনা মাত্র?

জ্ঞান। ভাবের কল্পনা কি? তাঁদের সত্তা হেতু ভাব। এর মধ্যে ছোট বড় নাই। দুই সত্য।

নিশি। দেখ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ এগুলি সব ভাবের বিষয় এবং তাদের তারতম্য ও বুঝা যায়, কিন্তু রূপ ত নাই!

জ্ঞান। যদ্যপি কোন ব্যক্তির ক্রোধ উপস্থিত হয়, তাকে দে'খবা মাত্র কি ক্রোধী ব'লে জ্ঞান হয় না?

নিশি। তা হয় বৈ কি।

জ্ঞান। ক্রোধের ত রূপ আছে, তা নইলে কি দেখা যায়?

নিশি। ভাবে সেই প্রকার পরিবর্ত্তন করে দেয়।

জ্ঞান। দেখ, ভাবে আকৃতি পরিবর্ত্তন হ'তে পারে এবং বস্তুতঃ তাই ঘটে। কারণ ক্রোধে, কামে, লোভে, আনন্দে, হতাশে সর্ব্ব অবস্থায় মনুষ্যের মুখাকৃতি দ্বারা আভ্যন্তরিক ভাব উপলব্ধি করা যায়। এই জন্য প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র স্বীকার করিতে বাধ্য। ঈশ্বর যখন ভাবে বিকশিত হন, তখন সেই ভাব স্বতন্ত্র আধারে মূর্ত্তিমান হ'তে কি অশক্ত? যদি অশক্ত হন তা হ'লে তিনি সর্ব্বশক্তিমান নন্। রূপাদি দর্শন সাধকের অবস্থার কথা।

নিশি। জ্ঞানবাবু, যা বল্লেন, সকল কথাই শুনলুম, কিন্তু ঈশ্বর রূপ ধারণ করেন, অবতার হন এ সকল কথা বিশ্বাস হয় না।

জ্ঞান। করেচেন কি? ঈশ্বর দর্শনের জন্যে কি কখন মনে চিন্তা করেচেন? না দেখা যায় না—এই কথাই ধারণা আছে। যখন পুস্তক পাঠ করেন, যদ্যপি অভ্যাস করতে না চান, তা হ'লে কি কস্মিনকালে অভ্যস্ত হ'তে পারে? একবার জীবনের জমা খরচ কেটে দেখুন দেখি? অর্থোপার্জ্জন করবার জন্যে কত সময় গিয়েছে, আর ঈশ্বরের জন্যেই বা কত সময় অতিবাহিত করেচেন? যখন বিষয়ের জন্যে জীবনের পোনের আনা তিন পাই দিয়ে সম্যকরূপে সুখী হ'তে পাল্লেন না, তখন কেমন ক'রে এক পাই সাধনে ঈশ্বরের সমুদয় ভাব অবগত হ'তে আশা করেন? আজীবন অধ্যয়ন ক'রে আজ্ তৎপর্য্যন্ত কেহ পাণ্ডিত্যের চূড়ান্ত করতে পারলে না। আর কয়েক ঘণ্টায় সমুদয় জানতে বাসনা করেন? এই অল্প সময়ে ঈশ্বরালোচনায় বিশ্বাস অবিশ্বাস হয়ে গেল? সঙ্গীত শিক্ষার সময়, সা—রে—গা—মা শিক্ষা করতে কত দিন সাপেক্ষ, একবার সঙ্গীতজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌বেন। "তাক্ তেটা

ঘেটা" বোলটী মুখে বলা সহজ, কিন্তু বাহ্য যন্ত্রে বহির্গত করা বিশেষ আয়াস সাধ্য। তাই বলি, বাক্যব্যয় ছেড়ে কার্য্য করতে শিক্ষা করুন। সত্য সত্যই সমুদয় প্রত্যক্ষ করবেন। বিচি বপণ করেই কেউ ফল কামনা করতে পারে না। কিন্তু কথা আছে। কাযোর কথা বল্লুম বটে, কিন্তু যদি একবার প্রাণপণে কোথায় হরি, কোথায় অগতির গতি, দীননাথ, দয়াময়, প্রাণেশ্বর ব'লে ডাকতে পারেন, দেখবেন আপনার সম্মুখে তিনি উপস্থিত। মন প্রাণ সেই পাদপদ্মে জন্মের মত উৎসর্গ করে দিয়ে হৃদয়াসন বিস্তারিত করে দেখুন দেখি, তিনি তদুপরি উপবেশন করেন কি না? কোথায় আপনাদের অনুরাগ? কোথায় আপনাদের হরি দর্শনের লালসা? আমি আপনাদের চরণে ধরে বলচি, একবার ডেকেই দেখুন। এমন নয় যে এ জন্মে কিছু হবে না। যে সময়ে পূর্ণ মন হবে, যে সময়ে প্রবল অনুরাগ প্রবাহিত হবে, যে সময়ে ঈশ্বরগত প্রাণ হবে, যে সময়ে ঈশ্বর বিরহে প্রাণ আকুলিত হবে, যে সময়ে তার দর্শন বিহনে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে; জলমগ্ন হ'লে শ্বাসরুদ্ধ জনিত প্রাণের যেমন অবস্থা হয়, প্রাণ তুল্য সন্তান বিয়োগ কালে হৃদয়ের ভাব যেমন হয়, পতিব্রতা পতিনিধনকালীন দর্শদিক যেমন শূন্যময় দেখে, সেই প্রকার ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হলেই তাঁর দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(একজন ভিখারীর প্রবেশ ও গীত।)

মজিয়ে তুচ্ছধনে, ভুলেছ আপন জনে।
কে আছে আপন জন আর হৃদিহারা হরি বিনে॥
ক্ষণতরে মন, কর সমর্পণ, পতিহারা সতী অধীরা যেমন,
মগ্ননীরে প্রাণ যে করে, ডাক' দেখি সেই প্রাণে॥

বিষম বিলাস বিষে, পশি ক্ষণ সুখ আশে,
সহেছ শতেক জ্বালা, সাধের জীবনে ঃ—
হরিনাম রস পানে, ফুল্লচিত্ত হরিগানে ;
পরশি পরশমণি, পরিণত কাঞ্চনে ॥

গানে ভিক্ষা দাও।

নিশি। তুমি এ গান কোথায় শিখ্‌লে ?

ভিখারী। আমি অমন ঢের জানি।

ভট্টাচার্য্য। আর একটা গাইতে পার ?

ভিখারী। হুঃ—

গীত।

সাধু কি অসাধু জানি না।
সে ত আপনি কিছু বলে না।
শুধু ব'লতে সাধু মনত সরে না ॥
সাধু ব'লে অসাধুরে দেয় সাধে সে কোল,
চরণ পেলে অবহেলে ঘোচে ভবের গোল,
প্রেমে বলে হরিবোল ;—
চিন্তা যাঁর চিন্তামণি, চিনেও তাঁরে চিনি না ॥

জ্ঞান। এ কে ! প্রাণের কথা টেনে ব'লছে। এ দেখ্‌ছি তাঁরই প্রেরিত।

ভিখারী। বাবা! কিছু দিলে না ?

(সকলের ভিক্ষা প্রদান)

[ভিখারীর প্রস্থান

নিশি। গাইলে মন্দ না! যা'হোক আমি তোমার নিকট চিরবাধিত হলুম। অনেক নূতন কথা শুনলুম। সময়ে সময়ে দেখা করবো এমনি ক'রে সাধুর কথা ব'লে আমায় কৃতার্থ করবেন।

জ্ঞান। যদ্যপি অনুমতি হয় তা হলে আমি এখন স্থানান্তরে গমন করি।

ভট্টাচার্য্য। আমরাও সাধুটাকে একবার দর্শন করে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীকূলে আশ্রম।

(সন্ন্যাসী এবং ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)।

ভট্টাচার্য্য। যাই বলুন মশাই, এখনকার লোকগুলোর কোন জ্ঞানকাণ্ড নেই। সাধু বল্লে আপনাকেই চক্ষে ঠেকে, আপনি কত উৎকট পীড়ার শান্তি করতে পারেন, কন্যার সম্বন্ধ ক'রে দিতে পারেন, আপনাকে পরিত্যাগ করে ঐ ভণ্ডর কাছে কি হিসাবে যায়? আমরা এত বলি, কেউ শোনে না। কেমন মোহিনী শক্তি আছে। বোধ হয় পিশাচ সিদ্ধ হবে?, তাই ওখানে যে যায় তাকেই ভুলিয়ে রাখে। সেনজা, মেজর সাহেব, তর্কবাগীশ, হেড মাষ্টার, ডাক্তার, উকিল, আর ছোট ছোট স্কুলের ছেলের ত সীমা নেই। আমাদের চক্রবর্ত্তী ছোঁড়াও খুব মিশেচে। তর্কবাগীশ ত কেঁদে পায়ের ধুলো নিয়ে গেল। আবার সাহেব, খৃষ্টান, খোট্টা, বাউল, সাঁই, কর্ত্তাভজা, আর কত সাধু

ফকির আসে, তার গণনা কে করে বলুন। যে আসে সেই কেঁদে পায়ের ধুলো নেয়, আর বলে, তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম। সন্ন্যাসী ঠাকুর, এর ভিতরের ব্যাপারটি কি বলতে পারেন?

সন্ন্যাসী। আমি ভারতবর্ষের প্রায় সকল তীর্থই দর্শন করেছি, কিন্তু এমন ভাব কোথাও দেখিনি। এঁকে আজ কয়েক বৎসর থেকে বুঝতেই পারলুম না। মনে ক'রে যাই, আজ এই কথা জিজ্ঞাসা করবো, বসতে না বসতে সেই কথার মীমাংসা করে দেন। দেখলে, আনন্দ উথলে উঠে। আর এই যে এত লোকজন আসচে, এরা সকলেই পণ্ডিত, কেহ মূর্খ নয়। এঁরা কেন ওঁর চরণ ধ'রে পড়ে রয়েচে। আমি দু এক দিন ঐ বাবুদের সহিত কথা কয়েছিলম, ওদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে আমি পরাজিত হয়েছি। কি বলবো বলুন—লোকে যা বলচে, নিতান্ত মিথ্যা নয়।

ভট্টাচার্য্য। সে কি মশাই, অবতার! বিচার নেই, আচার নেই, একটা ঠাকুর ব'লে বিশ্বাসও নেই। কালী, দুর্গা, শিব, রাধা, রাম, আল্লা, যীশু, কর্ত্তাভজা, সাঁই, বাউল, পঞ্চনামা, নবরসিক এ সকল মতেই সাধন করেছিল। ঐ পঞ্চবটী ক'রে কুম্ভক যোগ করেছিল।

সন্ন্যাসী। কুম্ভক! বলেন কি?

ভট্টাচার্য্য। আমাদের যত রকম সাধন প্রণালী আছে, উনি সব করেছেন। তাই আমরা বলি, লোকে একটা একটা পথই অবলম্বন করে; সকল মত ঘুরে বেড়ান ত কিছু নয়। মশাই; আগে যে কাণ্ড হ'তো তা আর কি বলবো। কখন হাসতেন, কখন কাঁদতেন, কখন বা অচেতন হয়ে পড়ে থাকতেন। আবার কখন কখন মেয়ে মানুষ সেজে সমস্ত রাত নেচে নেচে বেড়াতেন। তাই লোকে পাগল বলে।

সন্ন্যাসী। আপনার কথা শুনে, আমার মনে হচ্চে যে, আমি অতি

গঙ্গায় কাজ করেচি। আজ এই কয়েক বৎসর ধ'রে এখানে রয়েচি, কিন্তু ওঁর সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপও করি নি। কেবল আপনাদের পাঁচজনের কথায় এই বিপদ হয়েচে। কারোর কথায় বিশ্বাস করা উচিত নয়।

(বৈরাগীর প্রবেশ।)

বৈরাগী। গৌর বলে দণ্ডবৎ—সন্ন্যাসী ঠাকুর। ভাল আছেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়?

সন্ন্যাসী। ওঁর কাছে আসা হয়েছিল না কি?

বৈরাগী। গৌর, গৌর, ওঁর কাছে আমাদের কি যাওয়া সাজে! তিলক নাই, কৌপিন নাই, মালা নাই, হরিনামের ঝুলি নাই, কি করবো, দেখা হলে গৌর বলে দণ্ডবৎ করেন। জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস মনে করে, একটা দণ্ডবৎ করতে হয়।

সন্ন্যাসী। আমার ত তিলক মালা নাই?

বৈরাগী। আপনি একটা আশ্রম ধরে আছেন। ওঁর যে কিছুই নাই। হরি বলেন, রাম বলেন, রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে গিয়ে প্রাণ কৃষ্ণ, জ্ঞান কৃষ্ণ, ধ্যান কৃষ্ণ—আমরি! কি যুগল রস—কপট রোদন—

ভট্টাচার্য্য। ওঁর কি দশা হয়?

বৈরাগী। আবার সেয়াইয়ের মন্দির—

ভট্টাচার্য্য। সেয়াই কি?

সন্ন্যাসী। কালী।

বৈরাগী। গৌর, গৌর, প্রাতঃকালটা আমার নষ্ট করে দিলেন। ও নাম কি আমাদের শুনতে আছে।

ভট্টাচার্য্য। কালীনামে আপনার এত দ্বেষ কেন?

বৈরাগী। (কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক) গোর, গোর, ক্ষমা দিন মশাই। সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমায় বলকারক একটু ঔষধ দিন, আমি চ'লে যাই। গোর, গোর, আমি বুঝিচি, যখন উনি পাঁচপীরে এখানে রয়েচেন তখন আর নিস্তার নেই। ধর্ম্ম কর্ম্মটা সব গেলে!

সন্ন্যাসী। দেখ্‌চেন ভট্টাচার্য্য মশাই, ধর্ম্মের দ্বেষ ভাব দেখুন। কালী নামে—

(বৈরাগী কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক গমনোদ্যত।)

সন্ন্যাসী। স্থান পরিত্যাগ করতে উদ্যত, আর উনি সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগের সহিত সমান আনন্দ করে থাকেন। সকলেই প্রীতি লাভ করে, তাই তারা আসে। এক স্থানে সকলের আনন্দ লাভ কি মুখের কথা! আমি বিলক্ষণ বুঝিচি, তাই এত সাধন করেচেন। আমার একটা মন্ত্র সাধন করতে আজ বিশ পাঁচিশ বৎসর কেটে গেল, মন স্থির হ'লো না। আমি সত সাধু দেখেচি, তাঁরা এক একটা ভাবে সিদ্ধ হয়ে বসে আছেন। কিন্তু উনি সকল ভাবে সিদ্ধ। একি সামান্য মনুষ্যের কার্য্য! বিশেষতঃ লেখা পড়া জানেন না। যদ্যপি পণ্ডিত হতেন, বুঝতেম পুঁথি প'ড়ে জ্ঞান হয়েচে! যখন সাধন করেচেন, তখন নিশ্চয় বিজ্ঞানী—একটী ধর্ম্মের নয়, সকল ভাবের, সকল ধর্ম্মের বিজ্ঞানী। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! নিতান্ত গুরুতর কথা। তাইত! এক আশ্রমের দুই জনের মধ্যে মিল হয় না, পরস্পর ভাবের প্রভেদ; আর এঁর নিকট সকলের মিল। একি সামান্য কথা! সাম্প্রদায়িক দ্বেষভাবে জগৎ পূর্ণ। শাক্ত বৈষ্ণবদের বিদ্রুপ করেন, ব্রাহ্মেরা সাকারবাদী হিন্দুদের ঘৃণা করেন, কর্ত্তাভজারা আপনাদেরই জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব'লে সকলকে উপহাস করেন, মুসলমানেরা হিন্দুদের কাফের বলেন, এই প্রকার পরস্পর দ্বেষভাব সর্ব্বত্রেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যদিও

সিদ্ধপুরুষেরা কাউকে ঘৃণা না করুন, কিন্তু আপন ভাবকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন এবং সেই জন্যেই এত দলের সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক আমার জ্ঞান হচ্চে, উনি সামান্য সিদ্ধপুরুষ নন! তা না হ'লে এই জ্ঞানী, মানী ধনী, বিজ্ঞানী, পণ্ডিতগুলোকে যেন মেষপালের মত নিয়ে বেড়াচ্চেন? কৈ, আমরা এক জনকে কেন আকৃষ্ট করতে অসক্ত? কথা সোজা নয়। আমাদের দুরদৃষ্ট সহজে নিকটে থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েচি। আজ আমি চরণে শরণ নেবো।

ভট্টাচার্য্য। তাইত! আপনিও যে ভুলে গেলেন। তাইত, আমিও কি শরণাগত হবো! তাইত অনেক নটকাটিরা দেখেচি

সন্ন্যাসী। আমি জানি, চলুন আপনি, আপনার কোন ভয় নাই।

(নেপথ্যে—সংকীর্ত্তন ধ্বনি।)

সন্ন্যাসী। ঐ সংকীর্ত্তন হচ্চে, চল, আমরা শ্রবণ করিগে।

বৈরাগী। যাই বলি, সঙ্কীর্ত্তনের সময় যে কি সুন্দর নৃত্য করেন, আর যে ভাবাবেশ হয়, তাতে স্বয়ং গৌরাঙ্গ বলেই মনে হয়।

[সকলের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

(উদ্যান।)

ভক্তগণের সংকীর্ত্তন।

ভবে আর নাইত উপায় বিনা হরির রাঙ্গা পায়।
সাধন ভজন আর কি কারণ, পায় যে সে পায় চরণ কৃপায়॥
প্রাণের জ্বালা বোঝে প্রাণে, প্রাণ দিয়ে সে প্রাণটী কেনে,
ব'সে হৃদি পদ্মাসনে, প্রাণে প্রাণে প্রাণ মাতায়॥

এস হরি হৃদয় মাঝে, এস এস মোহন সাজে,
মন মজান মধুর ভাবে পূর্ণ কর মন কায়;—
আছি চেয়ে আশাপথ অভয় পদ ভরসায়॥

বৈরাগি। আপনাদের সংকীর্ত্তন শ্রবণ করে আমি চরিতার্থ হলুম। এমন ভক্তিপূর্ণ নাম কখন শুনি নি। মশাই, আমি আপনাদের সঙ্গে থাকবো, নাম সংকীর্ত্তন করবো। দয়া করে আশ্রয় দেবেন কি?

জ্ঞান। আমরা যার পদাশ্রিত, যাঁর চরণ যুগল এই ভব সন্তাপের একমাত্র ছায়া স্বরূপ, যিনি এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘোর নাস্তিকতা ও সাম্প্রদায়িক ভাব অপনোদনকর্ত্তাস্বরূপ শ্রীহরি বিরাজ করচেন, তাঁর রাজ্যে আমরা সকলে বাস করি। আমরা সকলেই তার দাস। তিনিই সকলের একমাত্র দুঃখহারী ভগবান। ভয় কি আপনার, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শরণাগত হউন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শয়নাগার।

(শৈলবালা এবং বিধুমুখীর প্রবেশ।)

বিধু। বৌ, তোর ভারি অন্যায়। দিন দিন এ কি রীতি হ'চ্চে?

শৈল। আমারি দোষ কি? তোমার ভেয়ের দোষ বুঝি কিছু দেখতে পাওনা? তা পাবে কেন, সে যে আপনার ভাই, আর আমি পরের মেয়ে কি না?

বিধু। দাদা যখন রাত্রে বাড়ী থাক্‌তো না, মদ খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে থাক্‌তো, কত বমি করতো, তখন ত তুই এমন করিস নি? এখন সব ছেড়ে দিলেন, মাছ পর্য্যন্ত খান্‌ না। ধর্ম্মের জন্য পাগল। আহা! দাদাকে এখন দেখ্‌লে ভক্তি হয়। অমন ক'রে কি বিরক্ত করতে আছে, কোন্‌ দিন কোন্‌ দিকে ছুটে পালাবেন।

শৈল। তোমার কি বল না? তুমি ত রাঁড় হ'য়ে ষাঁড় হয়েচ। আমার পেটে যদি একটা গুঁড়ো থাকতো, তাহ'লে মনে প্রবোধ দিতুম। বলবো কি, রাত্রে ঘরে শুয়ে থাকে, তা একটা কথা কয় না। মেয়ে মানুষের কত সাধ, তা কি তুমি জান না? আর বলে কি যে,—"তোমাকে ভাগ্ন বল্‌তে ইচ্ছা হয়"। মা গো! কথা শুনলে গা শিউরে উঠে। সাধে কি অমন করি।

(উকিলের প্রবেশ।)

উকিল। আজ আমি প্রভুর কাছে যাচ্চি, বোধ হয় রাত্রে আসতে পারবো না।

শৈল। কাল্‌কে আসা হবে, না না? তা কি আর আসবে? কাল আবার রবিবার। তা আর বাড়ীতে আসবার দরকার কি? আমায় এমন করে যন্ত্রণা দিয়ে আর তোমার লাভ কি? আমি তোমাদের ধর্ম্মের শত্রু হয়েচি। তোমার বোন কোমর বেঁধে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছে। কর, কর, ধর্ম্ম কর, আমায় বাগবাজারে পাঠিয়ে দাও।

বিধু। তোমার সঙ্গে ঝগড়া কল্লুম কখন? ভাল কথাই বলেচি, দাদা ধর্ম্ম করচেন্, এতে তুমি রাগ কর কেন? একে কি ভাই ঝগড়া বলে?

শৈলবালা। ঝগড়ার কি হাত পা আছে না কি? যদি ধর্ম্মই করবে, তবে আমায় বিবাহ করেছিলে কেন? এমন করে একটা ঘর মজাবার দরকার কি ছিল?

উকিল। আমি তোমাকে ত কোন ক্লেশ দিই নাই। আগে বরং কত তিরস্কার করেচি, মেরেচি, তাতে ত রাগ করতে না। এখন 'তুমি' বই 'তুই' বলি না, তবু এত অত্যাচার করচো কেন?

শৈল। আমি অত্যাচার করচি, না তুমি? আমায় মারবার আর বাকী কি রেখেচ? হাতে না মেরে ভাতে মেরেচ। এর চেয়ে হাতে মারা ভাল ছিল।

উকিল। দেখ, শাস্ত্রে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে, তাতো তুমি জান? তবে কেন ধর্ম্ম পথে কাঁটা দিচ্চ? এস, আমি যে পথে গমন করেচি, তুমিও আমার পশ্চাৎগামিনী হও। আমাদের পুরাতন ইতিহাসের কথা বিশ্বাস না কর, বর্ত্তমান ঘটনা দেখ। যার স্বামী খৃষ্টান কি ব্রহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করচে, তার স্ত্রীও পিতা, মাতা, ভাই, ভগি পরিত্যাগ করে স্বামীর অনুগামিনী হচ্চে। আর আমি ত অন্য কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করি নি, দেখ, তোমায় বল্‌তে কি, যতক্ষণ প্রভুর নিকট কি ভক্তদের সহিত কথোপকথনে থাকি, ততক্ষণ আমার পরমানন্দ বোধ হয়। কিন্তু যেই গৃহের কথা মনে হয়, তখনি তোমার এই ভীষণ মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রকাশিত হয়ে, আমায় বিচলিত করে ফেলে। তোমার জন্যে কত প্রার্থনা করি। দেখ, কত স্ত্রীলোক তাঁর কাছে যাচ্চেন, তাঁদের মোহতিমির বিদূরিত হয়ে যেন তাঁরা বিশুদ্ধ হরিপ্রেমে নিমগ্ন হয়ে গেছেন। তাঁদের চরণদর্শন করলে কত লোক পবিত্র হ'য়ে যায়।

শৈল। একটু একটু পদক জল খেতে পার না! বটে—আমি যা শুনেচি তাই সত্যি! এই জন্যে অত টান? ওমা তোমাদের

সেখানে এই হয়? যদি বিনে পয়সায় আনন্দ হয়, তা ছেড়ে কে পয়সা খরচ করে বল? সব ভণ্ডামী। আপনার মুখেই প্রকাশ হয়ে গেল। একথা আমি অনেক দিন শুনেছি। তাই জন্যে ত অত রাগ করি। ধর্ম্ম কর্ম্ম কল্লে, কেউ কি রাগ করে? সত্যি কি আমি এমনি লোক? আজ আমি খবরের কাগজে সব লিখে পাঠাবো। ছেনালি মাগিরা ধর্ম্মের ঢং ক'রে সব পুরুষ জুটিয়ে মনের সাধ পূর্ণ করচে! তাই ত বলি—এমনি সাধু এসেছেন যে, মাতাল বাঁড়ুয্যের মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর, সব এক দিন দু দিনে সাধু হয়ে যাচ্চে। সেই মিন্সেই বা কি ধর্ম্ম করে? এ কি ব্যবসা—তার থেকে লাভ কি?

উকিল। তোমার নিতান্ত কুবুদ্ধি ঘটেচে! সাবধান হয়ে কথা কও। আমায় যা ইচ্ছা বল, কিন্তু যদি গুরুনিন্দা কিম্বা সেই সাধ্বী সতী লক্ষ্মীদের নিন্দা করবে, তাহলে আর মুখ দর্শন করবো না। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমার ধর্ম্ম একদিকে আর সমস্ত জগৎ আর এক দিকে হলেও আমার মনের ভাব কারোর অবরুদ্ধ করবার অধিকার নাই। তুমি এ কথা নিশ্চয় জেনো যে, ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করতে হ'লে স্ত্রীমাত্রেই গর্ভধারিণী বলে জ্ঞান করতে হবে, আর স্ত্রীরা পুরুষদিগকে সন্তানের ন্যায় দেখবে। যে পর্য্যন্ত এই প্রকার মন ভাব উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হ'বার উপায় নাই। স্ত্রী পুরুষ ভাব ত জগতের জীবস্বভাব, দেবতাদেরও কি তাই?

বিধু। দাদা! আমায় একদিন নিয়ে যাবে?

উকিল। তোমার যদি সাধ থাকে, ঘরে বসে প্রভুর দর্শন পাবে।

বিধু। সে কি দাদা! আমি ঘরে বসে দেখ্‌তে পাবো! তা কি হয়, দাদা!

উকিল: আমি বল্‌চি, তুমি এক মনে তাকে ডাক, অবশ্যই পাবে।

বিধু। কি ব'লে ডাক্‌বো?

উকিল। যা ইচ্ছা, কিন্তু মনে ঈশ্বরভাব যেন থাকে।

বিধু। তবে আমি এখনি ডাকিগে। বৌ, অমন ক'রে ঝগড়া করিস্‌নি। তুইও কেন ডাক্‌না?

[প্রস্থান।

শৈল। হ্যাগা সত্যি? পরমেশ্বরকে ঘরে ব'সে দেখ্‌তে পাওয়া যায়? কেউ কি তাকে দেখেচে?

উকিল। তবে আমরা কি অনুমানে বিশ্বাস করি?

শৈল। তবে ও উনি সিদ্ধপুরুষ।

উকিল। তার আর ভুল কি!

শৈল। সব সত্যি। তুমি যে কথা বলেচো, তাতে আমার আর অবিশ্বাস নেই। তুমি যে বেশ্যাসক্ত ছিলে, যে মদ খেতে, গুরু পারে নি, পুরুত পারে নি, মা বাপ পারে নি, পাড়ার দশজন ভদ্রলোক পারে নি, এত বই পড়েচ, তাতে হয় নি, কত সমাজে যেতে তাতে হয় নি, আর একবার তার কাছে যেতেই বেশ্যাকে মা বলতে পেরেছ, এইতে আমি বিশ্বাস করি। আমার কি হবে? আমি যে ওঁকে গাল দিয়েচি। তোমার পায়ে পড়ি, আমার কি হবে?

উকিল। প্রভু আমার পাপীর ঠাকুর, তাই তাঁর নাম পতিতপাবন। তুমি তাঁর চরণে আশ্রয় নাও। অবশ্য তিনি দয়া করবেন। আমি এখন চল্লেম!

[প্রস্থান।

শৈল। (পশ্চাদ্গমন করিয়া) আমার জন্যে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কোরো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

(জ্ঞানের প্রবেশ।)

জ্ঞান। সংসার! আর তুমি আমার কি করবে? ভীষণ মূর্ত্তি! তোমার ঐ করাল বদন! দেখাও—তাতে আর ভয় করি না। আর কি তোমার বিভীষিকা, প্রলোভনে জ্ঞানের মন বিচলিত হয়! অহঙ্কার হচ্চে? এটা কি মাৎসর্য্য প্রসূত কথা হ'লো। হ'লো বই কি? তাই বা কেমন ক'রে? আমার আছে কি? জ্ঞান লাভ করা কি আমার শক্তিতে হয়েচে? সংসারের মোহিনী মূর্ত্তি কি আমি পদদলিত করেচি? কখন না, কখন না। যে জ্ঞান আমি ছিলুম তাও আমি জানি, আর এখন যে আমি তাও আমি জানি। ও—কে? কে আমার হৃদয়কমলে দণ্ডায়মান? কার চরণে সচন্দন তুলসী প্রদান কচ্চি? কে আমার দেহযন্ত্রে যন্ত্রী হয়ে উপবেশন করেচেন? ঠাকুর, আমি না তুমি? এখন তুমি, আমি নই। কর তোমার কর্ম্ম, দোষ গুণ তোমার, যশ অপ-যশ তোমার। সংসার শুনলে? আবার শোন। ঐ দেখ তোমার বড় সাধের কন্যা কামিনী বিজনে রোদন করচে? যাকে সুবেশে সজ্জিত ক'রে আমায় ভুলিয়ে রেখেছিলে, এখন সে কোথায়? কোথায় তার হাব ভাব? কার ভয়ে পলায়ন? সংসার! সাবধান, যেন আমার মত আর কাউকে মোহান্ধ ক'রে না রাখে। অনেক ক্লেশ পেয়েছি, বহু যন্ত্রণা দিয়েচে। কুহকিনীর কি কুহক—কি মায়া, কি অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ঘটনা। সংসার, আমার এই কথা, প্রভুর আদেশে প্রত্যেকের কর্ণে পবন বেগে প্রেরণ কর। বড় সুখের

সমাচার, জীব তা জানে না। মায়াবিনার মায়ায় জান্‌তে দেয় না। যেমন মাদক সেবনে অচেতন হলে বাহিরের কোলাহল তার নিকট অনেক দূর, তেমনি মায়ার মায়া। আর কোথায় তোমার পুত্র কাঞ্চন? পলায়ন কতদূর—দেখা যায় না, দৃষ্টির বহির্ভূত! যেমন দিবাকরের আগমনে রজনার তামসরাশি পলায়ন করে, যেমন উত্তাপ উপস্থিত হ'লে শীতলতা অপগমন না ক'রে থাকতে পারে না; যেমন প্রবল পবনের সমাগমে কার্পাস সম্মুখে অবস্থিতি করতে অসমর্থ হয়, যেমন মুক্তাদন বহ্নির নিকট বারুদ স্থান পায় না; তেমনি প্রভুর নামেই কামিনা কাঞ্চন পলায়নপর হয়েচে। সংসার! আমার দোষ নয়, আমার গুণও নয়। আর মায়াজাল বিস্তার করবে? কিন্তু তুমি লজ্জাহীনা। কতবার মস্তক মুণ্ডন করে দিলেন, তথাপি তাঁর সন্তানদের নিগ্রহ করতে ছাড় না। করি কি? গৈরিক পরবো! না পুরাকালীন পরিচ্ছদ নিকৃত, বাহ্যিক আড়ম্বরে পূর্ণ। তাই প্রভু পরিত্যাগ করেচেন। তবে কি কৌপিন—না, তাও না—আড়ম্বর নয়। অন্তরে কৌপিন চাই। পর কৌপিন, হও গুপ্ত বৈরাগী। লোক দেখান সকলই ত্যাগ করতে হবে। তাই প্রভু নির্লিপ্ত ভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিচ্চেন। তাই গোপনে নিরহঙ্কার হয়ে ছদ্মবেশীর মত রয়েচেন, কেবল শক্তিতে কার্য্য করচেন। কর ঠাকুর কর, গোপন ত রইলে না। কে আমায় বলে দিলে তুমি কে? কেমন ক'রে ভক্তেরা জান্‌তে পেরেচে? অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত থাকলে ত কালে নিজ রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। বুঝেচি—জীব শিক্ষার জন্যে!

(ব্রহ্মচারার প্রবেশ।)

ব্রহ্মচারী। কি বাপু, শিবোহং এর কি মামাংসা কল্লে? আমি যা বলেচি তাই সত্য। সবই শিব।

জ্ঞান। আমি কে? এই সকল কি?

ব্রহ্মচারী। সবই শিব।

জ্ঞান। ছিলেন কি, আছেন কি, হবেন কি?

ব্রহ্মচারী। ত্রিকালেই শিব।

(জ্ঞান কর্ত্তৃক গাত্র স্পর্শ করণ)

ব্রহ্মচারী। স্পর্শ করলি? আমি ব্রহ্মচারী, তুই শূদ্র আমায় স্পর্শ করিস? এ যদি হিন্দু রাজার অধিকার হতো তাহলে তুষানল করে দণ্ড বিধান করতুম।

জ্ঞান। সকলই শিব। শিবে স্পর্শ করেচে। ক্রোধের কারণ কি?

ব্রহ্মচারী। তাই বলে, তুই শূদ্র আমায় স্পর্শ করবি?

জ্ঞান। সকলই যে শিব—কে কাকে স্পর্শ করে?

ব্রহ্মচারী। কলিকালে যে এমন ধর্ম্ম লোপ হবে, ব্রহ্মচারীর মান সম্ভ্রম যাবে, তা ত ঋষিবাক্যেই আছে। এমন জানলে, এ প্রদেশে আসতেম না। এমন ব্রাহ্মতুল্য ব্রহ্মচারীর ভেক, তার সম্মান নেই?

জ্ঞান। কে কার মান রক্ষা করবে, সকলেই যে শিব।

ব্রহ্মচারী। দূর হ পাপাত্মা! যাবনিক অধিকার, তাই শূদ্রের এত স্পর্দ্ধা!

জ্ঞান। এই আপনার শিবজ্ঞান, বিচার করুণ, চীৎকারের কর্ম্ম নয়।

ব্রহ্মচারী। শূদ্রের সহিত বিচার, ব্রহ্মতত্ত্ব! অ্যাঁ হ'লো কি? বলে কি? না—না, আর আমার থাকা হলো না।

[প্রস্থান।

জ্ঞান। এমন অবস্থা না হ'লে, প্রভুর অবতরণ সম্ভবে না। আশ্রমের অভিমান, ধর্ম্মের কপটতা, ধর্ম্ম বিপ্লব, ধর্ম্মরাজ্যের যথেচ্ছাচারীতা এতই প্রবল হয়েছে?

নাস্তিকের প্রবেশ।)

নাস্তিক। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করচেন কি ? আমার ইচ্ছা ছিল যে, মনুষ্যেরা কল্পনার রাজ্যে কেমন ক'রে বাস করে, তাই একবার দেখবো, তা দেখ্‌লুম ভাল।

জ্ঞান। কি দেখ্‌লেন ?

নাস্তিক। কল্পনা, কল্পনা, কল্পনা। প্রত্যক্ষ পরিত্যাগ ক'রে কেবল কল্পনা।

জ্ঞান। প্রত্যক্ষ কি, আর অপ্রত্যক্ষ কি ?

নাস্তিক। এই দেখ জগৎ—প্রত্যক্ষ ব্যাপার, স্বভাবে হচ্ছে যাচ্ছে।

জ্ঞান। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা মীমাংসা করা যাক্। জল কি পদার্থ ?

নাস্তিক। এত প্রত্যক্ষ পদার্থ।

জ্ঞান। বরফ ?

নাস্তিক। প্রত্যক্ষ।

জ্ঞান। বাষ্প ?

নাস্তিক। প্রত্য—না, ওটা ঐ জলের রূপান্তর মাত্র

জ্ঞান। তবে অপ্রত্যক্ষ বলুন।

নাস্তিক। হাঁ, কাজেই বলা যেতে পারে।

জ্ঞান। অপ্রত্যক্ষ হয়েও প্রত্যক্ষ হয়।

নাস্তিক। স্বীকার করি।

জ্ঞান। এখন জলের ত্রিবিধাবস্থা স্বীকার করলেন ?

নাস্তিক। কি বল্‌বেন বলুন।

জ্ঞান। জলের প্রকৃত অবস্থা কোনটা ?
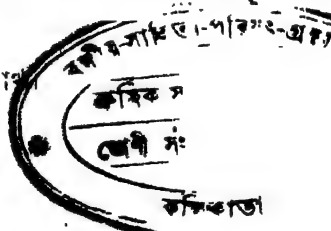
নাস্তিক। সবই প্রকৃত।

জ্ঞান। প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ দুই প্রকৃত?

নাস্তিক। সুতরাং—যা পরীক্ষায় পাওয়া যায়, তা অস্বীকার করবো কেন?

জ্ঞান। বাষ্পের পর অন্য অবস্থা আছে কি না, অনুমান হয়?

নাস্তিক। কি অবস্থা?

জ্ঞান। জলের মৌলিকাবস্থা, তদপরে কেবল মৌলিক ভাব, এ বিশ্বাস করেন?

নাস্তিক। করি।

জ্ঞান। সে অপ্রত্যক্ষাবস্থা?

নাস্তিক। হ্যাঁ।

জ্ঞান। তবে, প্রত্যক্ষ ব্যতীত স্বীকার করেন না, কেন বললেন? আপনি নিশ্চয় জানবেন, কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। স্বভাবে যে পর্য্যন্ত গমন করতে পারেন, তার অতীত বস্তু থাকিয়া যায়। সেই জন্য অনন্ত শব্দ প্রয়োগ হয়। জগতে প্রথমে যা কিছু নয়নে প্রতিফলিত হয়, তাকে স্থূল বলে. স্থূলের উপাদান কারণকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের কারণকে কারণ এবং এই কারণের কারণকে মহাকারণ বলে। পদার্থের এই চারপ্রকার বিভাগের প্রত্যেককে পুনর্ব্বার চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। জড় জগতে কারণকে শক্তি বলে। শক্তির অতীত আর কাহার বোধার অধিকার নাই। সেই শক্তির কারণ ঈশ্বর।

নাস্তিক। ওঃ, কল্পনা এতদূর গমন করতে পারে?

জ্ঞান। যদি কল্পনাই স্বীকার করেন, তা হলে যা কিছু দেখচেন, তাতো বাস্তবিক কল্পনা। প্রকৃত কি? জল, বরফ, বাষ্প, এদের

প্রকৃত অবস্থা কি? তবে অবস্থা বিশেষে সেই অবস্থাকে প্রকৃত বলা যায়। কারণাবস্থা বাস্তবিক কল্পনা। আমরা কি? কল্পনা। কারণ যা ছিলুম, তা এ নয়। জড় শরীরের উপাদান কারণ অন্য প্রকার ছিল। এখন এই প্রকার দেখ্‌চো, আবার অন্যপ্রকারে পরিণত হবে। সেই জন্য অবস্থা গত বিচার পরিত্যাগ কল্লে, সবই কল্পনা। কিন্তু এই কল্পনাই জগদীশ্বরের মহিমা। তাই একে মায়া বলে।

নাস্তিক। মহাশয়, আমি আমার শিক্ষককে ডেকে আনিগে; আপনার কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করতে আমি অশক্ত।

[প্রস্থান।

(গোস্বামী এবং মাতালের প্রবেশ।)

গোস্বামী। রাধে, রাধে, বোল্লিক বেটা আমায় সমস্ত রাস্তা জ্বালাতন করে মেরেচে।

মাতাল। কালী, কালী, কি কুক্ষণেই বেরিয়ে ছিলুম। বেটা গোর—স্বামীর পাল্লায় পড়ে অস্থির হলুম। মা, জয় মা—এই বেটা বোকা পাঁটার রক্ত পান কর মা।

গোস্বামী। স্পর্শ করিস নি, পাষণ্ড! তোর জ্বালায় একটু গোপনে হরি নাম করতে এলুম, তবু পশ্চাৎ পশ্চাৎ এসেছিস্। দূর হ পাপিষ্ঠ!

মাতাল। তোমার ঝুলিতে কি বাবা!

গোস্বামী। ঝুলিতে হরি নামের মালা—আর কি?

মাতাল। দেখি তোমার ঝুলি।

গোস্বামী। আরে স্পর্শ করিস নি। তুই মাতাল, আমার হরি নামের ঝুলি স্পর্শ করিস নি।

মাতাল। আমি দেখবো তোমার ঝুলি।

গোস্বামী। আরে রে রে সর্ব্বনাশ করলে। ও গো, কে আছ গো, দস্যুর হাতে আমার প্রাণ যায়। ছাড়্ বেটা, ছাড়্। আরে পামর, বর্ব্বর, ছাড়্ বেটা। ওগো বাবু, আমায় রক্ষা কর গো। এ বেটা ডাকাত!

জ্ঞান। বিবাদ কেন? বৃদ্ধকে ছেড়ে দিন, বিদ্রূপে আবশ্যক কি?

মাতাল। মশাই দেখুন, বেটার হরিনামের ঝুলিতে কি? (মাথার চিরুনি, লেডির জুতো, পোমেটম, এক মোড়ক বিস্কুট, শিশিতে মদ) এ কিরে বেটা? ওরে বুড়ো, এ কি? এই তোর হরিনামের আস্বাব, না তোর মা বাপের শ্রাদ্ধের উপকরণ। কি রে বেটা বুড়ো বেল্লিক?

জ্ঞান। ছি! ছি! ছি! একি, আপনি বৃদ্ধাবস্থায় পতিত, কখন নূতন কলেবর ধারণ করবেন স্থির নেই। এ সকল কি?

মাতাল। মশাই, উনি কল্‌কেতার একজন গোস্বামী ঠাকুর, জীবের ত্রাণকর্ত্তা, আজ বেটার তিলক চেটে নোবো।

গোস্বামী। আরে দেখ্, দেখ্, ক্ষমা দে, ক্ষমা দে। ধরা পড়েচি আর কেন? ছেড়ে দে—প্রাণে প্রাণে পালাই।

জ্ঞান। জগতের ব্যাপার এত দূর! ধর্ম্মের এত অধোগতি! নিত্যানন্দ বংশধর ব'লে যাঁরা পরিগণিত তাঁরাই কি এঁরা? পতিতপাবন নিতাই কোথায়? একবার এসে দেখে যাও। এ সকল লোকের কি গতি হবে? ধর্ম্মের কপটতা—এর কি কস্মিন কালে পরিত্রাণ আছে? এখন যেমন যন্ত্রণা পাচ্চে, পরিণামেও ততোধিক। জ্ঞানকৃত অপরাধের অধিক শাস্তি। মহাশয়, আর কেন? অকলঙ্ক চৈতন্য ধর্ম্ম, তার যথেষ্ট অপমান করেচেন, নিতাই—জগাই, মাধাইয়ের নিকট উৎপীড়িত হয়েও তাদের প্রেমে আলিঙ্গন করেছিলেন। এত প্রেম, এত উদারতা,

আপনারা সমুদয় বিনষ্ট কল্লেন ? ক্ষমা'দি'ন গোস্বামী ঠাকুর, আপনার চরণে ধরি, আর তাঁদের নামে কলঙ্কাবৃত করবেন না। যে নিতাই চৈতন্যের নামে চৈতন্য হয়, মায়াবরণ দূরীভূত হয়, নিত্যধন লাভ ক'রে জীব নিত্যানন্দে দিন যাপন করে; সেই বংশধর হয়ে, এই ঘৃণিত কার্য্যে নিমগ্ন !

গোস্বামী। কে তুমি ! কে আমার মোহতিমির বিদূরিত কল্লে ! কে তুমি আমার চক্ষু প্রস্ফুটিত কল্লে ? আমি চিরবাধিত হলুম। হায়, হায়, আমি কি কুলাঙ্গার ! কি নর পিশাচ ! কি পশু ! পশুরাও আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গোস্বামীকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে, শ্রীমদ্ভাগবৎ ব্যাখ্যা ক'রে লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত ক'রে থাকি, কিন্তু আমিই এত দিন অন্ধ ছিলুম। আমার গতি নাই, যা তুমি বলেচ তা সত্য। বাবু, কে তুমি, পরিচয় দাও। পরিত্রাণের উপায় বল। বুঝতে পাচ্চি, তোমার দ্বারা আমার উপকার হবে। ঘৃণা করো না—পাতকী বলে পরিত্যাগ করো না—বৃদ্ধ বলে দয়া কর। পতিত, অসহায় আমি। আমার আশা ভরসা আর নাই। কর্ণে মহামন্ত্র দিয়ে তারই ধর্ম্ম নষ্ট করেচি। ওহো ! হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। দশদিক শূন্যময় বোধ হচ্চে। অশনিপতন কেন হচ্চে না। গত জীবনের বিভীষিকা সকল একে একে মানসক্ষেত্রে সমুদিত হচ্চে। ঐ ঐ ঐ সেই নৃশংস ব্যাপার ! কন্যা—— পিতার কার্য্য ! পিতার কার্য্য ! পশু ! পশু ! পশু !

মাতাল। তাই ত ? আমিও ত তাই ! সম্বন্ধ বিচার আমারও ত নাই। আমিও ত পশুর কার্য্য করেচি ! এক দিনও মনে করিনি যে কচ্চি কি ? আমার উপায় ? মহাশয়, আমার কি হবে ?

জ্ঞান। পতিতপাবন নারায়ণ সকলের আশ্রয়দাতা। পতিত পাপী-

দিগের তিনি দয়াল ঠাকুর। তাই তাঁর নাম পতিতপাবন। তিনি দীননাথ- দীন, অসহায়, অনাশ্রয়, বিপন্নের অবলম্বন, তাই তাঁর নাম দীননাথ। তিনি পুণ্যবানের পতিতপাবন নন্। আমরা পতিত, আমরা দীন, আমাদের তিনি সহায়। আমাদের ঠাকুর, আর কাহারও নয়। আসুন তাঁকে ডাকি। আসুন তাঁর করুণা প্রার্থনা করি। আসুন প্রাণভরে দীননাথ পতিতপাবন বলে ডাকি।

গীত।

দীননাথ নামটী তোমার, দীনের তরে চিরদিন।
দীনের সখা দাও হে দেখা, দেখ মোরা দীন হীন॥
তোমার নামটী নিলে হৃদয় গলে, ভক্তি উথলে—
দয়াময় নামটী ধর, হের কৃপার অধীন॥

(পটক্ষেপন।)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিবিড় অরণ্য।

(ডাক্তারের প্রবেশ।)

ডাক্তার। কোথায় যাই? কি বিপদেই পতিত হলুম! মনুষ্য কি কখন এমন বিপদে পতিত হয়েচে? এ যে চিন্তার অতীত। তাইত, তখন জ্ঞানবাবুর কথা কেন শুন্‌লুম না? তাঁর কথায় অবিশ্বাস ক'রে তীর্থে বহির্গত হলুম। ভাব্‌লেম, কোন স্থানে না কোন স্থানে সাধুর দর্শন পাবো। কত দেশ ভ্রমণ কল্লুম, কত তীর্থ দেখ্‌লুম, কত বন গিরিগুহা অন্বেষণ করলুম, কোথাও আমার অভিমত সাধু পুরুষ পেলুম না। যাঁদের দেখ্‌চি, তাঁদের সঙ্গে জ্ঞানবাবুর সহিতই তুলনা হয় না। আহা, কি মধুর কথা গুলি, হাস্যপূর্ণ বদন খানি মনে হ'লে সকল দুঃখ দূর হয়। এখন বুঝতে পারচি, যদি কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম থাকে, যদি কিছু দেখ্‌বার শোনবার থাকে, তা হ'লে সেই সাধু ব্যতীত আর কাউকে প্রাণ চায় না। তখন যদি মনের এই অবস্থা হ'তো, তাহ'লে এত ক্লেশ, অর্থব্যয়, আর স্ত্রী বিচ্ছেদ সহ্য করতে হ'তো না। তাইত, সে কোথায় গেল? বনে একাকিনী অনাথিনীর মত, হয় ত কোথায় বেড়াচ্চে; না হয় কোন বন্যপশুর গ্রাসে পতিত, অথবা কোন নৃশংসের কবলিত হয়ে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়েচে। উঃ কি হ'লো! কেন এমন

মূর্খতা ক'রে অগ্রসর হয়ে এলুম। আহা! পিপাসা প্রপীড়িতা হয়ে সেই পুষ্করিণীতে জল পান করতে গেল—আর ত এল না। তবে কি জলমগ্না হলো? তাই বা কেমন করে? পুষ্করিণীর মধ্যস্থল পর্য্যন্ত অন্বেষণ করেছিলুম. কোন চিহ্ন পাই নাই। কন্যা বিয়োগে আমরা উভয়ে উন্মত্ত উন্মত্তা হই। তাই তার মনোরঞ্জনের জন্যে সমভিব্যাহারে এনেছিলুম। হায়! হায়! এত তীর্থে আনা হলো না—বনবাসিনী করে গেলুম। যে ভীষণ অরণ্যে এসে পড়েচি, এর ত কোন দিকে কিছুই স্থির করতে পাচ্চি নি। এ অরণ্যে কি মনুষ্যের বাস সম্ভব! তাই বা কেমন করে বিশ্বাস করি। যোগী ঋষি—তাই বা কে বল্‌তে পারে? ধর্ম্ম ব'লে কিছুই বিশ্বাস করতুম না। গোলক বাবুর বাগানের হত্যাকাণ্ডের পর জ্ঞানবাবুর অনুরোধে একটু মৌখিক ধর্ম্ম ভাব দেখিয়েছিলুম। তারপর, সেই সাধুকে অবতার বল্‌তেই আমি তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করি। ঈশ্বর কি মানি? না—বিশ্বাস কৈ? আমার এই বিশ্বাস যে মনুষ্যদেহ, জড় জগতের রূঢ় পদার্থদিগের সংযোগ শক্তির সহায়তায় গঠিত। পদার্থ অবিনাশী, শক্তিও অবিনাশী। যোগ বিনষ্ট হ'লে, যৌগিক পদার্থ ধ্বংশ হয়। তখন রূঢ়পদার্থেরা অন্য যোগে অবস্থিতি করে। তবে ঈশ্বর মানবো কেন? এখন কি বিশ্বাস করবো? না, কখন না। ভয়ে, বিপদে পতিত হয়ে, ঈশ্বর বিশ্বাস করবো? তা পারবো না। প্রাণ যায় যাক, তার জন্য দুঃখিত নই, তবু ভয়ে ঈশ্বর স্বীকার করবো না। কার্য্য কারণ বোধে—কারণকে ঈশ্বর বলে, না—সে কারণও স্বভাব। স্বভাবের কারণ কে? জানি না—বুদ্ধি পরাজিত। এখন করি কি? প্রাণ যে কেমন কর্‌চে? অশান্তির উপায় কি? ওঃ! তুমি কোথায় গেলে? কোথায় পরিত্যাগ করে এলুম। হয় ত আমার মত অনাহারে যূথভ্রষ্ট মাতঙ্গিনীর ন্যায় আমায়

বনে বনে অন্বেষণ করে বেড়াচ্চে। অবলা, দুর্ব্বলা, শোককাতরা, পতিহারা, অনাথিনী, অনশনে কোন বৃক্ষমূলে পতিত হয়ে রয়েচে। কারি কি? এ দুঃখের অবসান কি—মৃত্যু? তাই হোক্, আমি নিশ্চিন্ত হই। ('মৃত কন্যা উদ্দেশে) হারে প্রাণের পুত্তলিকা, কোথায় বাছা! তুই ত আমার হৃদয় শূন্য করে গিয়েছিস্। উঃ! শাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হচ্চে। এই ত আমার পরীক্ষার সময়। দেখি অর্থ চিন্তা করলে শান্তি লাভ হয় কি না? কোথায় ভেসে গেল! এত কোম্পানির কাগজ মনে কল্লুম, এত স্থাবর অস্থাবর বিষয় স্মরণ কল্লুম, কৈ কিছুতেই শান্তি হলো না। তবে কি অর্থে শান্তি নাই। জ্ঞান বিচার করবো? তাও স্থান পেলে না। ভাল, জ্ঞানবাবুর কথা একবার স্মরণ করেই দেখি না। বলেছিলেন যে প্রাণপণে যে ডাক্‌বে, তাকেই তিনি দেখা দেন। প্রাণপণ ত কাজেই হয়েচে। ভগবান্, অন্তর্যামি, দীননাথ, পতিতপাবন, কাঙ্গালশরণ কোথায় আছ একবার দেখা দাও। এই বিপদে রক্ষা কর।

(ঋষিগণ কর্ত্তৃক হরি গুণ গান।)

গীত

কাতরে ডাকলে পরে রইতে নারে প্রাণের হরি।
ফিরে সে পাছে পাছে চায়না প্রাণে লুকোচুরী ॥
প্রাণভরে ডাক্‌লে পরে,
দয়াল ঠাকুর রইতে নারে,
আদর ক'রে মুখের পানে চায়;

বলে—ডাক্‌লে কে আমায়—
সরল প্রাণে ডাক্‌লে কে আমায়—
কাতর প্রাণে ডাকলে কে আমায়—
বাঁধা চির দীনের দায় দীননাথ নাম ধরি ॥
আপন হরি, বিনা হরি নাহিত আপন,
যে নামে যেরূপে ভাব, সে ভাবে আপন,
ভেদ জ্ঞান অজ্ঞান কারণ—
শান্তিময় শান্তিদাতা ভক্তচিত বিহারী ॥

কি আশ্চর্য্য ! এ ঋষিগণ কোথায় ছিলেন। আহা কি মধুর সঙ্গীত, আমার যেন সর্ব্বশরীর অবশ হয়ে আস্‌চে। এত নেশা হ'লো কেমন করে ? (অচেতন)।

(ঋষিগণের প্রস্থান।)

(চেতন পাইয়া) আমি কি স্বপ্ন দেখলুম ? স্বপ্ন ? তাই বা কেমন ক'রে বলি। আমি যে চক্ষে দেখলুম, স্পষ্ট শ্রবণ কল্লুম, তারপর তাঁরা কোথায় গেলেন ? আহা ! কি রূপই তাঁদের দেখলুম, জ্ঞানবাবু যা বলেছিলেন, তাই ত স্বচক্ষে দেখলুম। স্বচক্ষে কৈ ? সেটা বিহ্বলাবস্থায় কি ভ্রম দেখেচি ! এখন সত্য কোনটা ? আমার পক্ষে উভয়ই সমান হয়ে গেল। এই জন্যে কি স্বপ্ন, জাগ্রত, সুষুপ্তি আর তুরীয় অবস্থা ভেদে সকলেরই সত্যতা [illegible]। যাই হোক, এই অরণ্যটা ভাল ক'রে অনুসন্ধান

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, গহ্বরে সমাধিস্থ যোগী, স্রোতস্বতী নদী ও মধ্যস্থান জ্বালামুখী।

(পাণ্ডা উপবিষ্ট। সন্ন্যাসিনী বেশে শিবসুন্দরী ও সপত্নি-পুত্রবধু এবং ডাক্তারের স্ত্রীর প্রবেশ।)

শিবসুন্দরী। এই দেখ জ্বালামুখী। দক্ষালয়ে সতীর প্রাণ ত্যাগ-হ'লে বিষ্ণুচক্রে তাঁর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড হয়েছিল। যেখানে যে অঙ্গ পতিত হয়, সেই সেই স্থান পীঠস্থান বলে কথিত হয়। এই স্থানে নাকি জিহ্বা পড়েছিল। এখানকার আশ্চর্য্য এই, যদি কিছু মাকে উপহার দাও. দেবী অমনি প্রজ্বলিত শিখায় তা গ্রহণ করেন।

ডাক্তার-স্ত্রী। মা! ভগবতীর কি সাক্ষাৎ পাবো?

শিবসুন্দরী। ডাক না, এখনি দেখা পাবে; (সঙ্গিনীর প্রতি) ভোগের দ্রব্য কি কিছু এনেচ?

পুত্র-বধু। হ্যাঁ মা। (প্রদান)

শিবসুন্দরী। এস, আমরা এই কুণ্ডের তীরে বসে মাকে ডাকি।

গীত।

চমকে উজলি বিজলী প্রায় ধীর মধুর খেলিছে।
স্থীরা দামিনী নলকে পলকে আঁধারে ফিরে ফিরিছে॥
লোল রসনা করাল বদনা মহাকাল হৃদি দলিছে।
কভু শবাসনা কভু শিবাসনা পুরাতে বাসনা জাগিছে॥

বলে—ডাক্‌লে কে আমায়—
সরল প্রাণে ডাক্‌লে কে আমায়—
কাতর প্রাণে ডাকলে কে আমায়—
বাঁধা চির দীনের দায় দীননাথ নাম ধরি ॥
আপন হরি, বিনা হরি নাহিত আপন,
যে নামে যেরূপে ভাব, সে ভাবে আপন,
ভেদ জ্ঞান অজ্ঞান কারণ—
শান্তিময় শান্তিদাতা ভক্তচিত-বিহারী ॥

কি আশ্চর্য্য! ঋষিগণ কোথায় ছিলেন। আহা কি মধুর সঙ্গীত, আমার যেন সর্ব্বশরীর অবশ হয়ে আস্‌চে; এত নেশা হ'লো কেমন করে? (অচেতন)।

(ঋষিগণের প্রস্থান।)

(চেতন পাইয়া) আমি কি স্বপ্ন দেখলুম? স্বপ্ন? তাই বা কেমন ক'রে বলি। আমি যে চক্ষে দেখলুম, স্পষ্ট শ্রবণ কল্লুম, তারপর তাঁরা কোথায় গেলেন? আহা! কি রূপই তাঁদের দেখলুম, জ্ঞানবাবু-যা বলেছিলেন, তাই ত স্বচক্ষে দেখলুম। স্বচক্ষে কৈ? সেটা বিহ্বলাবস্থায় কি ভ্রম দেখেচি! এখন সত্য কোনটী? আমার পক্ষে উভয়ই সমান হয়ে গেল। এই জন্যে কি স্বপ্ন, জাগ্রত, সুষুপ্তি আর তুরীয় অবস্থা ভেদে সকলেরই সত্যতা [illegible]। যাই হোক, এই অরণ্যটা ভাল ক'রে অনুসন্ধান

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, গহ্বরে সমাধিস্থ যোগী, স্রোতস্বতী নদী ও মধ্যস্থান জ্বালামুখী।

(পাণ্ডা উপবিষ্ট। সন্ন্যাসিনী বেশে শিবসুন্দরী ও সপত্নি-পুত্রবধূ এবং ডাক্তারের স্ত্রীর প্রবেশ।)

শিবসুন্দরী। এই দেখ জ্বালামুখী। দক্ষালয়ে সতীর প্রাণ ত্যাগ-হ'লে বিষ্ণুচক্রে তাঁর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড হয়েছিল। যেখানে যে অঙ্গ পতিত হয়, সেই সেই স্থান পীঠস্থান বলে কথিত হয়। এই স্থানে নাকি জিহ্বা পড়েছিল। এখানকার আশ্চর্য্য এই, যদি কিছু মাকে উপহার দাও, দেবী অমনি প্রজ্বলিত শিখায় তা গ্রহণ করেন।

ডাক্তার-স্ত্রী। মা! ভগবতীর কি সাক্ষাৎ পাবো?

শিবসুন্দরী। ডাক না, এখনি দেখা পাবে; (সঙ্গিনীর প্রতি) ভোগের দ্রব্য কি কিছু এনেচ?

পুত্র-বধূ। হ্যাঁ মা। (প্রদান)

শিবসুন্দরী। এস, আমরা এই কুণ্ডের তীরে বসে মাকে ডাকি।

গীত।

চমকে উজলি বিজলী প্রায় ধীর মধুর খেলিছে।
স্থীরা দামিনী নলকে পলকে আঁধারে ফিরে ফিরিছে॥
লোল রসনা করাল বদনা মহাকাল হৃদি দলিছে।
কভু শবাসনা কভু শিবাসনা পুরাতে বাসনা জাগিছে॥

আঁধার কায় আঁধারে ধায় কিরণ বিমল ভাতিছে।
শকতি বিকাশি যোড়শী রূপসী অট্টহাসি কিবা হাসিছে॥
দিনকর কর ক্ষীণ শশধর অতুল মাধুরি হেরিছে।
চিরদাসী পদে অভয়া বরদে ভীতভয় বারিছে॥

(তদনন্তর স্তব।)

কোথা গো মা ভগবতি, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিণি, !
বিশ্বেশ্বরি, বিশ্বরূপা, বিশ্ব-সনাতনি !
জগতপালিকা মা গো, জগততারিণী !
জগদ্ধাত্রি, ত্রাণকর্ত্তৃ, জগতমোহিনি !
জগদম্বে ! জগন্মাতঃ ! অপার মহিমা,
চতুর্ব্বেদ, পঞ্চতন্ত্র, দিতে নারে সীমা।
অষ্টাদশ পুরাণে মা, ব্যাখানিতে নারে,
ভাগবত আদি করি সর্ব্ব শাস্ত্র হারে।
তুমি স্থল, তুমি জল, অনিল, অনল,
জড়াকাশ, চিদাকাশ, তুমি সে সকল।
তুমি স্থূল, তুমি সূক্ষ্ম, তুমি সে কারণ,
তোমাতে সকলি হয়, তোমাতে নিধন।
মা, মহাকারণ বলে সকলে তোমায়,
আদ্যাশক্তি, নারায়ণী, অভয়া অক্ষয়।

গুণাতীত, গুণযুত তুমি পরাৎপরা,
সর্ব্বারাধ্যা সর্ব্বাণি, সর্ব্ব সারাৎসারা।
কার জায়া, কার মাতঃ, কাহার ললনা,
বিদ্যা বা অবিদ্যা তুমি কে জানে বল না।
তুমি কি না, তুমি বা কি, স্বরূপ তোমার,
স্ব-রূপ আপনি জান, জানিবে কে আর!
নির্ব্বিকার তুমি গো মা! তুমি নিরাকারা,
সাধকের সাধে হও তুমি সে সাকারা।
চিৎশক্তি, মায়া শক্তি, শাস্ত্রে যাকে কয়,
সকল, সকল যাতে, হয়, যায়, রয়,
সেই শক্তি তুমি মা গো! ভগবতী নাম,
পুরাও পুরাও আজি মম মনস্কাম।
কি জানি কি কব মোরা, দুঃখিনী অবলা,
দেখা দাও, দয়াময়ী, কাঙ্গালবৎসলা!
শুনেছি মা, দেখা পায়, যে ডাকে তোমারে,
মা-মা-মা-মা-মা-মা বলে সরল অন্তরে।
কি জানি, সরল কারে কহে নাহি জানি;
দেখা দাও ডাকি তোরে ব'লে মা জননী।

(অগ্নি শিখা রূপে জলে প্রকাশিত।)

শিবসুন্দরী। দেখ, দেখ, মা আদ্যাশক্তি সপ্রকাশ—মা! মা! মা!

ডাক্তারের-স্ত্রী। কৈ মা? মা ভগবতী ত আমাদের উপহার গ্রহণ কল্লেন না। মা! আবার ডাক না?

শিবসুন্দরী :—

কাতরে ডাকি মা তোমা এস মা জননী;
কৃপাময়ি, কৃপা করি লও উপহার।
কি দিব, কি আছে মোর, ওগো কাত্যায়নি,
তোমারই তুমি লহ, যাচি বার বার॥

(অগ্নি শিখা পুনঃ প্রকাশ এবং আহারীর দ্রব্য ভস্মীভূত।)

পাণ্ডা। মা, তোমাদের মনসাধ পূর্ণ হয়েচে?

শিবসুন্দরী। হাঁ বাবা! ভগবতী আমাদের দয়া করেচেন।

পাণ্ডা। তবে মা, তোমরা আমার প্রতি একটু দয়া করে যেও। ভগবতী এখানে বিরাজিতা। বিশ্বভাণ্ডোদরী, ওঁর উদর পূর্ণ কে করতে পারে? ভক্তে যা প্রদান করে, তাতে মারই সংকুলান হয় না। প্রসাদ পাবার কোন উপায় নেই। পাত্রাবশিষ্টই না হয় আস্বাদন করি— তারও যো নাই। দেখলে ত পাতাটা পর্য্যন্ত ভক্ষণ ক'রে ফেললেন। আমি দুঃখী ব্রাহ্মণ যে পড়ে আছি, তা মার একটু দয়া হয় না। তোমরাও যেন বিমুখ হয়ো না। আমি বড় দুঃখী। ব্রাহ্মণী আছে, আবার দুটি ছেলেও আছে। কিছু দিয়ে যা মা। মা তোমাদের সুখে রাখবেন।

শিবসুন্দরী। এই নাও বাপু। আমরাও বনবাসিনী, কোথায় কি পাব বল।

পাণ্ডা। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের কুশল হোক্। তোমরা দেখেচ ঐ যোগীবর বসে আছেন। দর্শন করে যাও।

[প্রস্থান।

(ডাক্তারের প্রবেশ।)

ডাক্তার। এখানে তুমি? কি আশ্চর্য্য! এঁরা কে?

ডাক্তারের-স্ত্রী। মা, উনি আমার স্বামী।

শিবসুন্দরী। এই তোমার স্বামী? মা ভগবতীর কৃপায় তোমাদের মিলন হলো। বাপু! অমন করে কি ফেলে যেতে হয়?

ডাক্তার। ফেলে যাব বলে যাই নি। বিধাতার চক্র, আমি কি করবো? মা, আপনার আশ্রম কি নিকটে?

শিবসুন্দরী। এই বনের প্রান্তভাগে আমি বাস করি।

ডাক্তার। আপনাকে আমি স্বদেশীয়া বলে দেখ্‌চি। বয়স নিতান্ত অধিক নয়। কে মা আপনি—নবীন তপস্বিনী সেজেছেন?

শিবসুন্দরী। সে পরিচয়ের আবশ্যক নেই। আমি ভিখারিণী—এই আমার পরিচয়।

ডাক্তার। যদ্যপি অপরাধী না হই, তা হলে আমার জানবার জন্যে অতিশয় বাসনা হচ্চে।

শিবসুন্দরী। আমি কোন জমিদারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলুম। তাঁর অত্যন্ত চরিত্র দোষ ঘট্‌লো। একদিন বাগানে একটি বেশ্যা মদের সহিত বিষ খেয়ে মরে যায়। তাতে কত অর্থ ব্যয়ে, আর জ্ঞান বলে একটী ছেলের বিশেষ সাহায্যে আমার স্বামী রক্ষা পান, কিন্তু তারাচাঁদ, যে বিষ প্রদান করে, তার ফাঁসী হয়। এই সকল ঘটনার পর, আমার প্রতি অনেক অত্যাচার হতে লাগ্‌লো। আমি অত্যাচারকে পারতুম, কিন্তু প্রাণ ভ'রে যে হরি নাম কর্‌তে পেতুম না, সেই জন্যে সংসার ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়েচি।

ডাক্তার। (স্বগতঃ) গোলকের স্ত্রী! আমায় ত কতবার দেখে-

চেন, তবে কেন চিন্তে পাল্লেন না? বটে, বটে, উনি কখন পরপুরুষের মুখ দেখ্‌তেন না। তাই আমাদের দেখেন নাই। হয়েচে ভাল। সঙ্গের কামিনীটি কে? এ কি গোলকের পুত্র-বধূ? (প্রকাশ্যে) ইনি কে মা?

শিবসুন্দরী। সম্বন্ধে আমার পুত্র-বধূ হন। আর এ সকল কথায় কাজ নেই। চল ঐ যোগীবরকে দর্শন করে আসি। (সকলের গিরিশৃঙ্গে আরোহণ এবং যোগীকে প্রণাম)।

যোগী। কে তোমরা? ঈশ্বর মঙ্গল করুন।

ডাক্তার। প্রভু! দয়া করুন, আমরা বড় দরিদ্র।

যোগী। অমন কথা বলো না। দীন আমি। ভগবানের নাম মাত্র আমার সম্বল। তুমি ধন্য! আমি তোমায় প্রণাম করি।

ডাক্তার। করেন কি? (প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ)।

যোগী। তুমি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্মের দর্শন লাভ করেচ।

ডাক্তার। সে কি ঠাকুর! তবে কি সেই ঋষিরূপীদিগকে লক্ষ্য করচেন?

যোগী। না—না? যে স্থান থেকে সন্দেহ করে এসেচ। জ্ঞান বাবুর কথা কি স্মরণ হয়?

ডাক্তার। আপনি জানলেন কেমন করে?

যোগী। যোগবলে সব জানতে পারি। তুমি যাও, কোথায় ভ্রমণ করে বেড়াবে? বলো তাঁকে? এ দাসকে কত দিনে দয়া করবেন?

ডাক্তার। তবে ত আমি অপরাধী হয়েছি। আমায় কি চরণে স্থান দিবেন?

যোগী। তাঁর নিকট অপরাধহীন কে আছে? জীবের অপরাধ নিলে আর কারোর রক্ষা ছিল না। জীব যখন তাঁকে ছেড়ে

থাকে, তখনই অপরাধ হয়। নিকটে গেলেই নির্ম্মল হয়ে যায়। আর একটী কাজ কোরো। এই ফলটী তাঁকে প্রদান করো। (প্রদান)

ডাক্তার। মহাশয়! আপনার কৃপায় আজ আমার জ্ঞান হলো। জ্ঞানের কথায় বিশ্বাস না করে অতি অন্যায় করেচি।

শিবসুন্দরী। বাবা! আমরা কি সেই মহাপ্রভুর চরণ লাভ কর্‌বো? আপনার আশীর্ব্বাদ হলে, না হবার হেতু নেই।

যোগী। মা! তোমায় আমি কি আশীর্ব্বাদ কর্‌বো। আমায় তুমি কৃপা ক'রে কৃষ্ণ-ভক্তি প্রদান কর। মা গো! তুমি কি সামান্যা, নরদেহ ধারণ ক'রে সকল বিস্মৃত হয়েচ। তুমি মা সাক্ষাৎ ভক্তি।

শিবসুন্দরী। ছি! বাবা। আমি অতি হীন, কলঙ্কিনী। আমার মত দুঃখিনী কেউ নাই। আমি কিসে কৃষ্ণ-প্রেম পাবো, তাই ভেবে সারা হলুম। আশীর্ব্বাদ করুন, চরণে স্থান দিন।

যোগী। মা গো! তুমি কৃষ্ণ-প্রেম প্রদায়িনী। তুমি কলঙ্কিনী বটে, কৃষ্ণ-প্রেমের কলঙ্কিনী। মা, তোমার পদার্পণে এই তীর্থ পবিত্র হলো। আর আমারও এই তীর্থে থাকা সফল হলো। আজ তোমায় দেখে, আমার কঠোর হৃদয় ভক্তিতে আদ্র হলো। সন্ধ্যা হলো—আর এস্থানে থাকা উচিত নয়। যদি ভগবানের মনে থাকে, ত কখন না কখন সাক্ষাৎ হবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবনের রাজপথ।

(শিবসুন্দরীর প্রবেশ।)

শিবসুন্দরী। এখন একাকিনী হয়ে বাঁচলুম। কি করি—অসহায়। এমন মৃত্যু কিন্তু দেখিনি, আহা! হরি নাম উচ্চারণ করতে করতে অমনি প্রাণত্যাগ হয়ে গেল। ও সেই ডাক্তার—আগে জানলে পরিচয় দিতুম না। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! উকীলটাও নাকি ভারি ধর্ম্মে মন দিয়েচে। আমি যা শুনেছিলুম, সব ত সত্যি। এমন দুশ্চরিত্র লোকগুলো তাঁর কৃপায় পরিত্রাণ পেয়ে গেল, আর আমায় কি দয়া করবেন না? কলঙ্কিনীর কি মনসাধ পূর্ণ হবে না?

(নন্দগোপালের প্রবেশ।)

নন্দগোপাল। পাগলী মা, মা তোমাকে ডাকচে। মা, আজ কিন্তু তেমনি ক'রে গান গাইতে হবে।

শিবসুন্দরী। তোর মাকে বলিস্, আর এক সময় আসবো। এখন ঠাকুর দেখা শেষ হয় নি।

নন্দগোপাল। না, তা হবে না। মা যে তোমায় নিয়ে যেতে ব'লে দিয়েচে। চল্‌না মা! তোমার কাপড়ে ও কি বাঁধা রয়েচে। পেসাদ, দেনা মা আমাকে?

শিবসুন্দরী। আরে, আমি কি তোর মা? তোর মা ঘরে আছে। এই নে পেসাদ খা। দেখিস পায়ে পড়ে না যেন।

নন্দগোপাল। তা আমি জানি। পেসাদের হাত মাথায় পুছতে হয়। মা, চল না।

শিবসুন্দরী। আমি তোর মা নই যা। যে মা ঘরে আছে, সেই তোর মা হয়।

নন্দগোপাল। না, তুই আমার মা। আমি তোর সঙ্গে যাব, ঠাকুর দেখবো, আর পেসাদ খাব।

শিবসুন্দরী। ছি! অমন ক'রে কি বিরক্ত করতে আছে। তাহলে আর তোদের বাড়ীতে যাব না।

নন্দগোপাল। যাবিনি, যাবিনি? তোর কাপড় ধরে থাকবো, কখন যেতে দেবো না।

শিবসুন্দরী। আচ্ছা, আবার প্রসাদ দিচ্চি—সেই গানটা গা দেখি।

নন্দগোপাল। কোনটা না?

শিবসুন্দরী। "গোরা গুণে প্রাণ কাঁদে--"

নন্দগোপাল। তুই ও বল।

(উভয়ের গীত।)

"গোরা গুণে প্রাণ কাঁদে, কি বুদ্ধি করিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি, কোথা গেলে পাব॥
কে আর করিবে দয়া, পতিত দেখিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ নাম, কে দিবে যাচিয়া॥
গেল যে, গেল যে, গোরা নিতান্ত ছাড়িয়া।
গোরা বিনে শূন্য দেখি, এ নগর নদীয়া॥
এত বলি কাঁদে দেবী, ভূমে লুটাইয়া।
বাসুদেব ঘোষ কহে বুক বিদরিয়া॥"

(শিবসুন্দরী স্থিরভাবে দণ্ডায়মান।)

নন্দগোপাল। মা, ওমা, মা, কথা ক'না মা।

(একজন ব্রজবাসিনীর প্রবেশ।)

ব্রজবাসিনী। মাতাজী এমন করে দাড়িয়ে কেন? ওমা, সেই রকম হয়েচেন যে!

নন্দগোপাল। "গোরাগুণে প্রাণ কাঁদে" সেই গান গাইতে গাইতে আর কথা কইচেন না।

ব্রজবাসিনী। (শিবসুন্দরীর শ্রুতিমূলে) গৌর, গৌর, গৌর।

শিবসুন্দরী। (ভাবাবেশে) কৈ গৌরাঙ্গ? এই যে আমার নবগোরা। এই যে আমার নবগোরা। এই যে আমার হৃদয়েশ্বর।

ব্রজবাসিনী। আবার কি হলো! (পুনর্ব্বার) গৌর, গৌর, গৌর।

শিবসুন্দরী। কৈ ঠাকুর, তোমার সেই রূপ কোথা গেল? এই যে দেখ্‌ছিলুম, আবার কেন অন্তর্দ্ধান হলে। এইটি তোমার চিরকেলে দোষ। থাক, থাক, অমনি কোথায় লুকিয়ে যাও? অবলাদের সঙ্গে কি অত বঞ্চনা ভাল। এ কি? এইরূপ? এ কি—চিররুগ্ন শরীর! দীনহীন বেশ! কেন, এমন সাধ কেন হলো? ভক্তেরা কি নেবে? নেবে না কেন—তাঁদের যা দেবে, যা দেখাবে, তাই তাদের অমূল্য ধন। গৌর রূপে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রূপ ছিল, এবার তাও নেই। এমনি করে কি জীব শিক্ষা দিতে হয়? জীব এমনি করে অভিমান খর্ব্ব করবে? আমি কি করবো? ভক্তি—ছি! ছি! ছি! অমন কথা মুখে এনো না। তোমার কাজ তুমি করগে। আমি তোমার নাম ক'রে, গুণগান ক'রে, বেড়িয়ে বেড়াব। তাই তুমি যাও? তা'হলেই জীব ভক্তি শিক্ষা করবে? কে তোমার সঙ্গে পারবে? আমি যা

বল্‌বো, তাতেই তোমার কাজ হবে! হয় হো'ক—আমার তাতে ক্ষতি কি? তোমার নাম ক'রে আপনি কৃতার্থ হবো—তাই শুনে অন্যের যদি উপকার হয়, আমার তাতে আপত্তি কি? আমি ত শিক্ষা দোবো বলে যাব-না—তাতে আমার অভিমানে কি হবে—

ব্রজবাসিনী। (শ্রুতিমূলে) গৌর, গৌর, গৌর।

শিবসুন্দরী। এত পাষণ্ড দলন! নয়—না, এরা যে তোমার ভক্ত। তোমারই লীলার পুষ্টি, লীলার সৌন্দর্য্য, জীবের শিক্ষার জন্যে তুমিই করেচ। তোমার মহিমা কে বুঝবে? বৈকুণ্ঠের পারিষদ এরা। নানা স্থানে ওদের সংস্থাপন করে, একে একে নিকটে আন্‌চো। কোথায় কেউ শৈশবকালে অতি পাষণ্ডের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেও হরি'নাম করচে। কোথাও কেউ পূর্ণ প্রলোভনে থেকে, পূর্ণ বৈরাগী রূপে অবস্থিতি করচে। কোথাও কাউকে অবিদ্যা খেলায় নিমগ্ন রেখে, তুমি স্বয়ং তার নিকট গমন ক'রে, পতিতপাবন নামের পরিচয় দিচ্ছ। কাউকে ঘোর মায়াবাদী, কাউকে ঘোর বিচারী, কাউকে শাক্ত, কাউকে বৈষ্ণব, কাউকে ব্রহ্মজ্ঞানী, কাউকে মুসলমান, কাউকে খৃষ্টান, কাউকে কর্ত্তাভজা, কাউকে বাউল, ইত্যাদি নানা শ্রেণী ভুক্ত ক'রে, অনন্ত ভাবের খেলা করচো। তুমি নিজে সংসারে প্রবেশ করেও সমুদয় পরিত্যাগ করে নির্লিপ্ত ভাবের পরিচয় দিচ্ছ। জীব এমনি করে শিখবে! স্ত্রী পুরুষ দাম্পত্য সূত্রে আবদ্ধ হয়েও পশুক্রিয়া বিবর্জ্জিত থাকবে। তাই স্ত্রীকে মাতৃ ভাবে রেখেচ? বটে, বটে, তমোগুণী কামিনীস্পৃহ জীবেরা তা নইলে ধর্ম্মে মন নিবেশ করবে না। তাদের কঠোর সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করা দুঃসাধ্য। বৈরাগ্যের কথা শুনলেই ভয়াকুল হবে! (হাস্যে) কত কৌশলই জান? রজোগুণী লোকেরা রজঃ ভাব না দেখলে তোমার কথা শুনবে না—তাই কিঞ্চিৎ রজঃ ভাব

রেখেচ। সাত্ত্বিক লোকের সূক্ষ্ম বুদ্ধি, স্থূল দৃষ্টি পরিত্যাগ ক'রে অলৌকিক বৈরাগ্য ভাব দেখ্‌বে—বেশ ঠাকুর বেশ, আমায় শীঘ্র শীঘ্র নিয়ে চল। কেমন লীলা করচো, দেখে আসি। আবার ও কি ? হরি নামে নৃত্য—আমরি, কি অদ্ভুত নৃত্য ! কি মহাভাবের সৌন্দর্য্য ! আহা, দুই চক্ষে যেন গঙ্গা যমুনা বয়ে যাচ্চে। এত প্রেমধারা ? জীব দেখ্‌রে—অনন্ত হরিপ্রেমে এমনি করে বিহ্বল হ'তে হয়।

ব্রজবাসিনী। এ কি ! চারিদিক আলোকিত হ'লো কেমন করে ! ওমা, মাতাজীর গা দিয়ে আগুন বেরুচ্চে যে—ওরে নন্দগোপাল, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।

(দ্বিতীয় ব্রজবাসিনীর প্রবেশ।)

ওলো, দেখ্‌ দেখ্‌ মাতাজীর গা দিয়ে কত আলো বেরুচ্চে।

দ্বি-ব্রজবাসিনী। ওমা, তাইত গো। এ যে জ্যোতিঃ—আমি কাল রাত্রে ঠিক এই রকম স্বপ্ন দেখেচি। (চরণে পতিত হইয়া) কৃপাময়ি ! কৃপা কর। অনাথা আশ্রয়হীনার আর কেউ নেই মা। মা, কত অপরাধ করেচি, কত অন্যায় বলেচি। কত অসঙ্গত কল্পনা করেচি। মা, আমায় ক্ষমা কর। জীব আমরা, কেমন করে দেবলীলা বুঝ্‌বো ? কেমন করে দেবতার লীলা জানবো ? না বোঝালে কেমন করে বুঝ্‌বো ? না দেখালে কেমন করে দেখ্‌বো !

শিবসুন্দরী। আয়, আয়, প্রভুর দাসী সব আয়। আর বিলম্ব নেই, প্রভুর ঐশ্বর্য্য দেখে যা, প্রভুর সহবাস সুখ সম্ভোগ কর। লীলারস পান করে জীব দেহ সার্থক কর।

১ম ব্রজবাসিনী। (চরণে পতিত হইয়া) মা, এতক্ষণে বুঝলুম, আপনি কে। তুমি সাক্ষাৎ দেবতা। নারীর শিক্ষার জন্যে নারীরূপে দেশে

দেশে ভ্রমণ কচ্চ। মা গো! অপরাধিনীর অপরাধ গ্রহণ করো না। তুমি না রক্ষা করলে আর আমাদের গতি নেই। তুমি চরণে স্থান না দিলে আর ত আমাদের যাবার স্থান নাই। মা! অভয় দান কর, অভাগিনীর প্রতি প্রসন্না হও। স্ত্রীজাতি, জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, দর্শন নাই, কি জানি, কি বুঝি, কি বলে তোমার স্তব করবো, কি মন্ত্রে, তোমার বন্দনা করবো? মা অগতির গতি, সহায় হও, রক্ষা কর, চরণে স্থান দাও।

(গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক, কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রবেশ।)

কৃষ্ণপ্রিয়া। আমি কি যাব না? আমায় মা সঙ্গে নেবে না? (চরণে পতিত হইয়া) চরণে আশ্রয় নিলুম; দেখ মা, চরণ ছাড়া করো না। মা গো! অগ্রে আমিত বুঝ্‌তে পারি নাই, তা'হলে কি এত দিন চরণ ছেড়ে কূপে নিমগ্না থাক্‌তুম? কেন মা এ বঞ্চনা? কেন মা এ কৌশল? পাপিনী বলে—গৃহবাসিনী বলে—কেন সংসার মোহে নিমগ্ন করে রেখেচ? কেন জ্ঞান চক্ষু খুলে দাও নি। এখন সঙ্গে নাও। আর কুল মানের ভয় রাখি না, আর পতি পুত্র চাইনা, আর লজ্জা ভয়ে ভীতা নই।

নন্দগোপাল। মা, কাঁদিস কেন? আমায় কোলে নে মা? মা, রাস্তায় এসেচিস, বাবা দেখ্‌লে তোকে বোক্‌বে।

কৃষ্ণপ্রিয়া। বল্‌ হরিবোল, তবে কোলে নোবো।

নন্দগোপাল। হরিবোল—মা আবার বল।

২য় ব্রজবাসিনী। মার চক্ষে নিমিষ নাই—শ্বাস রুদ্ধ।

১ম ব্রজবাসিনী। নিশ্বেস পড়চে না! তবে কি হবে?

২য় ব্রজবাসিনী। ভয় নেই। এমন আর একদিন হয়েছিল। এস, আমরা ওঁকে বেষ্টন ক'রে হরি নাম করি।

(সকলে মিলিয়া করতালি দিয়া গীত।)

হরিবোল হরিবোল বল হরিবোল।
তোলরে তোল প্রেমে গ'লে হরিনামের রোল ॥
প্রেমের বৃন্দাবন, তরু লতা শাখী পাখী হরিময় জীবন—
বল বদন ভ'রে হরি হরি, প্রেমের হরি দেবে কোল ॥

(শিবসুন্দরীর সংজ্ঞা লাভ।)

(হরমোহনের প্রবেশ।)

হরমোহন। কি সর্ব্বনাশ! কুলের কুলবধু হয়ে রাজপথে—করতালি দিয়ে নৃত্য! কল্লি কি? মান সম্ভ্রম সকল নষ্ট কল্লি? (ব্রজবাসিনীদের প্রতি) তোদের একটু লজ্জা নেই? হলেই বা বিধবা, তাই বলে কি স্ত্রীলোকের ধর্ম্মটা রক্ষা করতে নেই? (স্ত্রীর প্রতি) তোর এ কি বুদ্ধি? তোকে চন্দ্র সূর্য্য কখন দেখ্‌তে পায় না, তোর বাক্য গৃহের প্রাচীর শ্রবণ করে নি, তুই আমায় সিংহ তুল্য জ্ঞান করতিস্‌, আজ কি না ভিখারিণীর সঙ্গে ভিখারিণীর মত রাজপথে? তোকে এখনি এর শাস্তি প্রদান করবো। রাস্তায় হরিবোল দিয়ে নৃত্য? ভদ্রলোকের মেয়ে, আমার মত মান্যমান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রী, কল্লি কি? হলি কি? আমি কেমন করে দশজনের কাছে দাঁড়াবো? তুই গৃহের দ্বার রুদ্ধ ক'রে কেন দশটা উপপতি কল্লি নি—লোক ত কেউ জানতো না। হরি ব'লে রাস্তায়? চল্—শীঘ্র বাটীর ভিতর। নইলে এখনি পদাঘাতে তোর মস্তকচূর্ণ করবো। (পদোত্তলন পূর্ব্বক অগ্রসর)।

নন্দগোপাল। বাবা গো, মাকে মাল্লে গো—(পদ ধারণ)।

শিবসুন্দরী। কেন কটু কথা বলচো ? হরিনাম করেচে, তাতে দোষ কি ? এ সময় ত রাস্তায় কেউ নাই। ছি! স্ত্রীকে অমন কথা বল্‌তে আছে ?

হরমোহন। তুই মাগী এর মূল। তুই কোথা থেকে পুরা'ন খানকী, বৃন্দাবনে ঢং করে, ভদ্র লোকের সর্ব্বনাশ করতে এসেচিস্। আমার তখনি সকলে বলেছিল যে কল্‌কেতার সোনাগাছী, মেছোবাজার ভাল, ত বৃন্দাবন কাশীর মত অমন কুৎসিত স্থান আর নেই। যত বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী সেজে আছে। এ যে আমারি ভাগ্যে ফলে গেল!

শিবসুন্দরী। কেন তিরস্কার করচো ? কেন পাগলের মত বক্‌চো ? বৃন্দাবনে বাস ক'রে হরিনামের বিরুদ্ধাচারী ? সাবধান হও। তুমি মহাভক্তিমতির পতি, তাই এখন অপরাধী হও নি। পুনরায় ওরূপ কথা উচ্চারণ করলে, আমি তোমায় বৃন্দাবন থেকে দূর করে দোবো। বৃন্দাবনে হরি নামের বিরোধী ?

হরমোহন। আমি কি হরিনামের দোষ দিচ্চি। তুমি তাই ব'লে আমার স্ত্রীকে রাস্তা ঘাটে হরিবোল ব'লে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবে। এই যে আমার বাড়ীতে তুমি কত দিন গান করেচ, আমি কি তোমায় কিছু বলেচি ? রাস্তায় অসভ্যের মত নৃত্য না করলে কি হরিনামের ফল হয় না ?

শিবসুন্দরী। কিসে ফল আর কিসে বিফল, তুমি তার কি জানবে ? অন্ধ কি প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন ক'রে, তৃপ্তিলাভ করতে পারে ?

হরমোহন। যাই হোক, তোমার অমন করে মেয়ে ভুলিয়ে আনা ভাল হয় নি। অমন করলে কি ভদ্রলোকের বাটীতে প্রবেশ করতে পারবে। (স্ত্রীর প্রতি) শীঘ্র বাটীর ভিতর যা।

কৃষ্ণপ্রিয়া। আমি যাব না। মাতাজীর সঙ্গে সন্ন্যাসিনী হবো।

হরমোহন। কি? কি? এত বড় স্পর্দ্ধা! এতদূর যোগ্যতা! আমার স্ত্রী হয়ে আমায় অবজ্ঞা? এই কি তোর সতীত্ব? এই কি তোর গুরুভক্তি? এই কি তোর শিক্ষা? রে ব্যভিচারিণি, রে নারকি, এখনি তোর কেশাকর্ষণ করে পদাঘাতে যমালয়ে পাঠাবো।

নন্দগোপাল। বাবা, বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, মাকে মেরনা, মা আমায় হরিনাম শেখাবে।

কৃষ্ণপ্রিয়া। আর আমি তোমার নয়—এখন আমি বুঝেচি। যখন তোমার মোহান্ধকার বিদূরিত হবে, তখন তুমিও বুঝতে পারবে। আমায় তিরস্কারই কর, আর প্রহারই কর, তাতে আমার মন বিচলিত হবে না। তোমার সঙ্গে আমার জড় সম্বন্ধ, আত্মার সম্বন্ধ নাই। কোথায় ছিলুম, কোথায় জন্মালুম, কোথায় বাল্যকালে কাটালুম, কার সঙ্গে এত দিন বাস কল্লুম, এখন আবার কার সঙ্গে চল্লুম, পরে কোথায় যাব, কিছুই জানি না। মা, চল।

হরমোহন। হিন্দু বিধিমতে তুই আমার অধিনী। আমি বিধিমতে তোকে অবরুদ্ধ করবো।

কৃষ্ণপ্রিয়া। কে অধীন, কে স্বাধীন, পতি! চিন্তা করে দেখ। জড় বিধির অধীন জড়দেহ। রাখ তোমার জড় দেহ, তাতে ক্ষতি নাই। মনে কর, এখনি যদি আমার মৃত্যু হয়, তুমি কাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ ক'রবে? তুমি কি জড় দেহ রক্ষা ক'রবে, না অগ্নি দাহনে ভস্মীভূত ক'রে স্ত্রী বিয়োগ স্বীকার ক'রবে। মনে কর, যে আমি তোমার স্ত্রী হয়েছিলুম, সে আমি ত এখন নেই—তবে এ জড়দেহ নিয়ে কি ক'রবে? তাই বলি আমায় ছেড়ে দাও। বাধা দিওনা। তোমার অন্তিম চিন্তা কর। মনে কর কে তুমি, কার সন্তান, এখন বা কি, হবেই বা কি?

চেয়ে দেখ চতুর্দ্দিকে, জীব হচ্চে, রয়েচে, আবার কোথায় যাচ্চে। এমন আশ্চর্য্য ঘটনা, দেখেও কি দেখ না। কখন যেতে হবে, তার কি কিছু স্থির আছে? তবে আপনার আত্ম সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে কেন দুঃখভাগী হও। আমি তোমার ব্যভিচারিণী পত্নী ছিলুম না, এখনও নই। হরি প্রেমে অঙ্গ ঢেলেচি। হরি আমার প্রাণপতি, হরি আমার হৃদয়েশ্বর, বল হরিনাম, গাও হরিনাম, মাত হরিনামে।

নন্দগোপাল। বাবা, বাবা, হরিবোল বল। মা, মা, আবার বল হরিবোল। (করতালি দিয়া) হরি হরি বোল, বল ভাই, হরি হরি বোল।

হরমোহন। একি পাগলিনী হলো, ছেলেটাও হরি বলে নাচে, এ হলো কি? হ্যাগা মাতাজী! তুমি কি মন্ত্র দিয়ে আমার গৃহশূন্য করে দিলে? হায়রে, আর আমি কি করে গৃহে ফিরে যাবো, কি নিয়ে মন বেঁধে রাখবো। এত ঐশ্বর্য্য, এত অলঙ্কার, সব কি করবো? আচ্ছা, যদিই তুমি যাবে, তোমার অলঙ্কার গুলি কি হবে?

কৃষ্ণপ্রিয়া। ছার, ছার, ছার, হরি যার পতি, হরি যার ধন, হরি যার ঐশ্বর্য্য, হরি যার ভূষণ, হরি যার বসন, তার কি আর জড় ভূষণ—ভূষণ, না জড় বসন—বসন? পতি, ডাক' হরি বলে, কাঁদ হরি বলে, লুটাও হরি বলে, জড় বুদ্ধি এখনি দূর হবে। পতি, ভেবে দেখ তুমি কি ছিলে, কিছু কি জান? কি ছিল—কিছু স্মরণ হয়? যদি এখনি যেতে হয়, কিছু কি নিয়ে যাবে? এই দেহ—যার জন্যে এত আড়ম্বর, সেও কি তোমার সঙ্গে যাবে? কখন না। তবে কেন জড় পদার্থে মন আবদ্ধ করে রেখেচ? এখন কি বুঝতে পাল্লে না—যার সত্তায় আমি, সেও কারোর নয়; যার সত্তায় তুমি, সেও কারোর নয়। যদি আমাদের কারু জীবন এখনি বহির্গত হয়ে যায়, এই দুই দেহ কোথায়

থাক্‌বে, আমরা কি স্থির করতে পারবো ? তাই বলি—পতি, অনিত্য জড়ের জন্য বিমুগ্ধ কেন ? হরিনাম সার, ভব ঘোরের এক মাত্র ঔষধি। হরিনাম ভব জলধির একমাত্র উপায়। কর নাম অবলম্বন, এখনি জ্ঞানালোক প্রকাশিত হবে।

হরমোহন। একথা তোমায় কে শেখালে ? তুমি ত কখন পুস্তক পাঠ করোনি ; মাতাজী শিক্ষা দিয়েচেন ?

শিবসুন্দরী। এ কি শিক্ষার ফল, শিক্ষায় কি তত্ত্ব কথা পাওয়া যায় ? শিক্ষায় কি হরিপ্রেম হয় ? যখন হরি ব'লে প্রাণ কাঁদে, কথার কথা নয়—তখন হৃদয়বিহারী হৃদয়েশ্বর, আপনি হৃদয়ে উপস্থিত হয়ে আপনারি কথা বলে থাকেন। তাঁর কথা কি মানুষ জানে ?

হরমোহন। নন্দগোপাল, তুমি কি বাড়ী যাবে ?

নন্দগোপাল। না বাবা, আমি যাব না। মার সঙ্গে ঠাকুর দেখ্‌বো। পাগলী মার কাছে গান শুনবো—আর পেসাদ খাব।

হরমোহন। তোক্কে কে হরিনাম শেখালে রে—

নন্দগোপাল। কেন—পাগলী মা।

হরমোহন। মাতাজী, এই ত বালকের মুখে প্রমাণ হলো। তুমিই আমার সর্ব্বনাশের মূল। স্ত্রী পুত্র দুই নষ্ট করেচ। এই কি তোমার ধর্ম্ম ! এমনি করে কি কুল মজাতে হয় ? আমার তৈয়ারি সংসার, অমন লক্ষ্মীরূপা স্ত্রী, এই গণেশের মত পুত্র, সকলকে পাগল করে দিলে ? এই অজ্ঞান বালক, এখন বর্ণ পরিচয় হয় নি, কাকে ক, খ, বলে—তাই বুঝে না ; তার কি হরি জ্ঞান সম্ভব ! কত যোগী, ঋষি, দণ্ডী, পরমহংস, যাঁর দর্শনের জন্য লালায়িত, যাঁকে শাস্ত্রে বাক্য মনের অতীত ব'লে নিরূপিত করেচেন, সেই হরিপ্রেম কি মুখের কথা ! সাধনে যা না হয়, ভজনে যা না পাওয়া যায়, বিনা আয়াসে কি তাঁর

প্রেম লাভ হতে পারে ? হরিপ্রেম কি এত সুলভ ? এত হাটে ঘাটে ছড়াছড়ি—যে স্ত্রী বালক পর্য্যন্ত প্রেমে বিহ্বল। তুমি সত্য কথা বল। আমি তোমার পায়ে ধরে বলচি, তুমি যত অর্থ চাও, আমি দিতে প্রস্তুত আছি, কিছু ঔষধ ত খাওয়াওনি ? সত্য বল, মান রাখ, প্রাণদান দাও। আমার, আমার বলতে আর কেউ নি। মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বন্ধু নেই, ঐ স্ত্রী আমার একমাত্র এই ভব সংসারের আশ্রয়। আর এই বালক আমার একমাত্র কুলপ্রদীপ। আশ্রয় ভেঙ্গে দিও না। যেমন তরীর হাল-রজ্জু তরঙ্গিণীর তরঙ্গে একমাত্র অবলম্বন, যদ্যপি কেউ সেই সংযোগ রজ্জু ছিন্ন করে দেয়, তাহলে সেই তরীর জলমগ্ন ভিন্ন গতি নেই, আমারও তদবস্থা হবে। যেখানে যাই, যেখানে থাকি, মন আমার ঐ স্থানে বাঁধা থাকে। পুনরায় প্রত্যাগমন করি। এখন আমায় আর কে গৃহে আকর্ষণ করবে ? আমার কি সর্ব্বনাশ হলো, এত সাধের প্রেমের হাট আজ ভেঙ্গে গেল। নন্দগোপাল আমার অন্ধকার গৃহের প্রদীপ, আমার কুলগৌরব। ভেবেছিলুম নন্দ হ'তে কুল উজ্জ্বল হবে—সে আশাও ফুরাল। মাতাজি, আমরা ত তীর্থে বাস করেচি, এতে কি পুণ্য হয় না ? এতে কি হরিপ্রেম হবে না ?

শিবসুন্দরী। কেন আমায় বার বার দোষারোপ করচো ? কে কাকে হরিপ্রেম দিতে পারে ? যাঁর ধন, তিনি যাকে প্রসন্ন হ'য়ে প্রদান করেন, সেই ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী লাভ করে থাকে। আমি কাউকে ডাকি নি, কখন কিছু বলিও নি, বালককে কোন শিক্ষাই দিই নি। আপনি কাঙ্গালিনী, হরিপ্রেম ভিখারিণী, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াই। যদি কিছু হয়ে থাকে, হরির ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছায় যা হয়, তাই সত্য। মনুষ্যের ইচ্ছা ত তাঁর ইচ্ছা নয়। আমি হরিভক্তের দাসী। যে হরি বলে, আমি তার চরণ সেবা করবো, এই আমার ব্রত।

তোমার স্ত্রী পুত্র হরি বলে, তাই ওদের দাসী হয়েচি। আর তোমায় কি বলবো, হরির চরণে এই ভিক্ষা করি যেন তোমার হরি-ভক্তি হয়।

কৃষ্ণপ্রিয়া। পতি! যখন যা বলেচি, দ্বিরুক্তি ব্যতীত তখনই তাহি করেচ। এখন আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করবে?

হরমোহন। বল, কি করতে হবে?

কৃষ্ণপ্রিয়া। তুমি যার অনুগ্রহ লাভ করেচ, ওঁর আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ। চরণে পতিত হও—এখনি হরিপ্রেমে ভেসে যাবে।

শিবসুন্দরী। আমার নয়, তোমার স্ত্রীর নিকট অপরাধী। ও যদি প্রসন্না হয়, তবে তোমার গতি মুক্তি হবে।

হরমোহন। (স্ত্রীর প্রতি) অপরাধ ক্ষমা কর।

কৃষ্ণপ্রিয়া। হরি বলে কাঁদ।

(সকলে মিলিয়া হরিধ্বনি।)

নন্দগোপাল। বাবা হরি বলেচে, বাবা হরি বলেচে।

১ম ব্রজবাসিনী। হরির কি বিচিত্র লীলা! কথায় কথায় পাষণ্ড দলন—নামের এত শক্তি!

কৃষ্ণপ্রিয়া। মা চল, আজ সকলে মিলে প্রাণভরে হরিনাম করবো, আর ভক্ত সেবা করবো।

[সকলের প্রস্থান।